অনুসন্ধান
কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

ষষ্ঠ খণ্ড : রোমীয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

সপ্তম খণ্ড : রোমীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক:

এটি পত্রের আকারে লেখা কিতাব। এই পত্রের লেখক প্রেরিত পৌল (১:১)। প্রাথমিক মণ্ডলী থেকে তাঁর লেখকত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা হয়নি। এই পত্রে অসংখ্য ঐতিহাসিক ইঙ্গিত রয়েছে যা পৌলের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সত্যতা নিরূপণ করে।

লেখার তারিখ ও স্থান:

পত্রটি সম্ভবত ৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তের প্রথম দিকে লেখা হয়। খুব সম্ভব পৌল সে সময় তাঁর তৃতীয় তবলিগ যাত্রায় ছিলেন। তিনি জেরুশালেমের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ঈমানদারদের জন্য বিভিন্ন মণ্ডলী থেকে দান নিয়ে আসছিলেন (১৫:২৫-২৭)। ১৫:২৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৌল ইতোমধ্যেই ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়া মণ্ডলী থেকে দান সংগ্রহ করেছেন, তাই তিনি সম্ভবত করিন্থে ছিলেন এবং সেখান থেকেই এই পত্রটি লিখেছিলেন। গবেষকদের মতে সবচেয়ে সম্ভাব্য স্থানটি হচ্ছে করিন্থ বা কিংক্রিয়া, যা করিন্থ থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত।

পত্রটি লেখার সময়ে রোম নগরীর অবস্থা:

রাজনৈতিক গুরুত্ব, ভৌগলিক অবস্থান ও জাঁকজমকের দিক থেকে রোমীয় সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম নগরী ছিল রাজধানী রোম। অবিক্ষিপ্ত সারি সারি পাহাড়ের পাদদেশে ও ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে আসা মালভূমিতে শায়িত এই নগরী, যা ভূমধ্যসাগর থেকে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। মনোমুগ্ধকর প্রাসাদ, কৃত্রিম জলাধার, শৌচাগার, রঙ্গমঞ্চ ও সুদূরে বিস্তৃত রাজপথের জন্য রোম প্রসিদ্ধ ছিল।

তৎকালে রোম ছিল বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান এবং সভ্যতার ধারক। বহু স্থান থেকে লোকেরা ছুটে আসতো এই নগরটি পরিদর্শন করার জন্য, সে কারণে পর্যটন নগরী হিসেবেও এর সুখ্যাতি ছিল। সে সময় রোম ছিল ন্যায়বিচার ও মানবতার বিধান প্রতিপালনের দিক থেকে সর্বসেরা।

প্রেরিত পৌল আপ্পিয়া হয়ে দক্ষিণ দিক থেকে এই নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। প্রথম দু'বছর তিনি এখানে গৃহবন্দী জীবন কাটান এবং মুক্তি পরবর্তী কিছু দিন স্বাধীন থাকার পরে আবারও তিনি বন্দী হন। উল্লেখযোগ্যভাবে পৌল রোমে রাজ- প্রাসাদ থেকে কারাগার পর্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সুসমাচার তবলিগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রচলিত ধারণা অনুসারে, ৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বাইরে এক অখ্যাত স্থানে পৌলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

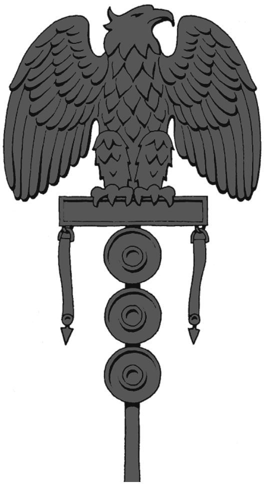

যাদের উদ্দেশ্যে এই পত্রটি লেখা হয়েছে:

মূলত রোমীয় মণ্ডলীর সদস্যরা ছিল এই পত্রের প্রাপক (১:৭)। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অ-ইহুদী, স্বল্পসংখ্যক ইহুদীও এই মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন (৪:১; ৯-১১ অধ্যায়; ১:১৩)। অনেকে বলে থাকেন পত্রটিতে ইহুদী স্বাতন্ত্র্যই প্রধান। তিনি ১৬:৩,৭,১১ আয়াতে ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ীদের শুভেচ্ছা জানান; ২:১৭ আয়াতে তিনি ইহুদীদের সম্বোধন করেন এবং বোঝান যে, তাঁর পাঠকগণ মূসার শরীয়তের সাথে খুব ভালভাবে পরিচিত (৬:১৪; ৭:১,৪)। অ-ইহুদী পাঠকের প্রতি তাঁর নির্দেশনাও স্পষ্ট। পৌল বারবার উল্লেখ করেছেন যে, অ-ইহুদীদের মাঝে পরিচর্যা করার জন্য তিনি বিশেষভাবে আহুত হয়েছেন (১:৫-৬; তুলন করুন ১:১৩ ও ১৫:১৪-২১ আয়াত)। পৌল সরাসরি অ-ইহুদীদেরকে সম্বোধন করেছেন (১১:১১-৪) এবং তিনি একতা ও সহনশীলতার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে তাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন (১৫:৭-৯)।

পত্রটির উদ্দেশ্য:

এই পত্র রচনার ক্ষেত্রে পৌলের উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ:-

- রোমে তাঁর আসন্ন তবলিগ যাত্রার পথ প্রস্তুত করা এবং স্পেনে তাঁর প্রত্যাশিত তবলিগের পথ প্রস্তুত করা (১:১০-১৫; ১৫:২২-২৯)।
- মণ্ডলীতে নাজাতের মৌলিক প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা, যারা আগে এই শিক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না।
- আল্লাহ্ কৃত নাজাতের পরিকল্পনায় ইহুদী ও অ-ইহুদীদের ঐক্য এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা।

পত্রটির প্রধান বিষয়:

রোমীয়দের প্রতি লেখা পত্রে পৌলের প্রাথমিক বিষয়বস্তু হচ্ছে মৌলিক সুসমাচার, সমস্ত মানজাতির জন্য– ইহুদী ও অ-ইহুদী সকলের জন্য আল্লাহ্ কৃত নাজাত ও ধার্মিকতার পরিকল্পনা (১:১৬-১৭)। যদিও অনেকে মনে করে থাকেন যে, ঈমানের মধ্য দিয়ে যে ধার্মিকতা লাভ

করা যায় তাই এই পত্রের মূল বিষয়, তবুও প্রথমটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

পত্রটির বিষয়বস্তু:
সমস্ত মানবজাতির রূহানিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পৌল এই পত্রটি লিখেছেন। তিনি ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয়কে গুনাহ্গার হিসেবে দেখেছেন এবং তাদের নাজাতের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেছিলেন। এই নাজাত স্বয়ং ঈসা মসীহ্ ক্রুশে মানব জাতির গুনাহের কাফ্ফারা সাধনের মাধ্যমে আল্লাহ্ কর্তৃক দত্ত হয়েছে। এই নাজাত দত্ত হবে বিনামূল্যে, শুধুমাত্র একটি শর্তে, আর তা হল ঈসা মসীহ্কে আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করে তাঁর উপরে ঈমান আনতে হবে। এরপর পৌল দেখান যে, যদিও ইসরাইল বর্তমানে ঈমানহীনতায় নিমজ্জিত রয়েছে, তথাপি আল্লাহ্র সার্বভৌম নাজাত দানের কর্মসূচিতে তাদের স্থান রয়েছে। সেই সাথে এখন অ-ইহুদীদেরকেও ঈমান এনে মন পরিবর্তন করার সুযোগ দান করা হচ্ছে, যেন তারাও অনন্ত জীবনের অংশীদার হয়। এই পত্রটি সকল স্তরের পাঠকের প্রতি তাদের ঈসায়ী ঈমানকে কার্যকর করার আহ্বান জানায়।

কিতাবখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

- পৌলের সকল পত্রের মধ্যে এটি সবচেয়ে পদ্ধতিগতভাবে লেখা হয়েছে। অনেকে এটিকে পত্রের বদলে ব্যাখ্যাসম্বলিত ধর্মতাত্ত্বিক রচনা বলে অভিহিত করেন।
- ঈসায়ী মতবাদে গুরুত্বারোপ। ধর্মতাত্ত্বিক মূল বিষয়গুলো এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে উল্লিখিত ও বিবৃত হয়েছে: গুনাহ্, নাজাত, অনুগ্রহ, ঈমান, ধার্মিকতা, ন্যায্যতা, পবিত্রকরণ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবন।
- দুই ধরনের গুনাহ্র উপরে গুরুত্বারোপ। পৌল ব্যক্তিগত গুনাহ্ এবং জাতিগত গুনাহ্, এই দুটি'কে পৃথকভাবে এই পত্রে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর জন্য আল্লাহ্র মহান নাজাতের সুসংবাদ জানিয়েছেন।
- পুরাতন নিয়মের উদ্ধৃতির ব্যাপক ব্যবহার। অবশ্য পৌল তাঁর অন্যান্য পত্রেও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছেন।

পত্রটির প্রধান আয়াত:
"অতএব ঈমানের মধ্য দিয়ে ধার্মিক পরিগণিত হওয়াতে আমাদের ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে।" (৫:১)।

প্রধান চরিত্রসমূহ: পৌল ও ফৈবি

প্রধান স্থান: রোম নগরী

পত্রটির রূপরেখা:

(ক) সম্ভাষণ ও মূল বক্তব্য - ১:১-১৭
  ১. শুভেচ্ছা (১:১-১৫)
  ২. ইঞ্জিলের শক্তি (১:১৬-১৭)

(খ) মানুষের নাজাতের প্রয়োজন - ১:১৮-৩:২০
  ১. মানব জাতির গুনাহ্ প্রবণতা (১:১৮-৩২)
  ২. আল্লাহ্র ধার্মিকতার বিচার (২:১-১৬)
  ৩. ইহুদী ও শরীয়ত (২:১৭-৩:২০)

(গ) আল্লাহ্ প্রদর্শিত মুক্তির পথ - ৩:২১-৪:২৫
  ১. ঈমান দ্বারাই ধার্মিকতা লাভ (৩:২১-৪:১২)
  ২. ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র ওয়াদার পূর্ণতা লাভ (৪:১৩-২৫)

(ঘ) মসীহে অবস্থিত মানুষের নতুন জীবন - ৫:১-৮:৩৯
  ১. ধার্মিকতার ফলাফল (৫:১-১১)
  ২. আদমের গুনাহ্র ফল ও ঈসার ধার্মিকতার ফল (৫:১২-২১)
  ৩. ঈসা মসীহের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা ও জীবিত থাকা (৬:১-১৪)
  ৪. ধার্মিকতার গোলাম (৬:১৫-২৩)
  ৫. বিয়ের বন্ধন থেকে শিক্ষা (৭:১-৬)
  ৬. শরীয়ত ও গুনাহ্ (৭:৭-১৩)
  ৭. অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (৭:১৪-২৫)
  ৮. পাক-রূহের দেওয়া জীবন (৮:১-১৭)
  ৯. ভবিষ্যতের মহিমা (৮:১৮-৩০)
  ১০. ঈসা মসীহে আল্লাহ্র মহব্বত (৮:৩১-৩৯)

(ঙ) আল্লাহ্র পরিকল্পনায় ইসরাইল - ৯:১-১১:৩৬
  ১. আল্লাহ্র মনোনীত ইসরাইল (৯:১-১৮)
  ২. আল্লাহ্র আজাব ও করুণা (৯:১৯-২৯)
  ৩. ইসরাইলের অবিশ্বাস (৯:৩০-১০:৪)
  ৪. নাজাত সকলের জন্য (১০:৫-১১:৩৬)

(চ) মসীহী ঈমানদারদের জীবনচর্যা - ১২:১-১৫:১৬
  ১. ঈসা মসীহে নতুন জীবন (১২:১-৮)
  ২. আসল ঈসায়ীদের চিহ্ন (১২:৯-২১)
  ৩. শাসনকর্তাদের প্রতি কর্তব্য (১৩:১-৭)
  ৪. পরস্পরের প্রতি মহব্বত (১৩:৮-১০)
  ৫. একটি জরুরী আবেদন (১৩:১১-১৪)
  ৬. দুর্বল ঈমানদার ভাইদের প্রতি কর্তব্য (১৪:১-১৫:৬)
  ৭. ইহুদী ও অ-ইহুদীদের প্রতি ঈসা মসীহের মহব্বত (১৫:৭-১৬)

(ছ) উপসংহার ও ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা - ১৫:১৭-১৬:২৭
  ১. হযরত পৌলের স্পেন ও রোমে যাবার পরিকল্পনা (১৫:১৭-৩৩)
  ২. ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণ (১৬:১-২৭)

পাক-পবিত্রীকরণ

পাক-পবিত্রীকরণের বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের শিক্ষা

পাক-পবিত্রীকরণের বিষয়ে যে শিক্ষা রয়েছে তা অনেকে বুঝতে সক্ষম হয় না এবং প্রায়ই তা ভুলভাবে বুঝে থাকে। পাক-পবিত্রীকরণ হল আল্লাহ্‌র এবাদত ও তাঁর পরিচর্যার জন্য আলাদা করে রাখা। পাক-কিতাবে এর তিনটি দিক রয়েছে: অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত। এই চার্টের মধ্যে এই তিনটি বিষয় দেখানো হল:

অতীত	অভিজ্ঞতালব্ধ বর্তমান	ভবিষ্যত
অবস্থানগত (১ করি ১:২,৩০)। সমস্ত ঈমানদারকে আল্লাহ্‌র লোক হিসেবে পবিত্র হয়েছে। এর মধ্যে আছে অল্প বয়সী লোক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এবং খুব জাগতিক মনা লোক থেকে শুরু করে খুব রূহানিক লোক পর্যন্ত।	**অভিজ্ঞতালব্ধ।** মসীহের মধ্যে আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের যে ঈমান ও জ্ঞান আছে এটি তার উপর নির্ভরশীল (রোমীয় ৬:১-১১)। আমাদের অবস্থান আমরা অভিজ্ঞতায় পরিণত করি, অর্থাৎ আমাদের পাক-পবিত্রীকরণ আমরা আমাদের কাজ-কর্মে প্রকাশ করি।	**চূড়ান্ত।** আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব এবং আমাদেরকে তাঁর মত করা হবে, অর্থাৎ আমরা তাঁর মত গুনাহ্‌হীন, অসুস্থতাহীন, মৃত্যুহীন হব (১ করি ৪ অ:; ১৫:৫৪; ১ ইউ ৩:২)।
নিশ্চল, অপরিবর্তনযোগ্য এটি নির্দোষ বলে গ্রহণ করা থেকে কখনো পৃথক করা যায় না। এটি হল মসীহের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হবার ফল।	**ক্রমশঃ বর্ধিষ্ণু, পরিবর্তনশীল** এটি আমাদের আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলবার উপর নির্ভর করে (রোমীয় ৬:১৩) এবং আল্লাহ্‌র কালাম পালন করবার উপর নির্ভর করে (রোমীয় ১২:২)।	**অনন্তকালীন** এটির ফল হবে অনন্তকালে আমাদের শেষ অবস্থা (ফিলি ৩:২১)।
যেমন আল্লাহ্ আমাদের মসীহের সঙ্গে যুক্ত দেখেন (১ করি ১:২,৩০; এবং ফিলি ১:১, ইত্যাদি)।	**আমরা আমাদের আচার-ব্যবহারে যেভাবে আছি** (২ থিষ ২:১৩)।	**যেভাবে আমরা মহিমার মধ্যে থাকব** (রোমীয় ৮:২৯; ১ করি ১৫:৪৯)।

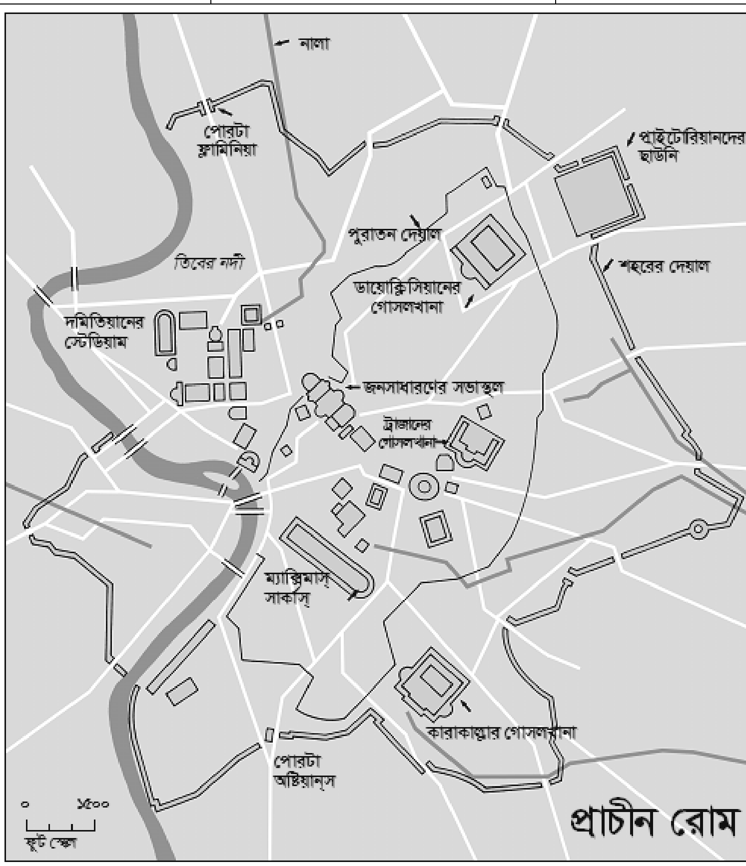

রোম অভিমুখে প্রেরিত পৌলের যাত্রার পূর্ববর্তী ঘটনাবলী

হযরত পৌলের জীবনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রা ছিল রোম অভিমুখে যাত্রা, কিন্তু তিনি যেভাবে সেখানে যেতে চেয়েছিলেন সেভাবে যেতে পারেন নি। তবলিগ-যাত্রার একজন তবলিগকারী হিসেবে না গিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল একজন কারাবন্দী হিসেবে। বেশ কয়েকটি বিচার ও শুনানির পর পৌল রোমে পৌঁছান। রোমে পদার্পণ করার পর পৌল সুসমাচারের কালাম তবলিগ করতে শুরু করেন। রোম সম্রাটের প্রাসাদের ভেতরেও তিনি তবলিগ করার সুযোগ পান। অনেক সময় আমরা যেভাবে ভাবি সেভাবে সব কিছু ঘটে না, বরং আমাদের প্রত্যাশার বাইরে আরও চমৎকারভাবে তা ঘটে থাকে।

আয়াত	*প্রেরিত কিতাবের হযরত পৌলের রোমে যাবার আগ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ঘটনাবলী*
২১:৩০-৩৪	হযরত পৌল জেরুশালেমে পৌঁছানোর পর তাঁকে ঘিরে একটি দাঙ্গা শুরু হয়। এ সময় রোমীয় সৈন্যরা পৌলকে রক্ষা করার জন্য তাঁকে আটক করে। পৌল লোকদের সামনে কথা বলার জন্য সুযোগ চান। অ-ইহুদীদের জীবনে আল্লাহ্ কী কাজ করছেন এ বিষয়ে কথা বলার সময় লোকেরা তাঁকে বাধা দেয়।
২২:২৪,২৫	একজন রোমীয় সেনাপতি পৌলকে মারধর করে তাঁর মুখ থেকে কথা বের করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু পৌল তাঁর রোমীয় নাগরিকত্বের পরিচয় দেন এবং বেত্রাঘাত থেকে রক্ষা পান।
২২:৩০	পৌলকে ইহুদীদের সেনহেড্রিনের সামনে নিয়ে আসা হয়। রোমান নাগরিক হওয়ায় তাঁকে যারা হত্যা করতে চাইছিল সেই সব ধর্মীয় নেতাদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পান।
২৩:১০	রোমীয় সেনাপতি পৌলকে আবারও নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে আসেন।
২৩:২১-২৪	পৌলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের খবর পাওয়ায় সেনাপতি তাঁকে সিজারিয়াতে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা করেন, যা তৎকালীন শাসনকর্তা ফীলিক্সের অধীনে ছিল।
২৩:৩৫	ইহুদীরা পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনা পর্যন্ত পৌল সেখানে বন্দী অবস্থায় থাকেন। পৌল ফীলিক্সের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন।
২৪:২৫,২৬	পৌল দুই বছরের জন্য কারাবন্দী থাকেন। মাঝে মাঝে ফীলিক্স এবং দ্রুসিল্লা তাঁর কথা শুনতে আসতেন।
২৪:২৭	ফীলিক্সের স্থলে ফীষ্ট শাসনকর্তা হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।
২৫:১,১০	পৌলের বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযোগ আনা হয়। ইহুদীরা তাঁকে বিচারের জন্য জেরুশালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। পৌল সম্রাট সীজারের কাছে শুনানির জন্য আপীল করেন।
২৫:১২	ফীষ্ট পৌলকে রোমে পাঠানোর জন্য কথা দেন।
২৫:১৩,১৪	ফীষ্ট পৌলের বিষয়টি নিয়ে বাদশাহ্ হেরোদ আগ্রিপ্প ২-এর সাথে কথা বলেন।
২৬:১	আগ্রিপ্প এবং ফীষ্ট পৌলের কথা শোনেন। পৌল আবারও তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন।
২৬:২৪-২৮	সুসমাচারের আবেদনকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে আগ্রিপ্প পৌলের কথা থামিয়ে দেন।
২৬:৩০-৩২	প্রত্যেকের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, পৌল আসলে কোন দোষেই দোষী নন এবং তিনি যদি রোম সম্রাটের কাছে আপীল না করতেন তাহলে তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া যেত।
২৭:১,২	রোমীয় সৈন্যদের হেফাজতে পৌল রোমের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

শুভেচ্ছা

১ ১ আমি পৌল, ঈসা মসীহের গোলাম,
প্রেরিত হবার জন্য আহ্বান প্রাপ্ত এবং
আল্লাহ্‌র ইঞ্জিলের জন্য পৃথককৃত—
২ যে ইঞ্জিল আল্লাহ্‌ পাক-কিতাবে তাঁর
নবীদের দ্বারা আগে ওয়াদা করেছিলেন, ৩ তা
তাঁর পুত্র বিষয়ক, যিনি দৈহিক দিক থেকে
দাউদের বংশজাত, ৪ যিনি পবিত্রতার রূহের
সম্বন্ধে মৃতদের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে
আল্লাহ্‌র পুত্র বলে ঘোষিত; তিনি ঈসা মসীহ্‌,
আমাদের প্রভু, ৫ যাঁর দ্বারা আমরা তাঁর নামের
জন্য রহমত ও প্রেরিত-পদ পেয়েছি, যেন সকল
জাতির মানুষ ঈমান এনে আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়।
৬ সেই লোকদের মধ্যে তোমরাও আছ, ঈসা
মসীহের লোক হবার জন্য তোমাদের আহ্বান
করা হয়েছে—
৭ রোম শহরে আল্লাহ্‌র প্রিয় আহ্বানপ্রাপ্ত
পবিত্র যত লোক আছেন, তাদের সকলের কাছে
লিখছি: আমাদের পিতা আল্লাহ্‌ ও ঈসা মসীহের
কাছ থেকে রহমত ও শান্তি তোমাদের প্রতি
বর্ষিত হোক।

শুকরিয়া দানের মুনাজাত

৮ প্রথমত আমি ঈসা মসীহের মাধ্যমে
তোমাদের সকলের জন্য আমার আল্লাহ্‌র
শুকরিয়া করছি যে, তোমাদের ঈমান সারা
দুনিয়াতে তবলিগ করা হচ্ছে। ৯ কারণ আল্লাহ্‌,
যাঁর এবাদত আমি আপন রূহে তাঁর পুত্রের ইঞ্জিল
তবলিগের মধ্য দিয়ে করে থাকি, তিনি আমার
সাক্ষী যে, আমি মুনাজাতে সব সময় তোমাদের
নাম উল্লেখ করে থাকি। ১০ আমার মুনাজাতের
সময়ে আমি সব সময় যাচ্ঞা করি যেন শেষ
পর্যন্ত কোনভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমাদের
কাছে যাবার বিষয়ে সফলকাম হতে পারি।
১১ কেননা আমি তোমাদের দেখবার আকাঙ্ক্ষা
করছি, যেন তোমাদেরকে এমন কোন রূহানিক
বর দিই, যা তোমাদেরকে শক্তিশালী করে
তোলে; ১২ অর্থাৎ যাতে তোমাদের ও আমার,
উভয় পক্ষের আন্তরিক ঈমান দ্বারা তোমাদের
সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেও উৎসাহ পাই।
১৩ আর হে ভাইয়েরা, আমার ইচ্ছা নয় যে,
তোমরা এই বিষয় অজ্ঞাত থাক, আমি বারবার
তোমাদের কাছে আসতে ইচ্ছা করেও এই পর্যন্ত
বাধা পেয়ে আসছি। আমি অ-ইহুদী অন্য সব
লোকের মধ্যে যেমন, তেমনি তোমাদের মধ্যেও
কোন ফল লাভের প্রত্যাশায় আছি। ১৪ সভ্য-
অসভ্য, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ, সকলের কাছে আমি
ঋণী। ১৫ সেজন্য আমার সাধ্য অনুসারে আমি
রোম নিবাসী তোমাদের কাছেও ইঞ্জিল তবলিগ
করতে আগ্রহী।

ইঞ্জিলের শক্তি

১৬ কেননা আমি ইঞ্জিল সম্বন্ধে লজ্জিত নই;
কারণ তা প্রত্যেক ঈমানদারের পক্ষে নাজাতের
জন্য আল্লাহ্‌র শক্তি; প্রথমত ইহুদীর পক্ষে,
তারপর অ-ইহুদীরও পক্ষে। ১৭ কারণ আল্লাহ্‌র

[১:১] ১করি ১:১; প্রেরিত ৯:১৫; ।
[১:২] প্রেরিত ১৩:৩২; তীত ১:২; লূক ১:৭০; ।
[১:৩] ইউ ১:১৪; মথি ১:১।
[১:৫] ১তীম ১:১৪; প্রেরিত ৯:১৫; ৬:৭।
[১:৬] এহুদা ১; প্রকা ১৭:১৪।
[১:৭] ১করি ১:৩।
[১:৯] আইয়ুব ১৬:১৯; ইয়ার ৪২:৫; ২করি ১:২৩; গালা ১:২০।
[১:১০] ১শামু ১২:২৩; লূক ১৮:১; প্রেরিত ১:১৪; ১৮:২১; ইফি ১:১৬; ফিলি ১:৪; কল ১:৯; ২থিষ ১:১১; ২তীম ১:৩; ১করি ১:৭; ১২:১-৩১।
[১:১৩] রোমীয় ৭:১; ১৫:২৫; ১৫:২২,২৩।
[১:১৪] ১করি ৯:১৬।
[১:১৫] রোমীয় ১৫:২০
[১:১৬] ২তীম ১:৮; ১করি ১:১৮; ইউ ৩:১৫; প্রেরিত ৩:২৬; ১৩:৪৬; রোমীয় ২:৯,১০।
[১:১৭] রোমীয় ৩:২১; গালা ৩:১১।

১:১ আমি পৌল। প্রাচীন যুগে লেখকরা চিঠির শুরুতে তাদের নাম উল্লেখ করতেন। পৌল সম্পর্কে আরও জানার জন্য প্রেরিত ৯:১ এবং ফিলি ৩:৪-১৪ আয়াতের টীকা দেখুন।

গোলাম। মূল গ্রীক শব্দটির অর্থ হচ্ছে। ১. 'কৃতদাস', যে সম্পূর্ণভাবে তার মালিকের অধীন এবং যার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই, এবং ২. সাধারণভাবে 'গোলাম', যে নিজের ইচ্ছায় তার প্রভুর সেবা করে।

আল্লাহ্‌র ইঞ্জিল। মসীহ্‌তে আল্লাহ্‌ দত্ত নাজাতের সুসমাচার। পৌল 'ঈসায়ী পরিচর্যা কাজ' বোঝাতে এই পরিভাষা ব্যবহার করেন (ফিলি ১:৫)। পুরাতন নিয়ম থেকে এই শব্দটি নেওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত বিজয়ের সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে (ইশা ৪০:৯; ৫২:৭; ৬১:১; যোয়েল ২:৩২)। ইঞ্জিল বলতে প্রধানত বোঝা উচিত ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সুসমাচার, যা সকলের কাছে তবলিগ করার জন্য প্রেরিতদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

পৃথককৃত। মূল অর্থ 'পবিত্রীকৃত', অর্থাৎ পবিত্র উদ্দেশ্যে পৃথক-কৃত (প্রেরিত ৯:১৫; ২২:১৪; ২৬:১৫)। তিনি আল্লাহ্‌র অনুপ্রেরণায় ও ক্ষমতায় চালিত হয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে সুসমাচার তবলিগের জন্য অগ্রসর হয়েছেন।

১:২ নবীদের দ্বারা। শুধুমাত্র নবীদের কিতাব নয়, সমগ্র পুরাতন নিয়মকেই বোঝানো হয়েছে, কারণ এর পুরোটা জুড়েই ঈসা মসীহ্‌ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (লূক ২৪:২৭,৪৪)।

পাক-কিতাব। পুরাতন নিয়ম। সুসমাচার কী, সে সম্পর্কে বর্ণনা করার আগে পৌল এই নিশ্চয়তা দেন যে, ইহুদী জাতির কাছে প্রকাশিত প্রত্যাদেশের সাথে এই বার্তার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা রয়েছে (ইশা ৪০:৯; ৫২:৭; ৬১:১)।

১:৪ পবিত্রতার রূহ্‌। অর্থাৎ ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি পাক-রূহ্‌। তাঁর পবিত্রতা তাঁকে মানুষের রূহ্‌ থেকে, গুনাহ্‌ ও দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে এবং তাঁকে ও তাঁর কাজকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগণ্যতা প্রদান করে।

আল্লাহ্‌র পুত্র। সুসমাচারের প্রধান বিষয়বস্তু হলেন ঈসা মসীহ্‌ স্বয়ং। পত্রের তত্ত্বীয় অংশে পৌল গুরুত্ব দেন তাঁর মাংসে মূর্তিমান হওয়ার উপরে, যেহেতু তা সুসমাচারের বার্তার সূচনা। সেই সাথে তিনি আলোকপাত করেন মসীহের পার্থিব রাজকীয় বংশের প্রতি, যা দাউদের বংশরূপে খ্যাত।

১:৭ আহ্বানপ্রাপ্ত পবিত্র যত লোক। সকল ঈসায়ী ঈমানদার এই অর্থে আহ্বানপ্রাপ্ত ও পবিত্র– তারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে 'পৃথককৃত' এবং পাক-রূহ দ্বারা 'পবিত্র' হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ঈসায়ী পবিত্রকরণ ঈসা মসীহের কাফ্‌ফারামূলক রক্তের উপর ভিত্তি করে সাধিত হয়ে থাকে। এই অর্থে সকল ঈমানদার ধার্মিক বা পবিত্রজন; তাদের অভিজ্ঞতা ও বৃদ্ধির অগ্রগতি যাই হোক না কেন।

১:১৩ ফল। নব্য ঈমানদারগণ এবং যারা আগেই ঈমানদার হয়েছেন তাদের রূহানিক বৃদ্ধি।

১:১৬ লজ্জিত নই। এমনকি রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতেও তিনি সুসমাচার তবলিগ করতে লজ্জিত নন (আয়াত ১৫)। সহজ ভাষায় পৌল সুসমাচার তবলিগ করার সুযোগ লাভ করে গর্বিত।

দেওয়া এক ধার্মিকতা ইঞ্জিলের মধ্য দিয়ে
প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল
ঈমানের মধ্য দিয়েই মানবজাতিকে ধার্মিক বলে
গ্রহণ করা হয়, যেমন লেখা আছে, “কিন্তু ধার্মিক
ব্যক্তি ঈমান আনার মধ্য দিয়েই বাঁচবে”।

মানব জাতির গুনাহ্ প্রবণতা

১৮ কারণ আল্লাহ্‌র গজব বেহেশত থেকে সেই
মানুষের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্মিকতার উপরে
প্রকাশিত হচ্ছে, যারা অধার্মিকতা দিয়ে সত্যের
প্রতিরোধ করে। ১৯ কেননা আল্লাহ্‌র বিষয়ে যা
জানা যেতে পারে, তা তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট,
কারণ আল্লাহ্ তা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।
২০ ফলত তাঁর অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর অনন্ত
পরাক্রম ও খোদায়ী স্বভাব, দুনিয়ার সৃষ্টির শুরু
থেকে তাঁর নানা রকম কাজ পরিষ্কার হয়ে ফুটে
উঠেছে, এজন্য মানুষের উত্তর দেবার আর কোন
উপায় নেই; ২১ কারণ আল্লাহ্‌কে জানবার পরেও
তারা তাঁকে আল্লাহ্ বলে তাঁর গৌরব করে নি;
কিন্তু নিজেদের তক-বিতর্কে অসার হয়ে পড়েছে
এবং তাদের অবোধ অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে।
২২ নিজেদেরকে বিজ্ঞ বলে তারা মূর্খ হয়েছে;
২৩ এবং অস্থায়ী মানুষ, পাখি, চতুষ্পদ ও
সরীসৃপের মূর্তিবিশিষ্ট প্রতিকৃতির সঙ্গে অক্ষয়
আল্লাহ্‌র গৌরব বিনিময় করেছে।
২৪ এই কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ নিজ
হৃদয়ের নানা অভিলাষ অনুসারে এমন
নাপাকিতার হাতে তুলে দিলেন যে, তাদের দেহ
তাদের মধ্যে অনাদৃত হচ্ছে; ২৫ কারণ তারা

[১:১৮] ইফি ৫:৬।
[১:১৯] প্রেরিত ১৪:১৭
[১:২০] জবুর ১৯:১-৬; রোমীয় ২:১।
[১:২১] ইয়ার ২:৫; ১৭:৯; ইফি ৪:১৭,১৮।
[১:২২] ১করি ১:২০,২৭; ৩:১৮,১৯।
[১:২৩] জবুর ১০৬:২০।
[১:২৪] জবুর ৮১:১২; ইফি ৪:১৯; ১পিতর ৪:৩।
[১:২৫] ইশা ৪৪:২০; ইয়ার ১০:১৪; ১৩:২৫; ১৬:১৯,২০; রোমীয় ৯:৫; ১১:৩৬; ২করি ১১:৩১।
[১:২৬] ইফি ৪:৯; ১থিষ ৪:৫; লেবীয় ১৮:২২,২৩।
[১:২৭] লেবীয় ১৮:২২; ২০:১৩; ১করি ৬:১৮।
[১:২৯] ২করি ১২:২০; ১তীম ৫:১৩; ইয়াকুব ৩:২; ৩ইউ ১০।
[১:৩০] ২তীম ৩:২।
[১:৩১] ২তীম ৩:৩
[১:৩২] লূক ১১:৪৮; রোমীয় ৬:২৩; জবুর ৫০:১৮।

মিথ্যার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সত্যের পরিবর্তন করেছে
এবং সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও
এবাদত করেছে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাই যুগে যুগে
ধন্য। আমিন।
২৬ এজন্য আল্লাহ্ তাদেরকে ঘৃণ্য রিপুর হাতে
তুলে দিয়েছেন; এমন কি তাদের স্ত্রীলোকেরা
স্বাভাবিক ব্যবহারের পরিবর্তে স্বভাবের বিপরীত
ব্যবহার করেছে। ২৭ আর পুরুষেরাও তেমনি
স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করে সমকামিতার
কুৎসিত কাজে লিপ্ত থেকে কামনায় জ্বলে উঠেছে
এবং নিজেদের মধ্যে নিজ নিজ বিপথগমনের
সমুচিত প্রতিফল পেয়েছে।
২৮ আর যেমন তারা আল্লাহ্‌কে নিজেদের জ্ঞানে
ধারণ করতে সম্মত হয় নি, তেমনি আল্লাহ্
তাদের অনুচিত কাজ করতে গুনাহ্‌পূর্ণ মনের
হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ২৯ তারা সমস্ত রকমের
অধার্মিকতা, নাফরমানী, লোভ, হিংসা ও
পরশ্রীকাতরতায় পরিপূর্ণ। তারা হত্যা, ঝগড়া,
ছল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ; ৩০ তারা অন্যের বিষয়
নিয়ে আলোচনা করে, অন্যের নিন্দা করে ও
আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করে। তারা বদমেজাজী, অহ-
ংকারী ও গর্বিত, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক ও পিতা
-মাতার অবাধ্য। ৩১ তারা নির্বোধ, নিয়ম
ভঙ্গকারী, হৃদয়হীন ও নির্দয়। ৩২ তারা আল্লাহ্‌র
এই বিচার জানত যে, যারা এরকম আচরণ
করে, তারা মৃত্যুর যোগ্য। তবুও তারা সেরকম
আচরণ করে, কেবল তা নয় কিন্তু যারা তা করে
তাদের তারা অনুমোদনও করে।

প্রথমত ইহুদীর পক্ষে। কেবল সময়ের দিক থেকে নয়, কিন্তু সুযোগের দিক থেকেও ইহুদীরা প্রথমে ছিল। নাজাত ইহুদীদের মধ্য হতে ইহুদীদের প্রতি দত্ত হয়েছিল, কারণ মসীহ্ নিজে একজন ইহুদী ছিলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ। আল্লাহ্‌র নির্বাচিত জাতিকে দিয়েই তাঁর মহান সুসমাচার ও নাজাতের পরিকল্পনা সাধন শুরু করা বাস্তবসম্মত।

১:১৭ ধার্মিকতা। ধার্মিকতা এমন এক অপরিহার্য বেহেশতী বৈশিষ্ট্য যা মানবীয় আচরণের এক উন্নত মানদণ্ড স্থাপন করে। ধার্মিকতা একজন ঈমানদারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনের ফল হিসেবে দৃষ্ট হয়। মানুষের নিজ ক্ষমতা দ্বারা এটি অর্জন করা অসাধ্য, তাই কেবল পবিত্র ও শক্তিদায়ী পাক-রূহ্ তা মানুষকে দান করতে পারেন।

১:১৮ আল্লাহ্‌র গজব। মানুষের মত যুক্তিহীন রাগ নয়, বরং তাঁর পবিত্র সত্তা ও ইচ্ছার বিরোধিতাকারীদের প্রতি এক ন্যায্য ও যথার্থ ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ্‌র ক্রোধ মন্দদের শেষকালীন বিচারে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি অধার্মিকতা বা ভক্তিহীনতার প্রতি সব সময়ই তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে থাকেন। বেহেশতী অনুগ্রহের মত বেহেশতী ক্রোধও এই দুনিয়াতে বর্ষিত হয়ে থাকে।

১:২১ আল্লাহ্‌কে জানবার পরেও। তারা সৃষ্টিজগতে ও প্রকৃতিতে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ দেখেছে।

গৌরব করে নি। পার্থিব ও প্রকৃতিগত রহমতের জন্য, যেমন সূর্য, বৃষ্টি, শস্য ইত্যাদি। এখানে মূলত নাজাতবিহীন মানুষের ক্রমাগত অধঃপতন ও বিকৃত মানসিকতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নিজেদের তক-বিতর্কে অসার হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তাদের দর্শন অসার। মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও দর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাঁর সৃষ্টির সমস্ত কিছুর উপরে ভিন্ন দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু বস্তুত তা ছিল একান্তই ভ্রান্ত এবং অসার, কারণ এগুলোর কোন বেহেশতী ভিত্তি ছিল না।

১:২৩ আল্লাহ্‌র গৌরব বিনিময় করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অতুলনীয় সম্মান ও মহিমা অন্য জড়দেবতা বা প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের উপরে ন্যস্ত করেছে। পৌলের সময়ে পৌত্তলিক দুনিয়ায় মানুষ (এথেন্সে) ও পশু (মিসরে) উভয়ের সাদৃশ্যে প্রতিমা নির্মাণ করে এর পূজা ও উপাসনা করা হত।

১:২৫ আমিন। এখানে এই শব্দটি দ্বারা সম্ভবত “হ্যাঁ, ঠিক তাই” অথবা “তাই হোক” বোঝানো হয়েছে। সাধারণ অনুমোদন ছাড়াও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি, চুক্তি সম্পাদন, দোয়া অর্পণ ও সিদ্ধান্তে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হত।

১:২৮ গুনাহ্‌পূর্ণ মনের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এই মূর্খ ও কলুষিত প্রতিমা পূজাকারীরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে, তাই আল্লাহ্ তাদের বিবেকের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

১:৩২ তাদের তারা অনুমোদনও করে। তারা নিজেরা যে এই গুনাহ্ করছে তাই শুধু নয়, উপরন্তু অন্য যারা তা করছে

আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিচার

২ ১ অতএব হে মানুষ, তুমি যে কেউ হও না
কেন, তুমি যে বিচার করছো, তোমার উত্তর
দেবার পথ নেই; কারণ যে বিষয়ে তুমি পরের
বিচার করে থাক, সেই বিষয়ে নিজেকেই দোষী
করে থাক; কেননা তুমি যে বিচার করছো, তুমি
সেই একই রকম আচরণ করে থাক। ২ আর
আমরা জানি, যারা এরকম আচরণ করে, আল্লাহ্‌
তাদের প্রতি সত্য অনুযায়ী বিচার করে থাকেন।
৩ আর হে মানুষ, যারা এরকম আচরণ করে,
তুমি যখন তাদের বিচার করে থাক, আবার
নিজেও তেমনি করে থাক, তখন তুমি কি
আল্লাহ্‌র বিচার এড়াবে বলে মনে করছো?
৪ অথবা তাঁর অশেষ দয়া, ধৈর্য ও চিরস-
হিষ্ণুতাকে হেয়জ্ঞান করছো? আল্লাহ্‌র দয়া যে
তোমাকে মন পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়, তা
কি জান না? ৫ কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং
অপরিবর্তনশীল অন্তর অনুসারে তুমি তোমার
নিজের জন্য সেই গজবের দিনের জন্য এমন
শাস্তি সঞ্চয় করছো, যখন আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার
প্রকাশ পাবে। ৬ তিনি তো প্রত্যেক মানুষকে তার
কাজ অনুযায়ী ফল দেবেন, ৭ সৎকর্মের সঙ্গে ধৈর্য
সহযোগে যারা মহিমা, সমাদর ও অক্ষয়তার
খোঁজ করে, তাদেরকে তিনি অনন্ত জীবন
দেবেন। ৮ কিন্তু যারা প্রতিযোগী এবং সত্যের
অবাধ্য ও অধার্মিকতার অনুসারী, তাদের প্রতি
আল্লাহ্‌র গজব ও রোষ, দুঃখ-কষ্ট ও সঙ্কট নেমে
আসবে; ৯ প্রথমে ইহুদীর, পরে অ-ইহুদীদেরও
উপরে, অর্থাৎ কদাচারী সমস্ত মানুষের প্রাণের
উপরে বর্ষিত হবে। ১০ কিন্তু প্রত্যেক সদাচারী
মানুষের প্রতি, প্রথমে ইহুদীদের, পরে অ-
ইহুদীদেরও প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও শান্তি
বর্তাবে। ১১ কেননা আল্লাহ্‌ কারো প্রতি
পক্ষপাতিত্ব করেন না।
১২ কারণ শরীয়তবিহীন অবস্থায় যত লোক গুনাহ্‌
করেছে, শরীয়তবিহীন অবস্থায় তাদের বিনাশও
ঘটবে; আর শরীয়তের অধীনে যত লোক গুনাহ্‌
করেছে, শরীয়ত দ্বারাই তাদের বিচার করা
যাবে। ১৩ কারণ যারা শরীয়ত শোনে, তারা যে
আল্লাহ্‌র কাছে ধার্মিক, এমন নয়, কিন্তু যারা
শরীয়ত পালন করে, তারাই ধার্মিক গণিত হবে।
১৪ যে অ-ইহুদীরা কোন শরীয়ত পায় নি, তারা
যখন স্বভাবত শরীয়ত অনুযায়ী আচরণ করে,
তখন কোন শরীয়ত না পেলেও তাদের
নিজেদের শরীয়ত নিজেরাই হয়ে ওঠে। ১৫ তারা
শরীয়তের দাবি-দাওয়া নিজ নিজ অন্তরে লেখা
বলে দেখায়, তাদের বিবেকও সঙ্গে সঙ্গে সেই
বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের নানা চিন্তা হয়
তাদেরকে দোষী করে, না হয় তাদের পক্ষ
সমর্থন করে– ১৬ যেদিন আল্লাহ্‌ আমার
তবলিগকৃত ইঞ্জিল অনুসারে ঈসা মসীহ্‌ দ্বারা
মানুষের গুপ্ত বিষয়গুলোর বিচার করবেন সেদিন

[২:১] রোমীয় ১:২০; ২শামু ১২:৫-৭; মথি ৭:১,২।
[২:৪] রোমীয় ৯:২৩; ১১:২২,৩৩; ইফি ১:৭,১৮; ২:৭; হিজ ৩৪:৬; ২পিতর ৩:১৫; ৩:৯।
[২:৬] জবুর ৬২:১২; মথি ১৬:২৭; মেসাল ২৪:১২।
[২:৭] ১করি ১৫:৫৩,৫৪; ২তীম ১:১০; মথি ২৫:৪৬।
[২:৮] ২থিষ ২:১২; ইহি ২২:৩১।
[২:৯] জবুর ৩২:১০; রোমীয় ১:১৬।
[২:১০] রোমীয় ১:১৬।
[২:১১] প্রেরিত ১০:৩৪
[২:১২] ১করি ৯:২০,২১।
[২:১৩] ইয়াকুব ১:২২,২৩,২৫
[২:১৬] প্রেরিত ১০:৪২।

তাদেরকেও তারা সমর্থন করছে; অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই নোংরামি ও অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

২:১ যে বিষয়ে তুমি পরের বিচার করে থাক। বিশেষভাবে ইহুদীদের জন্য এখানে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, যারা পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ সম্পর্কে অ-ইহুদীদের অজ্ঞতার কারণে এবং অনৈতিক জীবনের কারণে তাদেরকে হেয় করে দেখতে অভ্যস্ত। বিচার সম্পর্কে পৌলের শিক্ষা ও ঈসা মসীহের শিক্ষার সারাংশ একই। মসীহ্‌ বিচার করাকে নিষিদ্ধ করেন নি, কিন্তু ভণ্ডামিসুলভ বিচারকে নিষিদ্ধ করেছেন।

২:৩ নিজেও তেমনি করে থাক। ঈসা এই ধরনের আচরণকে দোষী করেছেন (মথি ৭:৩; লূক ১৮:৯)। পৌল এই ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ করতে চান যে, ইহুদীরা তাদের জাতিগত মর্যাদার ভিত্তিতে অথবা পৌত্তলিকদের চেয়ে কম গুনাহ্‌গার হওয়ার কারণে সার্বজনীন বিচার থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। তবে এখানে পৌল তাদের প্রকাশ্য গুনাহের কথা শুধু বলেন নি; বরং তিনি প্রভু ঈসা মসীহের মত মানবীয় অন্তরে লুক্কায়িত গোপন গুনাহের বিষয়ে জোর দিয়েছেন (মথি ৫:২১-৪৮)।

২:৫ গজবের দিন। শেষ বিচারের দিন; সে সময় ইহুদী কি অ-ইহুদী প্রত্যেক মানুষ তার কাজ অনুসারে বিচারিত হবে।

২:৭ মহিমা, সমাদর ও অক্ষয়তা। সৎকর্ম করার পুরস্কার বা প্রতিফল হিসেবে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে না, বরং আল্লাহ্‌ তার উপরে অনুগ্রহ করেন বলেই সে অনন্ত জীবন লাভ করে।

২:১২ শরীয়তবিহীন ... তাদের বিনাশও ঘটবে। এখানে অ-ইহুদীদের কথা বোঝানো হয়েছে। অ-ইহুদী লোকেরা শরীয়ত পালন না করার জন্য দোষী হবে না, কারণ তারা তা পায় নি। কিন্তু শরীয়ত যারা পেয়েছে তাদের বিচার করা হবে শরীয়তে উল্লিখিত বিধান অনুসারে।

২:১৩ তারাই ধার্মিক গণিত হবে। এখানে পৌল এ কথা বোঝান নি যে, যারা শরীয়তে লিখিত আইন-কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবে তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না পেলেও ধার্মিক বলে গণ্য হবে; বরং তিনি বলতে চেয়েছেন, আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দিয়েছেন, সেই জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, বাধ্যতা ও আজ্ঞাবহতা সহকারে শরীয়ত পালন করলে তাকে ধার্মিক বলে গণ্য করা যাবে। এখানে শরীয়ত পালন করা মুখ্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে চলাই মুখ্য বিষয়।

২:১৪ স্বভাবত। শরীয়তের প্রতি বাধ্যবাধকতা ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃত বাধ্যতা, যা অন্তর থেকে জাত অনুপ্রেরণার কারণে সৃষ্ট হয়।

শরীয়ত অনুযায়ী আচরণ করে। এর অর্থ নয় এই যে, পৌত্তলিক ও অ-ইহুদীরা মূসার শরীয়ত সচেতনভাবে ও পরিপূর্ণভাবে পালন করে, বরং এখানে পৌত্তলিক সমাজের বিভিন্ন চর্চার ব্যাপারে বলা হয়েছে যার সাথে শরীয়তের বিভিন্ন বিধানের মিল রয়েছে, যেমন পীড়িত ও বয়স্কদের দেখাশোনা করা, পিতা-মাতাকে সম্মান করা এবং জেনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা।

২:১৫ বিবেক। প্রত্যেক মানুষের বিবেক রয়েছে। বিবেক একটি নৈতিক চেতনা, নীতি ও মূল্যবোধের রক্ষক, আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যকার জ্ঞানের সেতুবন্ধন। পৌল এই শব্দটি রোমীয় ৯:১ ও ১৩:৫ এবং তাঁর অন্যান্য পত্রাবলীতে কয়েকবার ব্যবহার

তা প্রকাশিত হবে।

ইহুদী ও শরীয়ত

১৭ তুমি হয় তো ইহুদী নামে আখ্যাত, মূসার
শরীয়তের উপরে নির্ভর করছো, আল্লাহ্‌কে নিয়ে
গর্ববোধ করছো, ১৮ শরীয়ত থেকে শিক্ষা লাভ
করাতে তাঁর ইচ্ছা জানে এবং যা যা শ্রেয় সেই
সবের অনুমোদন করে থাক, ১৯ নিশ্চয় বুঝেছ যে,
তুমিই অন্ধদের পথ প্রদর্শক, যারা অন্ধকারে বাস
করে তুমিই তাদের নূর, ২০ তুমি অবোধদের
সংশোধনকারী, শিশুদের শিক্ষক, কারণ তুমি
শরীয়তের মধ্যে জ্ঞান ও সত্যের পরিচয় পেয়েছ।
২১ ভাল, তুমি যে অপরকে শিক্ষা দিচ্ছ, তুমি
নিজেকে শিক্ষা দাও না কেন? তুমি যে চুরি
করতে নেই বলে তবলিগ করছো, তুমি কি চুরি
করছো না? ২২ তুমি যে জেনা না করার কথা
বলছো, তুমি কি জেনা করছো না? তুমি যে
মূর্তিপূজা ঘৃণা করছো, তুমি কি দেবালয়ের
সম্পদ লুট করছো না? ২৩ তুমি যে শরীয়ত নিয়ে
গর্ববোধ করছো, তুমি কি শরীয়ত লঙ্ঘন দ্বারা
আল্লাহ্‌র অসম্মান করছো না? ২৪ কেননা লেখা
আছে, 'তোমাদের জন্যই জাতিদের মধ্যে
আল্লাহ্‌র নাম নিন্দিত হচ্ছে'।
২৫ বাস্তবিক খৎনা করানোতে লাভ আছে বটে,
যদি তুমি শরীয়ত পালন কর; কিন্তু যদি শরীয়ত
লঙ্ঘন কর, তবে তোমার খৎনা তো অ-খৎনা

[২:১৭] ইয়ার ৮:৮: মিকাহ্‌ ৩:১১; ইউ ৫:৪৫।
[২:২১] মথি ২৩:৩,৪।
[২:২২] প্রেরিত ১৯:৩৭।
[২:২৪] ইশা ৫২:৫; ইহি ৩৬: ২২।
[২:২৫] গালা ৫:৩; ইয়ার ৪:৪।
[২:২৬] ১করি ৭:১৯।
[২:২৭] মথি ১২:৪১,৪২।
[২:২৮] মথি ৩:৯; ইউ ৮:৩৯; রোমীয় ৯:৬,৭; গালা ৬:১৫।
[২:২৯] দ্বিঃবিঃ ৩০:৬; ২করি ১০:১৮।
[৩:২] জবুর ১৪৭:১৯; প্রেরিত ৭:৩৮।
[৩:৩] ইব ৪:২; ২তীম ২:১৩।
[৩:৪] জবুর ১১৬:১১; ৫১:৪।
[৩:৫] ৬:১৯; গালা

হয়ে পড়লো। ২৬ অতএব খৎনা-না-করানো
লোক যদি শরীয়তের দাবি-দাওয়া পালন করে,
তবে তার অখৎনা কি খৎনা বলে গণিত হবে না?
২৭ আর স্বাভাবিক খৎনা-না-করানো লোক যদি
শরীয়ত পালন করে, তবে লেখা শরীয়ত ও
খৎনা সত্ত্বেও শরীয়ত লঙ্ঘন করছো যে তুমি, সে
কি তোমাকে দোষী করবে না? ২৮ কেননা বাইরে
যে ইহুদী সে ইহুদী নয় এবং দেহের বাইরে কৃত
খৎনাই যে প্রকৃত খৎনা তা নয়। ২৯ কিন্তু অন্তরে
যে ইহুদী, সে-ই প্রকৃত ইহুদী এবং হৃদয়ের যে
খৎনা, যা আক্ষরিক নয়, কিন্তু রূহে, তা-ই প্রকৃত
খৎনা, তার প্রশংসা মানুষ থেকে হয় না, কিন্তু
আল্লাহ্‌ থেকে হয়।
৩ ১ তবে ইহুদীর বেশি কি সুযোগ-সুবিধা
আছে? খৎনা করানোরই বা মূল্য কি? ২ তা
সমস্ত দিক দিয়েই মূল্যবান। প্রথমত এই যে,
আল্লাহ্‌র বাণী তাদের কাছে আমানত রাখা
হয়েছিল। ৩ ভাল, কেউ কেউ যদি অবিশ্বাসী হয়ে
থাকে, তাতেই বা কি? তাদের অবিশ্বাস কি
আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা নিষ্ফল করবে? ৪ তা নিশ্চয় না,
বরং আল্লাহ্‌কে সত্য বলে স্বীকার করা যাক, সব
মানুষ মিথ্যাবাদী হয় হোক; যেমন লেখা আছে,
"তুমি যেন তোমার কথায় ধর্মময় প্রতিপন্ন হও,
এবং তোমার বিচারকালে বিজয়ী হও।"
৫ কিন্তু আমাদের অধার্মিকতা যদি আল্লাহ্‌র

করেছেন। সৎ ও জাগ্রত বিবেক মানুষকে গুনাহ্‌ থেকে দূরে রাখে এবং সৎ পথে চলতে ও সৎ কর্ম করতে উৎসাহিত করে।

২:১৭ তুমি হয়তো ইহুদী নামে আখ্যাত। এখানে ইহুদী জাতীয়তায় জোর দেয়া হচ্ছে। এই নামটি তাদের উৎপত্তি ও জাতিগত উৎকর্ষতাকে নির্দেশ করে। এই নাম আল্লাহ্‌ ও তাঁর ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নাম তাদেরকে অ-ইহুদী থেকে ভিন্ন ও পবিত্র এক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে। এই কারণে ইহুদীরা অত্যন্ত গর্বিত ছিল।

২:১৮ যা যা শ্রেয়, সেই সবের অনুমোদন করে থাক। অর্থাৎ ইহুদীরা ভাল ও মন্দের মাঝে পার্থক্য উপলব্ধি করার পাশাপাশি অল্প ভাল ও অপেক্ষাকৃত বেশি ভাল নির্ণয় করতে পারার নৈতিক উপলব্ধি অর্জন করেছে বলে দাবী করেছিল (ফিলি ১:১০)। শরীয়ত তাদের হাতে থাকায় তারা অন্যান্যদের পরিচালনা, শিক্ষা ও বিচার করার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার কারণে গর্ব করতো।

২:২০ শিশুদের শিক্ষক। অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে শিশু, যেমন ইহুদীদের তুলনায় অ-ইহুদীরা ধর্মীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে শিশু ছিল। ইহুদী ফরীশী ও রব্বিরাই এই কথা বলে নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব করতো।

জ্ঞান ও সত্যের পরিচয়। ইহুদীরা মূসার শরীয়ত পালন করেই আল্লাহ্‌র সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তাঁর সত্যের পরিচয় পেয়েছে বলে দাবী করেছিল। কিন্তু তাদের প্রয়োজন ছিল আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা অর্জনের দ্বারা এই পবিত্র জ্ঞান ও সত্যের অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা এবং তার গৌরব সাধন করা।

২:২২ দেবালয়ের সম্পদ লুট করছো না? সাধারণত ইহুদী ফরীশীদের হাতে বায়তুল মোকাদ্দসের কর্তৃত্ব গচ্ছিত থাকায় তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন সুযোগে এর ভাণ্ডার থেকে অর্থ আত্মসাৎ করতো।

২:২৫ খৎনা। সেই চুক্তির চিহ্ন এবং এর রহমতের অঙ্গীকারনামা, যা ইসরাইলের সাথে আল্লাহ্‌ স্থাপন করেছিলেন। ইহুদীরা খৎনাকে আল্লাহ্‌র আনুকূল্যের নিশ্চয়তা হিসেবে চিন্তা করতো।

২:২৯ হৃদয়ের যে খৎনা। আল্লাহ্‌তে থাকা এবং তাঁর উপস্থিতির সমস্ত চিহ্ন নিজের মাঝে ধারণ করা। শুধুমাত্র দেহের বাহ্যিক চিহ্ন নয়, বরং হৃদয়ে তাঁর সকল চেতনা ধারণ করাই হৃদয়ের খৎনা। যারা আল্লাহ্‌র স্বভাব ধারণ করে, গুনাহ্‌ ও দুনিয়ার সকল মন্দতা থেকে নিজেকে দূরে রেখে আল্লাহ্‌র জন্য গৌরবের জীবন-যাপন করে, তারাই এ ধরনের খৎনাকারী বলে অভিহিত হবেন।

৩:২ আমানত রাখা হয়েছিল। ইহুদী জাতি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর একান্ত পরিচর্যা এবং তাঁর প্রত্যাদেশ সকল লাভ করেছিল। তারপরও যদি ইহুদীরা অ-ইহুদীদের সাথে সমানভাবে নিন্দিত হয় এবং শোচনীয় গুনাহ্‌গার হয়, তাহলে তাদের এই সুযোগ গ্রহণ ও খৎনা করার কোন মানে নেই।

৩:৩ আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা। আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিজ্ঞায় সব সময় বিশ্বস্ত; সে কারণে তিনি অবশ্যই ইহুদী জাতিকে তার অবিশ্বস্ততার জন্য শাস্তি দেবেন। জবুর ৫১:৪ আয়াতে দাউদ এই নিশ্চয়তা প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ্‌ তাঁর শাস্তি দানে ন্যায় বিচারক, কারণ আসলেই দাউদ গুনাহ্‌ করেছেন। আল্লাহ্‌র ওয়াদায় বাধ্যতার জন্য রহমত এবং অবাধ্যতার জন্য শাস্তি রয়েছে। তাঁর বিচার থেকে ইহুদী বা অ-ইহুদী কেউই বাদ যাবে

ধার্মিকতাকে নিশ্চিত করে, তবে কি বলবো?
আল্লাহ্‌, যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি
অন্যায় করে থাকেন? তা নিশ্চয় না, –আমি
সাধারণ মানুষের মত কথা বলছি– ৬ কেননা তা
হলে আল্লাহ্‌ কেমন করে দুনিয়ার বিচার করবেন?
৭ কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি আল্লাহ্‌র সত্য তাঁর
গৌরবার্থে উপচে পড়ে, তবে আমিও বা এখন
গুনাহ্‌গার বলে আর বিচারের সম্মুখীন হচ্ছি
কেন? ৮ আর কেনই বা বলবো না– যেমন
আমাদের নিন্দা আছে এবং যেমন কেউ কেউ
বলে যে, আমরা বলে থাকি, ‘এসো, মন্দ কাজ
করি, যেন উত্তম ফল ফলে’? তাদের দণ্ডাজ্ঞা
ন্যায্য।

কেউই ধার্মিক নয়

৯ তবে দাঁড়াল কি? আমাদের অবস্থা কি অন্য
লোকদের চেয়ে ভাল? তা নিশ্চয় না; কারণ
আমরা ইতোপূর্বে ইহুদী ও গ্রীক উভয়ের বিরুদ্ধে
দোষ দিয়েছি যে, সকলেই গুনাহ্‌র অধীন।
১০ যেমন লেখা আছে,
“ধার্মিক কেউই নেই, এক জনও নেই,
১১ বুঝতে পারে, এমন কেউই নেই,
আল্লাহ্‌র খোঁজ করে, এমন কেউই নেই।
১২ সকলেই বিপথে গেছে, তারা একসঙ্গে
অকর্মণ্য হয়েছে;

৩:১৫
[৩:৬] পয়দা ১৮:২৫; রোমীয় ২:১৬।
[৩:৭] রোমীয় ৯:১৯।
[৩:৮] রোমীয় ৬:১।
[৩:৯] জবুর ১০৬:৬; ১১:৩২; গালা ৩:২২।
[৩:১২] জবুর ১৪:১-৩; ৫৩:১-৩।
[৩:১৩] জবুর ৫:৯; ১৪০:৩।
[৩:১৪] জবুর ১০:৭।
[৩:১৭] ইশা ৫৯:৭,৮।
[৩:১৮] জবুর ৩৬:১।
[৩:১৯] ইউ ১০:৩৪; রোমীয় ২:১২।
[৩:২০] গালা ২:১৬; প্রেরিত ১৩:৩৯।
[৩:২১] ইশা ৪৬:১৩; ইয়ার ২৩:৬।
[৩:২২] রোমীয় ৪:১১; ৯:৩০; গালা ২:১৬; ৩:২২,২৮; ইউ ৩:১৫।

দয়া দেখায় এমন কেউই নেই, এক জনও
নেই।
১৩ তাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ;
তারা জিহ্বা দ্বারা ছলনা করেছে;
তাদের ঠোঁটের নিচে কালসাপের বিষ থাকে;
১৪ তাদের মুখ বদদোয়া ও কটুবাক্যে পূর্ণ;
১৫ তাদের পা রক্তপাতের জন্য দ্রুতগামী।
১৬ তাদের পথে পথে থাকে ধ্বংস ও বিনাশ,
১৭ এবং শান্তির পথ তারা জানে নি;
১৮ তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না।”
১৯ আর আমরা জানি, শরীয়ত যা কিছু বলে, তা
শরীয়তের অধীন লোকদেরকে বলে; যেন
প্রত্যেক মুখ বন্ধ হয় এবং সমস্ত দুনিয়া আল্লাহ্‌র
বিচারের অধীন হয়। ২০ যেহেতু শরীয়তের কাজ
দ্বারা কোন প্রাণী তাঁর সাক্ষাতে ধার্মিক বিবেচিত
হবে না, কেননা শরীয়ত দ্বারা গুনাহ্‌র জ্ঞান
জন্মে।

ঈমান দ্বারাই ধার্মিকতা লাভ

২১ কিন্তু এখন শরীয়ত ছাড়াই আল্লাহ্‌র দেওয়া
ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে, আর শরীয়ত ও
নবীদের কর্তৃক তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে।
২২ আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই ধার্মিকতা ঈসা মসীহে
ঈমান দ্বারা যারা ঈমান আনে তাদের সকলের
প্রতি বর্তে– কারণ প্রভেদ নেই; ২৩ কেননা

না।

৩:৯ আমাদের অবস্থা কি অন্য লোকদের চেয়ে ভাল? এর অর্থ, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অ-ইহুদীদের চেয়ে ইহুদীরা কি অপেক্ষাকৃত ভাল?

সকলেই গুনাহ্‌র অধীন। আয়াত ৯-১২ পর্যন্ত পৌল মোট নয়বার সমগ্র মানবজাতির গুনাহের কথা উল্লেখ করেন। সমস্ত মানুষের মাঝেই একটি স্বভাবগত গুনাহ্‌র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, যার কারণে সে সব সময় গুনাহ্‌র পথে পা বাড়াতে প্ররোচিত হয়। ফলে সকলেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে দোষী ও শাস্তি যোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়। এই কারণে আল্লাহ্‌ ঈসা মসীহের মাধ্যমে মানুষের চিরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন।

৩:১০ ধার্মিক কেউই নেই। এখানে মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবের কথা তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে তারা সকলেই গুনাহ্‌গার ও কলুষিত।

৩:১৩ অনাবৃত কবরস্বরূপ। হৃদয়ের কলুষতার কথা বুঝানো হয়েছে।

৩:১৮ আল্লাহ্‌কে ভয় করে না। আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় হচ্ছে তাঁর জন্য আশ্চর্যজনক শ্রদ্ধা, কাজেই যারা তাঁকে ভয় করে না তারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে না।

৩:২২ আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই ধার্মিকতা। যারা ঈমান আনবে তাদের সকলেই ‘বিনামূল্যে ধার্মিক গণিত’ হবে। এই ধার্মিকতার ভিত্তি ঈসা মসীহের বিশ্বস্ততার উপরে নির্মিত এবং যারা ঈমান আনে তাদের সবার জন্যই রয়েছে এ ধার্মিকতা। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা কেবল মসীহ্‌তে ঈমান আনার দ্বারা আসে। কাজেই মসীহ্‌কে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে ধার্মিকতায় পূর্ণ হওয়া।

৩:২২ প্রভেদ নেই। ইহুদী ও অ-ইহুদীদের মাঝে।

৩:২৩ সকলেই গুনাহ্‌ করেছে। ‘গুনাহ্‌’ শব্দটির জন্য হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় বেশ কিছু প্রতিশব্দ ও এগুলোর বহুমুখী প্রকাশভঙ্গি রয়েছে:

(১) শরীয়ত লঙ্ঘন, ভাল-মন্দের সীমারেখা অতিক্রম করা (জবুর ৫১:১; রোমীয় ২:২৩);
(২) পক্ষপাতিত্ব, সরাসরি নিষিদ্ধ না হলেও যে কাজ সাধারণ দৃষ্টিতে ভুল বা সহজাত ভুল (রোমীয় ১:২১-২৩);
(৩) সঠিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া (রোমীয় ১:১৮; ১ ইউ ৩:৪);
(৪) মানহানি করা, বেহেশতী মর্যাদা ধরে রাখতে ব্যর্থতা (রোমীয় ৩:২৩);
(৫) অনধিকার প্রবেশ, বেহেশতী কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আমিত্বের বশে জোরপূর্বক প্রবেশের অপচেষ্টা (ইফি ২:১);
(৬) শরীয়তবিহীনতা, রূহানিক স্বেচ্ছাচারিতা (১ তীম ১:৯); এবং (৭) ঈমানহীনতা, বেহেশতী সত্য ও বিধানের প্রতি অপমান (ইউ ১:৯)।

আল্লাহ্‌র গৌরব। আল্লাহ্‌ মানুষকে যে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। গুনাহে পতনের পূর্বে যে মহিমা মানুষের ছিল (পয়দা ১:২৬-২৮; জবুর ৮:৫-৬; ইফি ৪:২৪; কল ৩:১০), তা ঈসা মসীহের মাধ্যমে ঈমানদাররা আবার ফিরে পাবে (ইব ২:৫-৯)। ‘গৌরব’ (গ্রীক *ডাক্সা*) বলতে দৃশ্যনীয় উজ্জ্বলতা ও দীপ্তি বোঝানো হয়, যা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তা থেকে উৎসারিত হয়। সকলেই আল্লাহ্‌র গৌরববিহীন হওয়ার অর্থ বিশ্বজনীন গুনাহ্‌। মানুষ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই বেহেশতী পবিত্রতা ও সিদ্ধতার উজ্জ্বল আলো থেকে দূরে সরে পড়েছে।

সকলেই গুনাহ্ করেছে এবং আল্লাহ্‌র
গৌরববিহীন হয়েছে– ২৪ ওরা বিনামূল্যে তাঁরই
রহমতে, মসীহ্ ঈসাতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা ধার্মিক
পরিগণিত হয়। ২৫ তাঁকেই আল্লাহ্ তাঁর রক্তের
দ্বারা কাফ্‌ফারার কোরবানী হিসেবে তুলে
ধরেছেন যা ঈমানের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়।
তিনি এর মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের ধার্মিকতা
দেখিয়েছেন, কেননা খোদায়ী সহিষ্ণুতায় তিনি
আগেকার দিনেও মানুষের কৃত গুনাহ্ অনুযায়ী
শাস্তি দেন নি। ২৬ এইভাবে তিনি এখন
বর্তমানকালে তাঁর ধার্মিকতা দেখান, যেন তিনি
নিজে যেমন ধার্মিক তেমনি যে কেউ ঈসাতে
ঈমান আনে, তাকেও ধার্মিকরূপে গণনা করেন।
২৭ অতএব গর্ব করার আর কি আছে? কিছুই
নেই। কিরূপ শরীয়ত দ্বারা? কাজের শরীয়ত
দ্বারা? না, তা নয়; কিন্তু ঈমানের শরীয়ত দ্বারা।
২৮ কেননা আমারা এই কথা জানি যে, শরীয়ত
পালন করা ছাড়া ঈমান দ্বারাই মানুষ ধার্মিক বলে
পরিগণিত হয়। ২৯ আল্লাহ্ কি কেবল ইহুদীদের
আল্লাহ্, অ-ইহুদীদেরও কি নন? হ্যাঁ, তিনি অ-
ইহুদীদেরও আল্লাহ্, ৩০ কেননা বাস্তবিক আল্লাহ্
এক, আর তিনি খৎনা করানো লোকদেরকে
ঈমানের মধ্য দিয়ে এবং খৎনা-না-করানো

[৩:২৪] রোমীয় ৪:২৫।
[৩:২৫] হিজ ২৫:১৭; ১ইউ ৪:১০; প্রেরিত ২০:২৮; ১৪:১৬; ইব ৯:১২,১৪।
[৩:২৭] ১করি ১:২৯-৩১; ইফি ২:৯।
[৩:২৮] ইফি ২:৯; প্রেরিত ১৩:৩৯; গালা ২:১৬; ৩:১১; ইয়াকুব ২:২০,২৪,২৬।
[৩:২৯] প্রেরিত ১০:৩৪,৩৫; গালা ৩:২৮।
[৩:৩০] গালা ৩:৮।
[৪:১] রোমীয় ৮:৩১; লূক ৩:৮।
[৪:২] ১করি ১:৩১।
[৪:৩] পয়দা ১৫:৬; গালা ৩:৬; ইয়াকুব ২:২৩।

লোকদেরকেও ঈমানের মধ্য দিয়ে ধার্মিক গণনা
করবেন। ৩১ তবে আমরা কি ঈমান দ্বারা শরীয়ত
নিষ্ফল করছি? নিশ্চয় তা নয়; বরং শরীয়ত
সংস্থাপন করছি।

হযরত ইব্রাহিমের উদাহরণ

৪

১ তবে দৈহিক দিক থেকে আমাদের
আদিপিতা যে ইব্রাহিম তাঁর সম্বন্ধে কি
বলবো, তিনি কি পেয়েছেন? ২ কারণ ইব্রাহিম
যদি কাজের জন্যই ধার্মিক পরিগণিত হয়ে
থাকেন, তবে গর্ব করার বিষয় তাঁর আছে;
৩ কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর গর্ব করার কোন
বিষয় নেই; কেননা পাক-কিতাব কি বলে?
"ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনলেন এবং
সেই ঈমানই তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে পরিগ-
ণিত হল।" ৪ যে কাজ করে, তার বেতন তো
তার পক্ষে রহমতের বিষয় বলে নয়, কিন্তু প্রাপ্য
বলে পরিগণিত হয়। ৫ কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের
কাজের উপরে নির্ভর না করে যিনি ভক্তিহীনকে
ধার্মিক বিবেচনা করেন কেবল তাঁরই উপরে
ঈমান আনে, তার সেই ঈমানই ধার্মিকতা বলে
পরিগণিত হয়। ৬ এইভাবে দাউদও সেই
ব্যক্তিকে ধন্য বলে উল্লেখ করেছেন, যাকে
আল্লাহ্ কোন কাজ ছাড়াই ধার্মিক বলে বিবেচনা

৩:২৪ বিনামূল্যে ... ধার্মিক পরিগণিত হয়। যে কেউ মসীহ্‌কে তার নাজাতদাত বলে গ্রহণ করলে এবং তাঁর উপরে ঈমান আনলে তিনি তাকে ধার্মিক বলে ঘোষণা দেন। তিনি সেই ব্যক্তির গুনাহ্ মুছে দেন এবং তাকে ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ করেন। এ প্রসঙ্গে পৌল দু'টি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন:

১. কেউই শুদ্ধভাবে উত্তম, পবিত্র, ধার্মিক জীবন-যাপন করে না।
২. সকলে গুনাহ্‌গার হলেও যারা তাঁর পুত্র মসীহের উপরে ঈমান আনবে, তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ গুনাহ্‌গার ও দোষী থেকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করবেন।

এই ঘোষণা কার্যকর করার জন্যই ঈসা মসীহ্ আমাদের গুনাহের শাস্তির মূল্যস্বরূপ মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি এই পৃথিবীতে খাঁটি ধার্মিকতার জীবন-যাপন করেছেন, যা আমাদের সকলের জন্য অনুসরণীয়।

৩:২৫ কাফ্‌ফারার কোরবানী। কাফ্‌ফারা নির্দেশক কোরবানী, যা আল্লাহ্‌র ন্যায্য ক্রোধকে প্রশমিত করে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করে। পুরাতন নিয়মে এই সন্তোষজনক কোরবানী ছাড়া সকলেই অনিবার্যভাবে অনন্তকালীন শাস্তি ভোগ করতে হত। পুরাতন নিয়মের কোরবানী ইঞ্জিল শরীফের ধারাবাহিকতায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, যেখানে মসীহ্ তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা মানুষের গুনাহের ফলস্বরূপ বিচার তুলে নিয়েছেন এবং নিজেই কাফ্‌ফারার কোরবানী হয়েছেন। আমাদের বদলে নিজে কোরবানী হয়ে তিনি আমাদেরকে গুনাহ্‌র দায় থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

৩:২৭ গর্ব করার আর কি আছে? বিশেষভাবে ইহুদীদের প্রতি পৌল এই প্রশ্ন করছেন, কারণ ইহুদীদের প্রবণতা ছিল আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে তাদের কাজের উপরে নির্ভর করা (রোমীয় ৯:৩০-১০:৩; ফিলি ৩:২-৯)। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা ও ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনাই ধার্মিকতার মূল শর্ত – এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে শরীয়তী কাজের মাধ্যমে পবিত্র ও ধার্মিক হওয়ার গর্ব বিলুপ্ত করা হয়েছে।

৩:৩০ বাস্তবিক আল্লাহ্ এক। ইহুদী তথা ঈসায়ী ঈমানের প্রথম ও প্রধান মূলনীতি (দ্বি.বি. ৬:৪)। পৌল মূলত বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয়ের জন্য নাজাতের কেবল একটিই পথ রয়েছে, আর তা হল ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনা। এখানে খৎনা-করা ও খৎনাবিহীন লোকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সকলের জন্য একটিই পথ রয়েছে।

৩:৩১ শরীয়ত সংস্থাপন করছি। পৌল এখানে শরীয়ত পরিবর্তিত করা বা বিলুপ্ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার বিষয়ে পূর্বাভাস দিচ্ছেন। ঈমান দ্বারা ধার্মিকতাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে শরীয়তকে বাতিল করা হচ্ছে না, বরং তা আরও সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করা হচ্ছে। তবে ঈমান শরীয়তের উপরে নির্ভরশীল নয়, তা নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

৪:১ আমাদের আদিপিতা যে ইব্রাহিম। ইহুদী জাতির মহান পূর্বপুরুষ, পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তির চিরকালীন অনবদ্য দৃষ্টান্ত (ইয়াকুব ২:২১-২৩)। ঈসা মসীহের সময়ের ইহুদীরা ইব্রাহিমকে তাঁর কাজের ভিত্তিতে ধার্মিক ব্যক্তির আদর্শ হিসেবে দেখেছে, কিন্তু পৌল তাঁকে ঈমানের ভিত্তিতে ধার্মিকতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরেন (গালা ৩:৬-৯)।

৪:৩ ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান আনলেন। ইব্রাহিম এমন কোন শরীয়ত পালন করেন নি, এমন কোন কাজ করেন নি এবং এমন কোন আচরণ করেন নি, যা আল্লাহ্‌র সম্মুখে তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণিত হয়েছে। যিনি তাঁর কাছে ওয়াদা করেছেন, সেই আল্লাহ্‌র উপর তাঁর ঈমান তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য হল।

৪:৬ কোন কাজ ছাড়াই ধার্মিক। যে সকল গুনাহ্‌গার অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে, তাদেরকে আল্লাহ্ আর অধার্মিক বলে

করেন, যথা–
৭ "ধন্য তারা যাদের অধর্ম মাফ করা হয়েছে,
যাদের গুনাহ্ আচ্ছাদিত হয়েছে;
৮ ধন্য সেই ব্যক্তি যার পক্ষে প্রভু গুনাহ্ গণনা
করেন না"।
৯ ভাল, এই 'ধন্য' শব্দ কি খৎনা-করানো
লোকের প্রতি বর্তে, না খৎনা-না-করানো লোকের
প্রতিও বর্তে? কারণ আমরা বলি, ইব্রাহিমের
ঈমানের জন্যই তাঁকে ধার্মিক বলে গণনা করা
হয়েছিল। ১০ কোন্ অবস্থায় তিনি ধার্মিক গণিত
হয়েছিল? খৎনা-করানো অবস্থায়, নাকি খৎনা-না
-করানো অবস্থায়? খৎনা-করানো অবস্থায় নয়,
কিন্তু খৎনা-না-করানো অবস্থায়। ১১ আর তিনি
যে খৎনা-চিহ্ন পেয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর
ঈমানের ধার্মিকতার চিহ্ন, যে ঈমান খৎনা-না-
করানো অবস্থায় থাকতেও তাঁর ছিল। এর
উদ্দেশ্য ছিল এই, যেন খৎনা-না-করানো অবস্থায়
যারা ঈমান আনে, তিনি তাদের সকলের পিতা
হন, যেন তাদের পক্ষে সেই ধার্মিকতা গণনা করা
হয়; ১২ আর যেন খৎনা-করানো লোকদেরও
পিতা হন; অর্থাৎ যারা খৎনা-করানো কেবল
তাদের নয়, কিন্তু খৎনা-না-করানো অবস্থায়
আমাদের পিতা ইব্রাহিমের যে ঈমান ছিল, যারা
তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি তাদেরও
পিতা।

ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াদার পূর্ণতা লাভ

১৩ কারণ শরীয়ত দ্বারা নয়, কিন্তু ঈমানের
ধার্মিকতা দ্বারা ইব্রাহিম বা তাঁর বংশের কাছে
দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হবার ওয়াদা করা
হয়েছিল। ১৪ কেননা যারা শরীয়ত পালন করে,
তারাই যদি উত্তরাধিকারী হয়, তবে ঈমানকে
নিরর্থক করা হল এবং সেই ওয়াদাকে নিষ্ফল
করা হল। ১৫ শরীয়ত তো আল্লাহ্‌র গজবকে
ডেকে নিয়ে আসে; কিন্তু যেখানে শরীয়ত নেই,
সেখানে শরীয়ত লঙ্ঘন করার প্রশ্নও নেই।
১৬ এজন্য প্রতিজ্ঞা ঈমানের মধ্য দিয়ে আসে,
যেন তা রহমতের দান অনুসারে গ্রহণ করা হয়।
অভিপ্রায় এই যে, যেন এই প্রতিজ্ঞা সমস্ত
বংশের পক্ষে, শুধু শরীয়ত অবলম্বনকারীদের
পক্ষে নয়, কিন্তু ইব্রাহিমের মত একই ঈমানে
ঈমানদার তাদের পক্ষে অটল থাকে; কেননা
তিনি আমাদের সকলের পিতা, ১৭ যেমন লেখা
আছে, "আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা
করলাম," সেই আল্লাহ্‌র সাক্ষাতেই তিনি
আমাদের সকলের পিতা, যাঁকে তিনি বিশ্বাস
করলেন, যিনি মৃতদেরকে জীবন দেন এবং যা
নেই, তা আছে বলে ঘোষণা করেন। ১৮ প্রত্যাশা
না থাকলেও ইব্রাহিম প্রত্যাশাযুক্ত হয়ে ঈমান
আনলেন, যেন 'তোমার বংশধরেরা আসমানের
তারার মত অসংখ্য হবে,' এই কালাম অনুসারে
তিনি বহুজাতির পিতা হন। ১৯ আর ঈমানে দুর্বল
না হয়ে, তাঁর বয়স প্রায় শত বছর হলেও, তিনি
তাঁর নিজের মৃতকল্প শরীর এবং সারার গর্ভের
মৃতকল্পতাও টের পেলেন বটে, ২০ তবুও আল্লাহ্‌র
প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করে অবিশ্বাসবশত সন্দেহ
করলেন না; কিন্তু ঈমানে বলবান হলেন,
আল্লাহ্‌র গৌরব করলেন, ২১ এবং নিশ্চয়
জানলেন, আল্লাহ্ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা
সফল করতে সমর্থও আছেন। ২২ আর এই
কারণে তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণিত

[৪:৮] জবুর ৩২:১,২; ২করি ৫:১৯।
[৪:৯] রোমীয় ৩:৩০।
[৪:১১] পয়দা ১৭:১০,১১; লূক ৩:৮; রোমীয় ৩:২২।
[৪:১৩] প্রেরিত ১৩:৩২; গালা ৩:১৬,২৯; পয়দা ১৭:৪-৬; রোমীয় ৯:৩০।
[৪:১৪] গালা ৩:১৮।
[৪:১৫] ১করি ১৫:৫৬; ২করি ৩:৭; গালা ৩:১০।
[৪:১৬] রোমীয় ৩:২৪; ১৫:৮; লূক ৩:৮; গালা ৩:১৬।
[৪:১৭] পয়দা ১৭:৫; ইউ ৫:২১; ইশা ৪৮:১৩; ১করি ১:২৮।
[৪:১৮] পয়দা ১৫:৫।
[৪:১৯] ইব ১১:১১,১২; পয়দা ১৭:১৭; ১৮:১১।
[৪:২০] ১শামু ৩০:৬; মথি ৯:৮।
[৪:২১] পয়দা ১৮:১৪; মথি ১৯:২৬।

গণ্য করেন না, বরং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন এবং ধার্মিক বলে গণ্য করেন।

৪:১১ খৎনা-চিহ্ন। ধার্মিকতার বাহ্যিক চিহ্ন, যে ধার্মিকতা আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ইব্রাহিমের ঈমানের কারণে গণ্য করেছিলেন।

উদ্দেশ্য। ইব্রাহিমের অভিজ্ঞতার ধারায় ঈমান প্রথম, তারপর ধার্মিক গণিত হওয়া এবং সবশেষে খৎনাকৃত হওয়া। ইহুদীরা এই ধারা উল্টিয়ে খৎনাকে প্রথম স্থানে নিয়ে এসেছে।

৪:১২ খৎনা-করানো লোকদেরও পিতা। ইব্রাহিম অ-ইহুদী ঈসায়ীদের মত খৎনা করার আগে ধার্মিক বলে গণিত হয়েছিলেন, সেই সাথে ইহুদী ঈসায়ীদের মত তিনি ঈমানে খৎনাকৃত হলেন ও ধার্মিক গণিত হলেন। তাই ইব্রাহিম সকল ঈসায়ীদের পিতা।

৪:১৩ শরীয়ত দ্বারা নয়। শরীয়ত পালন করলেই যে এই ওয়াদা পূর্ণ করা হবে এমন কথা দেওয়া হয় নি।

৪:১৫ শরীয়ত তো আল্লাহ্‌র গজবকে ডেকে নিয়ে আসে। শরীয়ত গুনাহ্ প্রকাশ করে এবং তা উদ্দীপিত করে, ক্রোধ সৃষ্টি করে, ওয়াদা নয়।

শরীয়ত লঙ্ঘন। নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা; যেখানে কোন শরীয়ত নেই, সেখানে গুনাহ্ থাকে বটে, কিন্তু শরীয়ত লঙ্ঘনের বাধ্যবাধকতা সেখানে থাকে না।

৪:১৭ বহুজাতির পিতা। মূলত 'অ-ইহুদীদের' পিতা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে সমভাবে ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয় বংশোদ্ভূত ঈমানদারদের পিতা বলে মনে করেন।

যিনি মৃতদেরকে জীবন দেন। প্রথমত ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে ইব্রাহিম ও সারার মাধ্যমে ইসহাকের জন্মের প্রতি, যারা উভয়ে সন্তান জন্ম দেয়ার তুলনায় অনেক বেশি বয়স্ক হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিতীয়ত পৌল এখানে ঈসা মসীহের পুনরুত্থান সম্পর্কে বলেছেন।

যা নেই, তা আছে বলে ঘোষণা করেন। শূন্য থেকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র আছে, যেরূপ তিনি ইসহাকের জন্মে দেখিয়েছেন।

৪:১৮ প্রত্যাশাযুক্ত হয়ে ঈমান আনলেন। যখন মানবীয় সকল আশা-ভরসা ব্যর্থ হয়েছিল, সে সময় ইব্রাহিম আল্লাহ্‌তে তাঁর প্রত্যাশা রেখেছিলেন।

৪:২১ নিশ্চয় জানলেন। ইব্রাহিমের এই ঈমান ছিল যে, আল্লাহ্ যা করার প্রতিজ্ঞা করেছেন তা অবশ্যই করবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজের প্রতি মানুষের ঈমান তাঁর গৌরব বয়ে আনে।

৪:২২ ধার্মিকতা বলে গণিত হল। ইব্রাহিমের ঈমানই কেবলমাত্র তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য হল, কারণ তা ছিল সত্যিকার ঈমান, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞায় সম্পূর্ণ আস্থাশীলতা। শরীয়ত দ্বারা নয়, বরং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, তাঁর

একজন ঈমানদারের নাজাত প্রাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়

নির্বাচন..............................রোমীয় ৯:১০-১৩	একজন ব্যক্তি বা একটি জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা নিয়তি পূরণের জন্য নির্বাচন।
ধার্মিককরণ.......................রোমীয় ৪:২৫; ৫:১৮	আল্লাহ্‌ কর্তৃক আমাদেরকে গুনাহ্‌র দোষ থেকে মুক্তকরণ এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে আমাদেরকে “ন্যায্য” বলে উপস্থাপন।
নির্দোষ বলে গ্রহণ........................রোমীয় ৩:২৫	ঈসা মসীহের নিখুঁত কোরবানীর মধ্য দিয়ে আমাদের গুনাহ্‌র কারণে প্রাপ্য আল্লাহ্‌র শাস্তি বিলোপকরণ।
নাজাত লাভ...................রোমীয় ৩:২৪; ৮:২৩	ঈসা মসীহ্‌ আমাদের জন্য সকল মূল্য পরিশোধ করেছেন যেন আমরা মুক্ত হতে পারি। গুনাহ্‌র বেতন মৃত্যু; ঈসা মসীহ্‌ সেই মূল্য পরিশোধ করেছেন।
পবিত্রকরণ.....................রোমীয় ৫:২; ১৫:১৬	পাক-রূহের কাজের মধ্য দিয়ে আরও বেশি করে ঈসা মসীহের মত হয়ে ওঠা।
মহিমান্বিতকরণ...........রোমীয় ৮:১৮,১৯,৩০	মৃত্যুর পর ঈমানদারদের চূড়ান্ত অবস্থান, যখন তারা প্রভু ঈসা মসীহের মত হয়ে উঠবেন।

দোষী বলে সাব্যস্ত ও নির্দোষ বলে গ্রহণের মধ্যে তুলনা

	দোষী বলে সাব্যস্তকরণ	**নির্দোষ বলে গ্রহণ**
উৎস	একজন থেকে:	একজন থেকে:
ব্যাপ্তি	সকলের প্রতি:	সকলের প্রতি (ঈমান দ্বারা):
কারণ	অবাধ্যতা গুনাহ্‌	বাধ্যতা দয়া
প্রকৃতি	শাস্তি (যা পাবার কথা)	বিনামূল্যে দান (যা পাবার কথা নয়)
পরিমাপ	পর্যাপ্ত	পর্যাপ্তের চেয়েও বেশি
ফল	গুনাহ্‌ মৃত্যু	নির্দোষিতা জীবন

হল। [২৩] তাঁর পক্ষে গণিত হল, তা যে কেবল
তাঁর জন্য লেখা হয়েছে, এমন নয়, কিন্তু
আমাদেরও জন্য লেখা হয়েছে। [২৪] আমাদের
পক্ষেও তা গণিত হবে, কেননা যিনি আমাদের
প্রভু ঈসাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুজ্জীবিত
করেছেন, আমরা তাঁর উপরে ঈমান এনেছি।
[২৫] সেই ঈসা আমাদের অপরাধের জন্য সমর্পিত
হলেন এবং আমাদের ধার্মিক গণনা করার জন্য
পুনরুত্থিত হলেন।

ধার্মিকতার ফলাফল

৫ [১] অতএব ঈমানের মধ্য দিয়ে ধার্মিক
পরিগণিত হওয়াতে আমাদের ঈসা
মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের শান্তি
স্থাপিত হয়েছে; [২] আর তাঁরই দ্বারা আমরা
ঈমানের মধ্য দিয়ে এই রহমতের মধ্যে প্রবেশ
করেছি, যার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এবং আল্লাহ্‌র
মহিমার প্রত্যাশায় গর্ব বোধ করছি। [৩] কেবল তা
নয়, কিন্তু নানা রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও গর্ব
বোধ করছি, কারণ আমরা জানি দুঃখ-কষ্ট
ধৈর্যকে, [৪] ধৈর্য পরীক্ষাসিদ্ধতাকে এবং
পরীক্ষাসিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে। [৫] আর
প্রত্যাশা লজ্জার কারণ হয় না, যেহেতু
আমাদেরকে দেওয়া পাক-রূহ্‌ দ্বারা আল্লাহ্‌র
মহব্বত আমাদের অন্তরে সেচন করা হয়েছে।
[৬] কেননা যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন
মসীহ্‌ উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য প্রাণ
দিলেন। [৭] বস্তুত ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউ প্রাণ
দেবে না, সজ্জন ব্যক্তির জন্য হয় তো কেউ
সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে। [৮] কিন্তু
আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি তাঁর নিজের মহব্বত
দেখিয়েছেন; কারণ আমরা যখন গুনাহ্‌গার
ছিলাম, তখনও মসীহ্‌ আমাদের জন্য প্রাণ
দিলেন। [৯] সুতরাং সম্প্রতি তাঁর রক্তে যখন
ধার্মিক গণিত হয়েছি, তখন আমরা কত
সুনিশ্চিত যে, তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌র আজাব থেকে
রেহাই পাব। [১০] কেননা যখন আমরা আল্লাহ্‌র
দুশমন ছিলাম, তখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর পুত্রের
মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সম্মিলিত হলাম। এভাবে
সম্মিলিত হয়েছি বলে এটা কত বেশি নিশ্চয় যে,
তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে নাজাত পাব। [১১] কেবল
তা নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্‌ দ্বারা
আল্লাহ্‌কে নিয়ে গর্ব বোধ করে থাকি, যাঁর

[৪:২৪] জবুর ১০২:১৮; হাবা ২:২; রোমীয় ১৫:৪; ১০:৯; ১করি ৯:১০; ১০:১১। [৪:২৫] ইশা ৫৩:৫,৬; ১করি ৬:১১; ২করি ৫:১৫। [৫:১] ৩:২৮; লূক ২:১৪ [৫:২] ইফি ২:১৮; ৩:১২; ১করি ১৫:১; ইব ৩:৬। [৫:৩] মথি ৫:১২; ইব ১০:৩৬। [৫:৫] ফিলি ১:২০; প্রেরিত ২:৩৩; ১০:৪৫; তীত ৩:৫,৬। [৫:৬] মার্ক ১:১৫; গালা ৪:৪; ইফি ১:১০। [৫:৮] ১পিতর ৩:১৮; ইউ ৩:১৬; ১৫:১৩; ১ইউ ৩:১৬; ৪:১০। [৫:১০] ২করি ৫:১৮, ১৯।

ভালবাসা এবং ক্ষমার দ্বারাই আমরা আল্লাহ্‌র ঐকান্তিক বিশ্বস্ততা অর্জন করি এবং আমরা ধার্মিক বলে পরিগণিত হই।

৪:২৩ কেবল তাঁর জন্য ... এমন নয়। ইব্রাহিমের এই অভিজ্ঞতা গোপনীয় বা ব্যক্তিগত নয়, বরং এর আওতা সার্বজনীন। যে কেউ তাঁর মত করে ঈমান আনবে সে এই ধার্মিকতায় পূর্ণ হবে।

৪:২৪ আমাদের পক্ষেও তা গণিত হবে। যেভাবে ইব্রাহিম ধার্মিক বলে গণিত হয়েছিলেন, কারণ তিনি এমন এক আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান এনেছিলেন যিনি মৃত্যু থেকে জীবন আনেন। একইভাবে আমরাও 'যিনি মৃতদের মধ্য থেকে আমাদের প্রভু ঈসাকে উত্থিত করেছেন' তাঁর উপরে ঈমান আনার মধ্য দিয়ে ধার্মিকতা লাভ করবো।

৪:২৫ সেই ঈসা ... পুনরুত্থিত হলেন। আমাদের জীবনে ঈসা মসীহের উপস্থিতি, তাঁর সান্নিধ্য এবং তাঁরা অনুগ্রহের উপরেই আমাদের ধার্মিকতা নির্ভর করে। এই আয়াতে দু'বার 'জন্য' শব্দটি ব্যবহার করা রয়েছে। প্রথমত, আমাদের গুনাহ্‌ মোচনের জন্য ঈসা ক্রুশবিদ্ধ হলেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের ধার্মিকতায় পূর্ণ করার জন্য ঈসা পুনরুত্থিত হলেন।

৫:১ আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের শান্তি। মনের শান্তির কথা এখানে বলা হয় নি, বরং এখানে প্রত্যক্ষ মর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মান লাভের শান্তি ও স্বস্তির কথা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে – এক সময় আমরা তাঁর বিরোধিতাকারী ছিলাম, কিন্তু এখন আমরা তাঁর বন্ধু।

৫:২ রহমতের মধ্যে প্রবেশ করেছি। আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে নেওয়ার জন্য ঈসা মসীহ্‌ আমাদের মধ্যস্থতাকারী হয়েছেন। বায়তুল মোকাদ্দসের যে বিরাট পর্দা মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে রেখেছিল, তা দূর করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌র মহিমার প্রত্যাশায়। ঈসায়ীদের এই আস্থা রয়েছে যে, যে উদ্দেশ্য পূরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন তা অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা আল্লাহ্‌র গৌরবার্থে ব্যবহৃত হবেন। এখানে এই মহিমাকে একজন বাদশাহ্‌র সিংহাসনে আরোহনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৫:৩ দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও গর্ব বোধ করছি। ক্লেশ বা দুঃখ-কষ্টকেও পৌল নাজাতের একটি সুফল বা রহমত বলে উল্লেখ করেন। ঈসায়ী ঈমানদাররা এই দুনিয়াতে কষ্টভোগের মাঝেও গৌরব ও আনন্দ করছেন, যা একদিন তাদের ধার্মিকতার মুকুট বলে প্রতীয়মান হবে। তারা এই লাঞ্ছনার মাঝেও গর্বিত, কারণ এই সকল বিরোধিতা ঈমানদারদের জন্য বেহেশতে অমূল্য পুরস্কার সঞ্চিত করছে।

৫:৫ আল্লাহ্‌র মহব্বত আমাদের অন্তরে। আমরা প্রথম যখন মসীহ্‌তে ঈমান আনি, সে সময় পাক-রূহ আমাদের অন্তরে তাঁর মহব্বত বর্ষণ করেন এবং আমাদের জন্য তাঁর মহব্বত অবিরতভাবে আমাদেরই মাঝে বাস করতে থাকে।

৫:৬ উপযুক্ত সময়ে। আল্লাহ্‌র নাজাত দানের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার নিরূপিত মুহূর্ত। তিনি যে সময়টি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন ঠিক সেই সময়েই তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করেছে, কারণ সমস্ত কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে চালিত হয়।

৫:৭ ধার্মিকের জন্য প্রায় কেউ প্রাণ দেবে না। আমরা ধার্মিকও নই, সজ্জনও নই, বরং গুনাহ্‌গার; সে কারণেই মসীহ্‌ আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন যেন আমাদেরকে গুনাহ্‌র বোঝা নিয়ে মরতে না হয়।

৫:৯ তাঁর রক্তে। কোরবানী হিসেবে জীবন দান করার মাধ্যমে, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করার মাধ্যমে ঈসা মসীহ্‌ আমাদেরকে নাজাত দান করেছেন।

৫:১০ আল্লাহ্‌র দুশমন। মানুষ আল্লাহ্‌র দুশমন, কিন্তু আল্লাহ্‌ মানুষের দুশমন নন, কখনো ছিলেনও না। এই শত্রুতা দূর করার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ ও মানুষের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করা সম্ভব। আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই সম্মিলন ঘটিয়েছেন।

তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে নাজাত পাব। জীবন্ত প্রভু হিসেবে ঈসা মসীহের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরাও নৈতিক ও

নাজাতের জন্য ঈমান ও অনুগ্রহ

আমাদের জীবনে নাজাত আসে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দান হিসেবে, কিন্তু একমাত্র ঈমান আনার ফলে আমরা নাজাত পেতে পারি। প্রক্রিয়াটি ভাল করে বুঝতে হলে আমাদেরকে এই দু'টি শব্দের অর্থই ভাল করে বুঝতে হবে।

ঈমান: ঈসা মসীহের উপর আমাদের নাজাত প্রাপ্তির জন্য অবিচল 'আস্থা' ও 'নির্ভরতা'। ঈসা মসীহের উপর ঈমানই হল একমাত্র শর্ত, যা আমাদের নাজাতের জন্য আল্লাহ্ চান। এই ঈমান বলতে কেবলমাত্র প্রকাশ্যে নিজেকে ঈসায়ী বলে স্বীকার করা বোঝায় না। প্রকৃত ঈমান হচ্ছে ঈমানদারের অন্তরে ঈসা মসীহ্‌কে প্রভু ও মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করা ও তাঁকে অনুসরণ করা। খোদায়ী সত্যের প্রতি সম্মতিই ঈমানের মূল বিষয়বস্তু ও চূড়ান্ত ভিত্তিভূমি, যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রকাশিত যে কোন সত্যের প্রতি আমাদের সম্মতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সত্যপরায়ণতাকে স্বীকৃতি দেয়। নাজাতকারী ঈমান আনার মধ্য দিয়ে আমরা পাই অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা। মণ্ডলীর ঈমান-সূত্রের ভাষায় ঈমানের অর্থ সবচেয়ে ভালভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: প্রভু ঈসা মসীহের উপর ঈমান আমাদের জন্য নাজাত দানকারী অনুগ্রহ, যা তিনি তাঁর সুসমাচারের মাধ্যমে দান করেছেন। প্রকৃত ঈমানের সাথে যুক্ত থাকে অনুশোচনা ও মন পরিবর্তন। সেই সাথে থাকে ঈসা মসীহের প্রতি চূড়ান্ত বাধ্যতা ও আনুগত্য। আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে চলার জন্য এক নবজীবন দান করে এই ঈমান। ঈমানের মধ্যে থাকে ঈসা মসীহের প্রতি এক অনন্য ব্যক্তিগত ভক্তি ও আত্মনিবেদন, যা বিশ্বাস, মহব্বত, কৃতজ্ঞতা ও নির্ভরতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঈমান আনার মধ্য দিয়ে একজন ঈমানদার নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মসীহের প্রতি সমর্পণ করে। মসীহ্‌তে আনীত এই ঈমান আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে আসে, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌র মহব্বতে আমাদেরকে সিক্ত করে। ঈমানের মধ্য দিয়ে আমরা পাপের সম্বন্ধে মৃত হই এবং পাক-রূহ্ অবিরতভাবে আমাদের মধ্যে বসবাস করতে থাকেন।

অনুগ্রহ: সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্ নিজেকে এমন এক করুণা ও অনুগ্রহের আল্লাহ্ বলে প্রকাশ করেছেন, যিনি তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর মহব্বত প্রকাশ করেন; তবে তারা এর দাবীদার বলে নয়, বরং তিনি হযরত ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতি যে ওয়াদা করেছিলেন তা পালন করার জন্য। ঈসা মসীহ্ তাঁর অনুসারীদেরকে এই মহান অনুগ্রহ দান করেন। তাঁর মহব্বত আমাদেরকে সব সময় অনুগ্রহে পরিপূর্ণ রাখে। আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে এই অনুগ্রহ প্রদান করেন, যেন তারা গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয় ও তাঁর প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকে। আল্লাহ্ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যে সব রূহানিক দান দেন– যেমন, অলৌকিক কাজ করা, ভবিষ্যদ্বাণী বলা, পরভাষায় কথা বলা, এ সবই অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হয়। আমাদের কর্তব্য হল একান্ত একাগ্রভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ কামনা করা ও তা তাতে পূর্ণ থাকার জন্য সব সময় চেষ্টা করা। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পাওয়ার কয়েকটি উপায় হল পাক-কিতাব অধ্যয়ন করা ও তা মেনে চলা, সুসমাচার তবলিগ শোনা, মুনাজাত করা, রোজা রাখা, মসীহের এবাদত-বন্দেগী করা, সব সময় পাক-রূহে পূর্ণ থাকার জন্য সচেষ্ট থাকা ও প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করা। আমাদের জীবনে ঈমানের ঘাটতি বা গুনাহ্‌র অনুপ্রবেশ, কিংবা ইচ্ছাকৃত গুনাহ্‌র কারণে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বাধাগ্রস্ত হতে পারে; এমন কি চিরতরে মুছে যেতে পারে। একজন ঈসায়ী ঈমানদারের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা সময় এই অনুগ্রহের উপরেই নির্ভরশীল।

মাধ্যমে এখন আমরা সেই সম্মিলন লাভ করেছি।

আদমের গুনাহ্‌র ফল ও ঈসার ধার্মিকতার ফল

১২ অতএব যেমন এক জন মানুষের মধ্য দিয়ে
গুনাহ্‌ ও গুনাহ্‌ দ্বারা মৃত্যু দুনিয়াতে প্রবেশ
করলো; আর এইভাবে মৃত্যু সকল মানুষের কাছে
উপস্থিত হল, কেননা সকলেই গুনাহ্‌ করলো –
১৩ কারণ শরীয়তের আগেও দুনিয়াতে গুনাহ্‌
ছিল; কিন্তু শরীয়ত না থাকলে গুনাহ্‌কে গুনাহ্‌
বলে ধরা হয় না। ১৪ তবুও যারা আদমের মত
হুকুম লঙ্ঘন করে গুনাহ্‌ করে নি, আদম থেকে
মূসা পর্যন্ত তাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করছিল।
আর যাঁর আগমনের কথা ছিল, আদম ছিলেন
তাঁরই প্রতিচ্ছবি।
১৫ কিন্তু অপরাধ যেরকম, রহমতের দানটি
সেরকম নয়। কেননা সেই একের অপরাধে যখন
অনেকে মারা গেল, তখন আল্লাহ্‌র রহমত এবং
আর এক ব্যক্তির– ঈসা মসীহের– রহমতে প্রদত্ত
দান, অনেকের প্রতি আরও বেশি পরিমাণে
উপচে পড়লো। ১৬ আর এক ব্যক্তি গুনাহ্‌ করাতে
যেমন ফল হল, এই দান তেমন নয়; কেননা
বিচার এক ব্যক্তি থেকে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত, কিন্তু
রহমতের দান অনেক অপরাধ থেকে ধার্মিক-
গণনা পর্যন্ত। ১৭ কারণ সেই একজনের অপরাধে
যখন সেই একজনের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করলো,
তখন সেই আর এক জন ব্যক্তি অর্থাৎ, ঈসা
মসীহ্‌ দ্বারা, যারা রহমতের ও ধার্মিকতা দানের
উপচয় পায়, তারা কত বেশি সুনিশ্চিত জীবনে
রাজত্ব করবে।
১৮ অতএব যেমন একটি অপরাধ দ্বারা সকল
মানুষের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্যন্ত ফল উপস্থিত হল,
তেমনি ধার্মিকতার একটি কাজ দ্বারা সকল
মানুষের কাছে জীবনদায়ক ধার্মিক-গণনা পর্যন্ত
ফল উপস্থিত হল। ১৯ কারণ যেমন সেই
একজনের অবাধ্যতার ফলে অনেককে গুনাহ্‌গার
বলে ধরা হল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির
বাধ্যতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলে ধরা হবে।
২০ আর শরীয়ত এর পরে পাশে উপস্থিত হল,
যেন অপরাধের পরিমাণ বাড়ে; কিন্তু যেখানে
গুনাহ্‌র পরিমাণ বেড়ে গেল, সেখানে রহমত
আরও উপচে পড়লো; ২১ যেন গুনাহ্‌ যেমন
মৃত্যুতে রাজত্ব করেছিল, তেমনি আবার রহমত
ধার্মিকতা দ্বারা রাজত্ব করে, যেন আমাদের প্রভু
ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের দিকে
পরিচালিত করে।

ঈসা মসীহের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা ও জীবিত থাকা

৬ ১ তবে কি বলবো? রহমতের বৃদ্ধি যেন
হয় এজন্য কি গুনাহে লিপ্ত থাকব?
নিশ্চয় তা নয়। ২ আমরা তো গুনাহ্‌র কাছে
মৃত্যুবরণ করেছি, তবে আমরা কিভাবে আবার
গুনাহ্‌র মধ্যে জীবন যাপন করবো? ৩ অথবা
তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক মসীহ্‌
ঈসাতে বাপ্তিস্ম নিয়েছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর মধ্যে
বাপ্তিস্ম নিয়েছি? ৪ অতএব আমরা তাঁর মৃত্যুর
মধ্যে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছি;
যেন, মসীহ্‌ যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতদের
মধ্য থেকে উত্থাপিত হলেন, তেমনি আমরাও
জীবনের নতুনতায় চলি।
৫ কেননা যখন আমরা তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর
সঙ্গে একীভূত হয়েছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের

[৫:১২] পয়দা ৩:১-৭, ১৯; ২:১৭;১করি ১৫:২১,২২। [৫:১৪] পয়দা ৩:১১,১২; ১করি ১৫:২২,৪৫। [৫:১৫] প্রেরিত ১৫:১১। [৫:১৭] ইউ ১০:১০। [৫:১৮] ইশা ৫৩:১১। [৫:১৯] ফিলি ৫:২০। [৫:২০] গালা ৩:১৯; ১তীম ১:১৩,১৪। [৫:২১] মথি ২৫:৪৬। [৬:১] রোমীয় ৮:৩১; ৩:৫,৮;। [৬:২] কল ৩:৩,৫; ১পিতর ২:২৪। [৬:৩] মথি ২৮:১৯। [৬:৪] প্রেরিত ২:২৪; ২করি ৫:১৭; ইফি ৪:২২-২৪; কল ৩:১০। [৬:৫] ২করি ৪:১০; ইফি ২:৬; ফিলি ৩:১০, ১১; কল ২:১২; ৩:১; ২তীম ২:১১

রূহানিকভাবে তাঁর মত পবিত্র জীবন-যাপনে শক্তিপ্রাপ্ত হই। আমাদের সকল ঈমানহীনতা ও আল্লাহ্‌র সাথে শত্রুতা দূর করার জন্য তিনি আমাদের আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন, ফলে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র সাথে যুক্ত হয়েছি এবং তাঁর অনন্ত জীবনের নাজাত লাভ করেছি।

৫:১২ মৃত্যু। দৈহিক মৃত্যু গুনাহ্‌র শাস্তি। এটি রূহানিক মৃত্যুরও প্রতীক, যা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষের চিরতরে দূরে সরে যাওয়ার সর্বশেষ ধাপ।

সকলেই গুনাহ্‌ করলো। আদমের গুনাহ্‌ সমস্ত মানবজাতিকে গুনাহ্‌র শৃঙ্খলে যুক্ত করে এবং তাদেরকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। এই কারণে আমরা জন্মের সময়ই গুনাহ্‌গার হয়ে জন্মগ্রহণ করি, পাপপূর্ণ স্বভাব নিয়ে আমাদের জীবন শুরু করি।

৫:১৩ গুনাহ্‌ বলে ধরা হয় না। যখন পৃথিবীতে মূসার শরীয়ত ছিল না, সে সময় গুনাহ্‌ বা আল্লাহ্‌র আইন অমান্য করার অভিযোগ মানুষের বিরুদ্ধে আনা হয় নি। তবে সকলেই তাদের নিরূপিত সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে, যেহেতু আদম থেকে শুরু করে মূসার সময় পর্যন্ত লোকেরা গুনাহ্‌ করেছে এবং মৃত্যু গুনাহ্‌র অনিবার্য শাস্তি।

৫:১৫ অনেকের প্রতি ... উপচে পড়লো। ঈসা মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহস্বরূপ যে নাজাত সাধন করেছেন তা মানুষের সকল গুনাহ্‌র প্রতিবিধান করার জন্য যথেষ্ট। এই আয়াতের মূল ভাবার্থ হল: আদম গুনাহ্‌ ও মৃত্যু নিয়ে এসেছেন এবং ঈসা মসীহ্‌ অনুগ্রহ ও অনন্ত জীবন নিয়ে এসেছেন।

৫:১৮ ধার্মিকতার একটি কাজ। ঈসা মসীহ্‌ তাঁর পিতার প্রতি বাধ্য হয়ে যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যুর পানপাত্র গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে ধার্মিক বলে গণিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন।

৫:২০ শরীয়ত এর পরে পাশে উপস্থিত হল। নাজাত দানের অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে নয়, বরং গুনাহ্‌ নিয়ন্ত্রণের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে।

৬:১ রহমতের বৃদ্ধি ... গুনাহে লিপ্ত থাকব? ৫:২০ আয়াতে পৌল যা বলেছেন তা থেকে এ ধরনের প্রশ্ন উঠে আসতে পারে, 'যেখানে গুনাহ্‌র বৃদ্ধি ঘটল, সেখানে রহমত আরও উপচে পড়লো।' কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন শরীয়ত-বিরোধী ধারণা প্রকাশ করে। স্পষ্টত পৌল কখনোই ইঙ্গিত করেন নি, বরং তিনি এ কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, শরীয়ত যে অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসতে পারে নি, ঈমান তা বয়ে এনেছে।

৬:৪ তাঁর মৃত্যুর মধ্যে বাপ্তিস্ম দ্বারা। পৌল বাপ্তিস্মকে সহজ কথায় পানিতে ডুব দেওয়ার প্রক্রিয়া বলে বোঝান না। তিনি এ কথা বলেন যে, আমরা তাঁর সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছি। আমরা

সাদৃশ্যেও হব। ৬ আমরা তো এই কথা জানি যে,
আমাদের পুরানো সত্তা তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ
হয়েছে, যেন গুনাহের এই দেহ শক্তিহীন হয়,
যাতে আমরা গুনাহ্‌র গোলাম আর না থাকি।
৭ কেননা যে মরেছে সে গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত
হয়েছে। ৮ আর আমরা যখন মসীহের সঙ্গে
মরেছি, তখন বিশ্বাস করি যে, তাঁর সঙ্গে জীবিতও
থাকব। ৯ কারণ আমরা জানি, মৃতদের মধ্য
থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন বলে মসীহ্‌ আর
কখনও মরবেন না, তাঁর উপরে মৃত্যুর আর
কর্তৃত্ব নেই। ১০ ফলত তাঁর যে মৃত্যু হয়েছে, তা
দ্বারা তিনি গুনাহ্‌র সম্বন্ধে একবারই মরলেন এবং
তাঁর যে জীবন আছে, তা দ্বারা তিনি আল্লাহ্‌র
উদ্দেশ্যে জীবিত আছেন। ১১ তেমনি তোমরাও
তোমাদেরকে গুনাহ্‌র কাছে মৃত, কিন্তু মসীহ্‌
ঈসাতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জীবিত বলে মনে কর।
১২ অতএব গুনাহ্‌ তোমাদের মৃত্যুর অধীন
দেহে কর্তৃত্ব না করুক– করলে তোমরা তার
অভিলাষগুলোর বাধ্য হয়ে পড়বে; ১৩ আর নিজ
নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধার্মিকতার অস্ত্র হিসেবে
গুনাহ্‌র কাছে তুলে দিও না, কিন্তু নিজেদেরকে
মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত জেনে আল্লাহ্‌র হাতে
তুলে দাও এবং নিজ নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার
অস্ত্র হিসেবে আল্লাহ্‌কে দিয়ে দাও। ১৪ কেননা
গুনাহ্‌ তোমাদের উপরে আর কর্তৃত্ব করবে না;
কারণ তোমরা শরীয়তের অধীন নও, কিন্তু
রহমতের অধীন।

[৬:৬] গালা ৫:২৪; ২:২০; ৬:১৪; ইফি ৪:২২; কল ৩:৩,৯; ২:১২,২০; ২করি ৪:১০; ফিলি ৩:১০; রোমীয় ৭:২৪।
[৬:৯] প্রেরিত ২:২৪; প্রকা ১:১৮।
[৬:১০] ইব ৭:২৭
[৬:১৩] রোমীয় ৭:৫; ১২:১; ২করি ৫:১৪,১৫; ১পিতর ২:২৪।
[৬:১৪] রোমীয় ২:১২; ৩:২৪।
[৬:১৬] ২পিতর ২:১৯; পয়দা ৪:৭; জবুর ৫১:৫; ১১৯:১৩৩; ইউ ৮:৩৪; রোমীয় ৫:২১; ৭:১৪,২৩,২৫; ৮:২; ২পিতর ২:১৯; আঃ ২৩।
[৬:১৭] ২করি ২:১৪;

ধার্মিকতার গোলাম

১৫ তবে দাঁড়াল কি? আমরা শরীয়তের অধীন
নই, রহমতের অধীন, এজন্য কি গুনাহ্‌ করবো?
নিশ্চয় তা নয়। ১৬ তোমরা কি জান না যে, হুকুম
পালন করার জন্য যার কাছে গোলাম হিসেবে
নিজেদেরকে তুলে দেও, যার হুকুম মান, তোমরা
তারই গোলাম; হয় মৃত্যুজনক গুনাহ্‌র গোলাম,
নয় ধার্মিকতাজনক হুকুম পালনের গোলাম?
১৭ কিন্তু আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হোক যে, তোমরা
গুনাহ্‌র গোলাম ছিলে বটে, কিন্তু যে শিক্ষা
তোমাদের দেওয়া হয়েছে তোমরা সর্বান্তঃকরণের

ঈসা মসীহের সাথে মরেছি, অর্থাৎ আমাদের গুনাহ্‌গার সত্তা ঈসা মসীহের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে; এখন তিনি যেখানে আছেন আমরা সেখানেই তাঁর সাথে বাস করবো। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে বাপ্তিস্ম গ্রহণের অর্থ হল, তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলেই আমরা পাক-পবিত্র হতে পেরেছি।

৬:৬ পুরানো সত্তা। মানুষ আদমের কাছ থেকে যে আদিম স্বভাব গ্রহণ করে, মন্দতার প্রতি ঝোঁকার জন্মগত ও স্বভাবগত প্রবণতা। এই পুরাতন সত্তা গুনাহে এবং কলুষতায় পরিপূর্ণ।

৬:৭ যে মরেছে। গুনাহ্‌র কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মসীহের সাথে ঈমানদারদের মৃত্যু।

৬:৮ তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। মসীহের কারণে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা নিশ্চিত হয়েছে, তাই যে ঈমানদার মসীহের সাথে মরে, সে এখন ও এখানে নৈতিক জীবনের এক নতুন গুণ ও বৈশিষ্ট্য সহকারে উত্থিত হয়।

৬:১০ তিনি গুনাহ্‌র সম্বন্ধে একবারই মরলেন। মসীহ্‌ গুনাহ্‌গারদের নাজাতের জন্য নিজেকে গুনাহের রাজত্বে সমর্পণ করেছেন, কিন্তু তাঁর এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর মধ্যকার সংযোগ ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং তিনি চিরতরে গুনাহের কর্তৃত্ব ও রাজত্বকে অতিক্রম করেছেন।

৬:১১ তোমরাও ... জীবিত বলে মনে কর। ঈমানদারদের জীবনে গুনাহ্‌র উপরে বিজয়ের প্রথম ধাপ। ঈমানদারকে সব সময় গুনাহের সম্বন্ধে মৃত ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে জীবিত বলে নিজেকে বিবেচনা করতে হবে এবং ঈমান দ্বারা তাকে এ সত্যের আলোতে জীবন ধারণ করতে হবে। সত্যিকার ঈমানদাররা মসীহ্‌তে অবস্থান করেন, কারণ তারা ঈসা মসীহের সাথে মরেছেন এবং তাঁর সাথে নতুন জীবনে উত্থিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শুধুই ধার্মিক করেন না, সেই সাথে তিনি আমাদেরকে তাঁর সাথে সাথে ধার্মিকতার পথে চালান।

৬:১২ গুনাহ্‌ ... কর্তৃত্ব না করুক। গুনাহ্‌র উপরে ঈসায়ীদের বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, গুনাহ্‌ যেন কোনভাবেই তাদের জীবনে কর্তৃত্ব ফলাতে না পারে বা প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সে বিষয়ে নিশ্চিত করা।

৬:১৩ নিজ নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ... তুলে দিও না। নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পূর্ণ উৎসর্গকরণের কথা এখানে বোঝানো হচ্ছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলতে মূলত ঈসায়ী ঈমানদারদের সত্তার পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির কথা বোঝানো হয়েছে। ঈমানদারের অবশ্যই ধার্মিকতায় নৈতিক সচ্চরিত্র বজায় রাখার জন্য সর্বদা নিজেকে সংযত রেখে চলতে হবে। এই অবিরত পবিত্রতার জীবনে কোন গুনাহ্‌ ও কলুষতা প্রবেশ করতে পারবে না।

৬:১৪ গুনাহ্‌ ... কর্তৃত্ব করবে না। পৌল গুনাহ্‌কে এক ধরনের ব্যক্তিবাচক শক্তি হিসেবে দেখেছেন, যা মানুষকে গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। 'গুনাহ্‌র কাছে মৃত' বলতে এ কথা বোঝায় না যে, এর প্রলোভন থেকে আমরা একেবারে মুক্ত হয়ে গেছি, কারণ আমাদেরকে প্রতিদিন গুনাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

শরীয়তের অধীন নও। এর অর্থ এই নয় যে, ঈসায়ীরা সকল নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তারা এমন এক শরীয়ত থেকে মুক্ত হয়েছে, যার অধীনে পুরাতন নিয়মের যুগে আল্লাহ্‌র লোকেরা অবস্থান করতো। শরীয়ত গুনাহ্‌র ক্ষমতা প্রতিরোধ করার সক্ষমতা দান করে না, বরং তা শুধু গুনাহ্‌গারকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকে। অনুগ্রহই আমাদেরকে গুনাহ্‌ প্রতিরোধ করতে সক্ষম করে।

৬:১৬ হুকুম পালন ... তারই গোলাম। প্রকৃতিগতভাবে গুনাহ্‌ করার অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতা। আমরা দু'জনের একজনের গোলাম হতে পারি – গুনাহ্‌র বা আল্লাহ্‌র। পৌল এখানে গোলাম বলতে মূলত কৃতদাস বুঝিয়েছেন। একজন কৃতদাস দেবতার মন্দিরে তার মুক্তির মূল্য দিয়ে নিজের স্বাধীনতা কিনতে পারতো। সেই প্রথার বিবেচনায় ঈমানদার এই অর্থে স্বাধীন যে, সে আল্লাহ্‌র কৃতদাস হয়েছে। সে ঈসা মসীহের নিয়ন্ত্রণাধীন একজন ঈমানদার এবং তিনিই তার প্রভু।

৬:১৭ সর্বান্তঃকরণের সঙ্গে সেই শিক্ষার বাধ্য হয়েছ। ঈসায়ী বাধ্যতা জোরপূর্বক বা যুক্তির খাতিরে আনা যায় না, বরং এটি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। এই শিক্ষা হচ্ছে ধর্মীয় ঈমান ও আচরণের

BACIB International Bible CHURCH

সঙ্গে সেই শিক্ষার বাধ্য হয়েছ; ১৮ এবং গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা ধার্মিকতার গোলাম হয়েছ। ১৯ মানুষের দুর্বলতার দরুন আমি মানুষের মত কথা বলছি। কারণ, তোমরা যেমন আগে অধর্মের লক্ষ্যে নিজ নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাপাকীতা ও অধর্মের কাছে গোলাম হিসেবে তুলে দিয়েছিলে, তেমনি এখন পবিত্রতার লক্ষ্যে নিজ নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার কাছে গোলাম হিসেবে তুলে দাও।

২০ কেননা যখন তোমরা গুনাহ্‌র গোলাম ছিলে, তখন ধার্মিকতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিলে। ২১ ভাল, এখন যে সমস্ত বিষয়ে তোমাদের লজ্জা বোধ হয়, সেই সময়ে সেসবে তোমাদের কি ফল হত? বাস্তবিক সেসব কিছুর শেষ ফল হল মৃত্যু। ২২ কিন্তু এখন গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে এবং আল্লাহ্‌র গোলাম হয়ে তোমরা পবিত্রতার জন্য ফল পাচ্ছ এবং তার শেষ ফল হল অনন্ত জীবন। ২৩ কেননা গুনাহ্‌র বেতন মৃত্যু; কিন্তু আল্লাহ্‌র মেহেরবানী-দান আমাদের প্রভু ঈসা মসীহেতে অনন্ত জীবন।

বিয়ের বন্ধন থেকে শিক্ষা

৭ ১ হে ভাইয়েরা, তোমরা কি জান না— কারণ যারা শরীয়ত জানে, আমি তাদেরকেই বলছি— মানুষ যত কাল জীবিত থাকে, তত কাল পর্যন্ত শরীয়তের দাবী তার উপরে থাকে? ২ কারণ যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন সধবা স্ত্রী নিয়ম দ্বারা তার কাছে আবদ্ধ থাকে; কিন্তু স্বামী ইন্তেকাল করলে পর সেই আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। ৩ সুতরাং যদি সে স্বামী জীবিত থাকতে অন্য পুরুষের সঙ্গে বাস করে, তবে জেনাকারিণী বলে আখ্যাত হবে; কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে সে ঐ আইন থেকে মুক্ত হয় এবং অন্য কাউকে বিয়ে করলেও জেনাকারীণী হবে না।

৪ অতএব, হে আমার ভাইয়েরা, মসীহের দেহ দ্বারা শরীয়ত সম্বন্ধে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা অন্যের হও– যিনি মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন তাঁরই হও; যেন আমরা আল্লাহ্‌র জন্য ফল উৎপন্ন করি। ৫ কেননা যখন আমরা গুনাহ্-স্বভাবের বশে ছিলাম, তখন শরীয়ত হেতু গুনাহ্-বাসনাগুলো মৃত্যুর নিমিত্ত ফল উৎপন্ন করার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে কাজ করতো। ৬ কিন্তু এখন আমরা শরীয়ত থেকে মুক্ত হয়েছি; কেননা যাতে আবদ্ধ ছিলাম তার কাছে মরেছি, যেন লিখিত পুরানো শরীয়তের অধীনে নয় কিন্তু রূহের নতুনতায় গোলামীর কাজ করি।

শরীয়ত ও গুনাহ্

৭ তবে কি বলবো? শরীয়ত কি গুনাহ্? কোন ক্রমেই নয়; বরং গুনাহ্ কি, তা আমি জানতাম না, কেবল শরীয়ত দ্বারা তা জানতে পেরেছি; কেননা “লোভ করো না,” এই কথা যদি শরীয়ত না বলতো তবে লোভ কি তা জানতাম না। ৮ কিন্তু গুনাহ্ সুযোগ পেয়ে সেই হুকুম দ্বারা আমার অন্তরে সব রকম লোভ জাগিয়ে তুলল; কেননা শরীয়ত ছাড়া গুনাহ্ মৃত থাকে। ৯ আর আমি এক সময়ে শরীয়ত ছাড়া জীবিত ছিলাম, কিন্তু সেই হুকুম আসলে পর গুনাহ্ জীবিত হয়ে উঠলো, আর আমি মরলাম; ১০ এবং জীবনজনক যে হুকুম, তা আমার মৃত্যুজনক বলে দেখা দিল। ১১ ফলত গুনাহ্ সুযোগ পেয়ে হুকুম দ্বারা আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করলো ও তা দ্বারা আমার মৃত্যু ঘটাল। ১২ অতএব শরীয়ত পবিত্র এবং হুকুমও পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম।

২তীম ১:১৩।
[৬:১৮] ১পিতর ৪:১।
[৬:১৯] গালা ৩:১৫; আঃ ১৩।
[৬:২২] আঃ ১৮,১৯; ১করি ৭:২২
[৬:২২] ইফি ৬:৬; ১পিতর ২:১৬; মথি ২৫:৪৬
[৬:২৩] পয়দা ২:১৭; মেসাল ১০:১৬; গালা ৬:৭,৮।
[৭:১] প্রেরিত ১:১৬; ২২:৫; ১করি ১:১০; ৬:৬; ৫:১১; ১৪:২০,২৬; গালা ৩:১৫; ৬:১৮।
[৭:২] ১করি ৭:৩৯।
[৭:৩] লুক ১৬:১৮।
[৭:৪] গালা ২:১৯,২০; ৩:২৩-২৫; ৪:৩১; ৫:১; কল ১:২২।
[৭:৫] গালা ৫:২৪।
[৭:৬] ২করি ৩:৬।
[৭:৭] হিজ ২০:১৭; দ্বিঃবিঃ ৫:২১।
[৭:৮] রোমীয় ৪:১৫।
[৭:১০] লেবীয় ১৮:৫; লুক ১০:২৬-২৮; গালা ৩:১২।
[৭:১১] পয়দা ৩:১৩।
[৭:১২] গালা ৩:২১; ১তীম ১:৮।

বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট মতবাদ ও কিতাবী নীতিমালা, যা প্রাথমিক মণ্ডলীতে নতুন ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে শিক্ষা দেওয়া হত।

৭:৪ শরীয়ত সম্বন্ধে তোমাদের মৃত্যু হয়েছে। নাজাত ও আল্লাহ্‌র কাছে ধার্মিক গণিত হওয়ার জন্য এখন আমরা আর শরীয়তের উপরে নির্ভরশীল নই। আমাদেরকে সকল প্রকার শরীয়ত থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং মসীহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ঈসা মসীহ্‌ই আমাদের নাজাতের একমাত্র পথ। শরীয়ত এখন আর আমাদেরকে গুনাহ্ দ্বারা অভিযুক্ত করে মৃত্যুর ভয় দেখাতে পারবে না, অর্থাৎ শরীয়ত আর আমাদের প্রভু বা কর্তৃত্বকারী নয়।

৭:৫ আমরা গুনাহ্-স্বভাবের বশে ছিলাম। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হওয়া এবং তা প্রবলভাবে আয়ত্ব করতে চাওয়া। সেই কারণে যখন আমরা শরীয়তের অধীনে মানবীয় স্বভাববিশিষ্ট ছিলাম, সে সময় আমরা সব সময় গুনাহে নিমজ্জিত থাকতাম।

৭:৯ শরীয়ত ছাড়া জীবিত ছিলাম। পৌল তাঁর বর্তমান উপলব্ধির আলোকে নিজ অতীত অভিজ্ঞতা পুনরালোচনা করছেন। তিনি যখন ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন নি, সেই সময় ১৩ বছর বয়সে পৌল এ কথা উপলব্ধি করলেন যে, তিনি শরীয়তের কাছে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তখন থেকে পৌল অনুভব করতে লাগলেন যে, তিনি মৃত্যুর শাস্তিযোগ্য; কারণ শরীয়ত গুনাহ্ প্রকাশ করে এবং গুনাহ্‌র বেতন হচ্ছে মৃত্যু (৬:২৩)।

৭:১০ জীবনজনক যে হুকুম। শরীয়ত হয়ে উঠলো এমন এক সুবিশাল পথ, যার মধ্য দিয়ে গুনাহ্‌র প্রবেশ ঘটেছিল। জীবন দেয়ার পরিবর্তে শরীয়ত শাস্তি নিয়ে এসেছিল; পবিত্রতা জাগ্রত করার পরিবর্তে তা গুনাহ্‌কে আরও উদ্দীপিত করেছিল।

৭:১১ হুকুম দ্বারা ... আমার মৃত্যু ঘটাল। প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত দ্বারা তিনি গুনাহ্‌গার সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর যোগ্য বলে গণিত হয়েছিলেন। এই মৃত্যুর ভীতি ঈসায়ী ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তীব্র নির্যাতন চালাতে এবং তাদের প্রতি শুধুই ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করতে পৌলকে তাড়িত করেছিল, যা কেবল প্রভু ঈসা মসীহ্ আরোগ্য করতে পেরেছিলেন, যখন পৌল দামেস্কে ঈসায়ীদের উপরে আরও গুরুতর নির্যাতন চালাতে যাচ্ছিলেন।

৭:১২ শরীয়ত পবিত্র। শরীয়ত থেকে গুনাহ্ ও ঘৃণা তৈরি হওয়ার পরও তাকে দোষী বলা যায় না। শরীয়ত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং এ কারণে তা পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম। কেবল যখন গুনাহ্ দ্বারা তা বিকৃত করা হয় এবং লোকদের সাথে প্রতারণা করে

১৩ তবে যা উত্তম, তা-ই কি আমার মৃত্যুস্বরূপ
হল? নিশ্চয় তা নয়। বরং গুনাহ্‌ই তা করলো, যা
উত্তম তা দ্বারা আমার মৃত্যু হল যেন গুনাহ্ যে
সত্যিই গুনাহ্ তা প্রকাশ পায়, যেন হুকুম দ্বারা
গুনাহ্ অতি মাত্রায় বৃদ্ধি লাভ করে।

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

১৪ কারণ আমরা জানি, শরীয়ত রূহানিক, কিন্তু
আমি রক্ত-মাংসের বলে গুনাহ্‌র অধীনে আমাকে
বিক্রি করা হয়েছে। ১৫ কারণ আমি যে কি করি
তা নিজেই বুঝি না; কেননা আমি যা ইচ্ছা করি,
তা-ই যে কাজে করি, এমন নয়, বরং যা ঘৃণা
করি, তা-ই করি। ১৬ কিন্তু আমি যা ইচ্ছা করি
না, তা-ই যখন করি, তখন শরীয়ত যে উত্তম, তা
স্বীকার করি। ১৭ তা হলে দেখা যায়, এই রকম
কাজ আমি নিজে থেকে করি না, কিন্তু আমার
মধ্যে বাসকারী গুনাহ্ তা করাচ্ছে। ১৮ যেহেতু
আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার দেহে,
উত্তম কিছুই বাস করে না; উত্তম কাজ করতে
আমার ইচ্ছা আছে বটে কিন্তু তা করতে পারি
না। ১৯ কেননা আমি যা ইচ্ছা করি, সেই উত্তম
কাজ করি না; কিন্তু মন্দ, যা করতে ইচ্ছা করি
না, সেসব কাজই করি। ২০ পরন্তু যা আমি ইচ্ছা
করি না, তা যদি করি, তবে তা আর আমি করছি
না, কিন্তু আমার মধ্যে বসবাসকারী গুনাহ্ তা
করাচ্ছে।
২১ অতএব আমি এই নিয়ম দেখতে পাচ্ছি যে,
সৎকর্ম করতে ইচ্ছা করলেও মন্দ আমার কাছে
উপস্থিত হয়। ২২ বস্তুত অন্তরতম সত্তার ভাব
অনুসারে আমি আল্লাহ্‌র শরীয়তে আমোদ করি।
২৩ কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্য রকম এক
নিয়ম দেখতে পাচ্ছি; তা আমার মনের নিয়মের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং গুনাহ্‌র যে নিয়ম আমার
অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তার বন্দী গোলাম
করে রাখে। ২৪ কি দুর্ভাগা মানুষ আমি! এই
মৃত্যুর দেহ থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে?
২৫ আমাদের ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আমি
আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করি! অতএব আমি মনের
দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র শরীয়তের গোলামী করি,
কিন্তু দেহের দিক দিয়ে গুনাহের নিয়মের
গোলামী করি।

পাক-রূহের দেওয়া জীবন

৮ ১ অতএব এখন, যারা মসীহ্ ঈসাতে
আছে তাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই।
২ কেননা মসীহ্ ঈসাতে জীবনদাতা পাক-রূহের
যে নিয়ম, তা আমাকে গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়ম
থেকে মুক্ত করেছে। ৩ কারণ শরীয়ত মানুষের
গুনাহ্-স্বভাবের দরুন দুর্বল হওয়াতে যা করতে
পারে নি, আল্লাহ্ নিজে তা করেছেন, নিজের
পুত্রকে মানুষের মত গুনাহ্-স্বভাব দিয়ে পাঠিয়ে
দিলেন এবং তাঁর পুত্রকে গুনাহ্-কোরবানী
হিসেবে পাঠিয়ে দিয়ে দৈহিকভাবে গুনাহ্‌র
দণ্ডাজ্ঞা করেছেন, ৪ যেন আমরা যারা গুনাহ্-
স্বভাবের বশে নয়, কিন্তু পাক-রূহের বশে চলছি,
শরীয়তের দাবী-দাওয়া আমাদের মধ্যে পূর্ণতা

[৭:১৩] রোমীয় ৬:২৩।
[৭:১৪] ১করি ৩:১; ১বাদশা ২১:২০,২৫; ২বাদশা ১৭:১৭; রোমীয় ৬:১৬।
[৭:১৫] গালা ৫:১৭।
[৭:১৮] গালা ৫:২৪।
[৭:২২] ইফি ৩:১৬; জবুর ১:2; ৪০:৮
[৭:২৩] গালা ৫:১৭; ইয়াকুব ৪:১; ১পিতর ২:১১।
[৭:২৫] ২করি ২:১৪।
[৮:১] রোমীয় ১৬:৩।
[৮:২] ৭:৪১; করি ১৫:৪৫; ইউ ৮:৩২,৩৬
[৮:৩] ইব ৭:১৮; ১০:১-৪।
[৮:৩] গালা ৫:২৪; ফিলি ২:৭; ইব ২:১৪,১৭।
[৮:৪] গালা ৫:১৬।

তাদেরকে কৃতদাসের মত করে রাখার উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করা হয়, তখনই কেবল শরীয়ত মৃত্যু ডেকে আনে।

৭:১৫ কি করি তা নিজেই বুঝি না। যারা ঈসা মসীহের অনুগ্রহ ছাড়া আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করার চেষ্টা করে, তাদের উদ্দেশ্য সৎ হলেও তারা তা করতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু তারা নিজেরা নিজেদের প্রভু নয়, সে কারণে তাদের মধ্যে যে গুনাহ্ ও মন্দতা রয়েছে সেগুলো তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৭:১৬ শরীয়ত যে উত্তম, তা স্বীকার করি। এমনকি যখন পৌল বিদ্রোহী ও অবাধ্য, তখনও পাক-রূহ্ শরীয়তের অপরিহার্য উত্তমতা তাঁর কাছে প্রকাশ করেন।

৭:২২ আমি আল্লাহ্‌র শরীয়তে আমোদ করি। যারা পুরাতন নিয়মের যুগে আল্লাহ্‌ভক্ত ছিলেন তারা অনেক সময় তাদের রূহ্ ও বিবেক থেকে আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও তাঁর হুকুমের মধ্য দিয়ে আনন্দিত হতেন।

৭:২৩ অন্য রকম এক নিয়ম। পৌলের মধ্যে কার্যশীল এক বিপরীত নীতি ও শক্তি আল্লাহ্‌র শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে তাঁকে বাধা দিচ্ছে। বস্তুত এখানে গুনাহ্‌র শক্তির কথা বোঝানো হচ্ছে।

আমার মনের নিয়ম। আল্লাহ্‌র শরীয়ত পালনে তাঁর আকাঙ্ক্ষা, তাঁর বিবেক।

৭:২৪ দুর্ভাগা মানুষ আমি! নাজাতবিহীন মানুষ গুনাহ্‌র সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয় এবং তার গোলামে পরিণত হয়। সে একজন দুর্ভাগা মানুষ। এই অবস্থা থেকে কে তাকে উদ্ধার করবে? উত্তর হল: প্রভু ঈসা মসীহ্ তাকে মুক্ত করবেন। তিনিই আমাদেরকে গুনাহ্ ও মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত করার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যুর দেহ। গুনাহ্‌পূর্ণ দেহের রূপক, যা থেকে পৌল মুক্ত হতে পারছেন না। তবে এই আর্তনাদকে একজন ধার্মিক ইহুদীর আর্তস্বর হিসেবে দেখা উচিত, যিনি আল্লাহ্‌র শরীয়ত পালনে তার অক্ষমতা দেখে হতাশাগ্রস্ত এবং তিনি গুনাহ্ ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পৌল নিজে এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং এখনও তাঁর অনেক ভাই এ ধরনের দুঃখজনক অবস্থায় রয়েছে; তাদের হয়ে তিনি এই কথা লিখেছেন।

৮:১ কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই। শরীয়ত শাস্তি আনে, কারণ তা গুনাহ্ নির্ণয় করে, উদ্দীপিত করে ও দোষী করে। কিন্তু ঈসায়ী ঈমানদাররা আর শরীয়তের অধীন নয়, তারা ঈসা মসীহের অধীন। এই জন্য তাদের উপরে আর গুনাহের দোষ বর্তাবে না।

৮:২ জীবনদাতা পাক-রূহের যে নিয়ম। পাক-রূহের সেই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, যা দিয়ে তিনি ঈমানদারদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন ও পরিচালনা দান করেন। পাক-রূহ্ যখন কোন একজন ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করেন, সে সময় তিনি তাকে গুনাহ্‌র শক্তি ও গোলামি থেকে মুক্ত করেন।

৮:৩ দুর্বল হওয়াতে যা করতে পারে নি। শরীয়ত গুনাহ্ মোচন করতে পারে না। এটি গুনাহ্ নির্ণয় করতে পারে, দোষী সাব্যস্ত করতে পারে এবং এমনকি গুনাহ্‌কে উদ্দীপিত করতে পারে, কিন্তু তা দূর করতে পারে না।

৮:৪ শরীয়তের দাবী-দাওয়া। শরীয়ত এখনও ঈমানদারের জীবনে ভূমিকা পালন করে, তবে নাজাতের পথ হিসেবে নয়,

BACIB International Bible CHURCH

লাভ করে। ৫ কেননা যারা গুনাহ্‌-স্বভাবের বশে
আছে, তারা দুনিয়ার বিষয় ভাবে; কিন্তু যারা
পাক-রূহের বশে আছে, তারা রূহানিক বিষয়
ভাবে। ৬ কারণ গুনাহ্‌-স্বভাবের ইচ্ছামত যারা
চলে তাদের ফল হল মৃত্যু, কিন্তু পাক-রূহের
ইচ্ছামত যারা চলে তাদের ফল হল জীবন ও
শান্তি। ৭ কেননা গুনাহ্‌-স্বভাবের ইচ্ছামত চলা
হল আল্লাহ্‌র প্রতি শত্রুতা, কারণ তা আল্লাহ্‌র
শরীয়তের বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হতে পারেও
না। ৮ আর যারা গুনাহ্‌-স্বভাবের অধীনে থাকে,
তারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে না।
৯ কিন্তু তোমরা গুনাহ্‌-স্বভাবের অধীনে নও,
পাক-রূহের অধীনে রয়েছ, অবশ্য যদি আল্লাহ্‌র
রূহ্‌ তোমাদের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু মসীহের
রূহ্‌ যার অন্তরে নেই, সে মসীহের নয়। ১০ আর
যদি মসীহ্‌ তোমাদের মধ্যে থাকেন, তবে যদিও
দেহ গুনাহ্‌র কারণে মৃত, কিন্তু রূহ্‌ ধার্মিকতার
কারণে জীবন্ত। ১১ আর যিনি মৃতদের মধ্য থেকে
ঈসাকে উঠালেন, তাঁর রূহ্‌ যদি তোমাদের মধ্যে
বাস করেন, তবে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে মসীহ্‌
ঈসাকে উঠালেন, তিনি তোমাদের অন্তরে
বাসকারী আপন রূহ্‌ দ্বারা তোমাদের মৃত্যুর
অধীন দেহকেও জীবিত করবেন।
১২ অতএব হে ভাইয়েরা, আমরা ঋণী, কিন্তু
গুনাহ্‌-স্বভাবের কাছে নয় যে, গুনাহ্‌-স্বভাবের
বশে জীবন যাপন করবো। ১৩ কারণ যদি গুনাহ্‌-
স্বভাবের বশে জীবন যাপন কর তবে তোমরা
নিশ্চয় মরবে, কিন্তু যদি পাক-রূহের দ্বারা দেহের
ক্রিয়াগুলো ধ্বংস কর তবে জীবিত থাকবে।
১৪ কেননা যত লোক আল্লাহ্‌র রূহ্‌ দ্বারা চালিত
হয়, তারাই আল্লাহ্‌র সন্তান। ১৫ বস্তুত তোমরা
গোলামীর রূহ্‌ পাও নি যার জন্য ভয় করবে;
কিন্তু দত্তক পুত্রের রূহ্‌ পেয়েছ, যে রূহে আমরা
আল্লাহ্‌কে আব্বা, পিতা, বলে ডাকি। ১৬ পাক-
রূহ্‌ নিজেও আমাদের রূহের সঙ্গে এই সাক্ষ্য
দিচ্ছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান। ১৭ আর
যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারী, আল্লাহ্‌র
উত্তরাধিকারী ও মসীহের সহ-উত্তরাধিকারী– যদি
বাস্তবিক আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি তবে
তাঁর সঙ্গে মহিমান্বিতও হব।

[৮:৫] গালা ৫:১৯-২১; ৫:২২-২৫।
[৮:৬] রোমীয় ৬:২৩; গালা ৬:৮।
[৮:৭] ইয়াকুব ৪:৪।
[৮:৮] গালা ৫:২৪।
[৮:৯] ১করি ৬:১৯; ২তীম ১:১৪; ইউ ১৪:১৭; প্রেরিত ১৬:৭।
[৮:১০] ইফি ৩:১৭; ইউ ১৪:২০,২৩; ২করি ১৩:৫; গালা ২:২০; প্রকা ৩:২০।
[৮:১১] প্রেরিত ২:২৪; ইউ ৫:২১।
[৮:১২] গালা ৫:২৪।
[৮:১৩] গালা ৬:৮।
[৮:১৪] গালা ৫:১৮।
[৮:১৪] মালাখি ৩:১৭; মথি ৫:৯; ইফি ১:৫; প্রকা ২১:৭।
[৮:১৫] ইউ ২০:২২; ২তীম ১:৭; মার্ক ১৪:৩৬; গালা ৪:৫,৬।
[৮:১৬] ২করি ১:২২।

বরং নৈতিক দিক-নির্দেশনা হিসেবে। পাক-রূহ্‌ যখন ঈমানদারদের জীবনে কাজ করেন, তখন তারা এমন এক ধার্মিকতাপূর্ণ জীবনে চলতে সক্ষম হন, যার ফলে তারা আল্লাহ্‌র নৈতিক দাবী-দাওয়াগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন।

৮:৯ যদি আল্লাহ্‌র রূহ্‌ তোমাদের মধ্যে বাস করেন। রূহানিক জীবনের চালিকাশক্তি হচ্ছেন পাক-রূহ্‌। ঈসা মসীহ্‌কে প্রভু এবং নাজাতদাতা বলে গ্রহণ করার মুহূর্ত থেকে প্রত্যেক ঈমানদারের মাঝে পাক-রূহ্‌ বাস করতে শুরু করেন।

৮:১০ দেহ গুনাহ্‌র কারণে মৃত। এমনকি একজন ঈসায়ীর দেহও মৃত্যুর অধীন, যা গুনাহ্‌র পরিণতি। যেহেতু গুনাহ্‌ আমাদের জড় দেহকে অসাড় করে ফেলেছে, সে কারণে এই দেহের মৃত্যু ঘটবে; আবার যেহেতু ঈসা মসীহ্‌ আমাদের মধ্যে বাস করেন, সে কারণে পাক-রূহ্‌ প্রদত্ত জীবন আমাদের মাঝে থাকবে এবং সেই জীবনের কখনো মৃত্যু ঘটবে না। ঈসায়ী ঈমানদার তাঁর ধার্মিকতার ফলস্বরূপ জীবনদায়ক পাক-রূহের ক্ষমতায় চিরকাল বেঁচে থাকেন।

৮:১১ মৃত্যুর অধীন দেহকেও জীবিত করবেন। আমাদের দেহের পুনরুত্থান, যা পাক-রূহের উপস্থিতি দ্বারা ঈমানদারদের কাছে নিশ্চিত করা হয়েছে। পাক-রূহ্‌ নিয়ন্ত্রিত জীবনে পুনরুত্থান সুনিশ্চিতভাবে সম্পাদিত হবে।

৮:১৩ দেহের ক্রিয়াগুলো ধ্বংস কর। আমাদের জীবনের পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা দান এ কথা বোঝায় না যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাক-রূহের কর্তৃত্বের পাশাপাশি মাংসিক বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান থাকতে পারে। পৌল স্পষ্ট করে এ কথা বলেন যে, যা কিছু আমাদের জীবনে রূহানিক কার্যক্রমের প্রতি বাধা দান করে, আমাদের কর্তব্য অবশ্যই সেগুলোকে প্রতিহত করা।

৮:১৪ আল্লাহ্‌র সন্তান। আল্লাহ্‌ সকলের পিতা এই অর্থে যে, তিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ভালবাসা ও তত্ত্বাবধানশীল হাত সকলের জন্য প্রসারিত; কিন্তু সকলেই তাঁর সন্তান নয়। ঈসা তাঁর সময়কার অ-ঈমানদার ইহুদীদের বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পিতা শয়তানের" (ইউ ৮:৪৪)। মানুষ আল্লাহ্‌র একজাত পুত্রে ঈমান আনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তান হয় এবং আল্লাহ্‌র রূহ্‌ দ্বারা চালিত হয়।

৮:১৫ গোলামীর রূহ্‌ ... দত্তক পুত্রের রূহ্‌। গ্রীক ও রোমীয়দের মধ্যে সন্তান দত্তক নেওয়া প্রচলন ছিল। দত্তক সন্তানরা স্বাভাবিক সন্তানের মত সকল সুযোগ-সুবিধা এবং উত্তরাধিকার লাভ করতো। পাক-রূহ্‌ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ্‌র দত্তক পুত্রের পরিচয়ের নিশ্চয়তা দান করেন এবং আল্লাহ্‌কে পিতা বলে ডাকার জন্য তাদেরকে সক্ষম করে তোলেন।

আব্বা, পিতা। আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকাশ হিসেবে এই সম্বোধন করা হত। ঈসা মসীহ্‌ আল্লাহ্‌কে এই শব্দের অরামীয় সংস্করণে সম্বোধন করতেন। ইহুদীরা সমবেত এবাদতে ও ব্যক্তিগত মুনাজাতে 'আবিনু' অর্থাৎ 'আমাদের পিতা' শব্দটি ব্যবহার করতো।

৮:১৬ পাক-রূহ্‌ নিজেও ... সাক্ষ্য দিচ্ছেন। ঈসা মসীহের সাথে আমাদের সম্পর্কের বিষয়ে পাক-রূহের সাক্ষ্য। পাক-রূহ্‌ আমাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলেন যে, মসীহ্‌ আমাদেরকে ভালবাসেন এবং তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বেহেশতে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, পিতা আল্লাহ্‌ আমাদেরকে দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর একজাত পুত্রকে তিনি যে পরিমাণ ভালবাসেন আমাদেরকেও তিনি তেমন ভালবাসেন।

৮:১৭ মসীহের সহ-উত্তরাধিকারী। ঈসা মসীহ্‌ নিজে যে অনুগ্রহ লাভ করেছেন, আমরা নিজেরাও তার অংশীদার; আর এ কারণে আমরাও তাঁর সহ-উত্তরাধিকারী।

যদি বাস্তবিক আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি। এখানে কোন শর্তের কথা বলা হচ্ছে না, কিন্তু এক সত্য প্রকাশ করা হচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, ঈসা মসীহের মহিমায় আমাদের অংশ-গ্রহণ নিয়ে কোন ধরনের সংশয় রয়েছে; বরং এ কথাই সত্য যে, ঈসায়ীরা বর্তমানে দুঃখভোগ করেও তাদের ভবিষ্যৎ

BACIB International Bible CHURCH

ভবিষ্যতের মহিমা

১৮ কারণ আমার বিবেচনা এই, আমাদের প্রতি
যে মহিমা প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এই বর্তমান
কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়। ১৯ কেননা
সমস্ত সৃষ্টি ঐকান্তিকভাবে প্রতীক্ষা করছে কখন
আল্লাহ্‌র সন্তানেরা প্রকাশিত হবে। ২০ কারণ
সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বিফল হয়ে গেছে; অবশ্য
স্বেচ্ছায় যে তা হয়েছে তা নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌ই তা
বিফলতার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ২১ এই
প্রত্যাশায় তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে, সৃষ্টি
নিজেও যেন ক্ষয়ের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে
আল্লাহ্‌র সন্তানদের মহিমার স্বাধীনতার অংশীদার
হতে পারে। ২২ কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি
এখন পর্যন্ত একসঙ্গে ভীষণ প্রসব-বেদনায়
আর্তনাদ করছে। ২৩ কেবল তা নয়; কিন্তু রূহ্‌রূপ
অগ্রিমাংশ পেয়েছি যে আমরা, আমরা নিজেরাও
দত্তকপুত্রতার অপেক্ষা, অর্থাৎ নিজ নিজ দেহের
মুক্তির অপেক্ষা করতে করতে অন্তরে আর্তনাদ
করছি। ২৪ কেননা প্রত্যাশায় আমরা নাজাত
পেয়েছি; কিন্তু দৃষ্টিগোচর যে প্রত্যাশা, তা
প্রত্যাশাই নয়। কেননা যে যা দেখতে পায়, সে
তার জন্য কেন প্রত্যাশা করবে? ২৫ কিন্তু আমরা
যা দেখতে পাই না, যদি তার প্রত্যাশা করি,
তবে ধৈর্য সহকারে তার অপেক্ষায় থাকি।
২৬ আর সেভাবে পাক-রূহ্‌ও আমাদের দুর্বলতায়
সাহায্য করেন; কেননা যেভাবে মুনাজাত করা
উচিত সেভাবে মুনাজাত করতে জানি না, কিন্তু
পাক-রূহ্ নিজে অব্যক্ত আর্তনাদ দ্বারা আমাদের
পক্ষে অনুরোধ করেন। ২৭ আর আল্লাহ্, যিনি
সকলের অন্তর অনুসন্ধান করেন, তিনি পাক-
রূহের মনের কথা জানেন, কারণ তিনি পবিত্র
লোকদের পক্ষে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারেই
অনুরোধ করেন।
২৮ আর আমরা জানি, যারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত
করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহ্বান পেয়েছে,
তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ
করছে। ২৯ কারণ তিনি যাদের আগে জানলেন,
তাদের আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার

[৮:১৭] প্রেরিত ২০:৩২; গালা ৩:২৯; ইফি ৩:৬; ২করি ১:৫।
[৮:১৮] ২করি ৪:১৭।
[৮:২০] পয়দা ৩:১৭-১৯; ৫:২৯।
[৮:২১] প্রকা ২১:১; ইউ ১:১২।
[৮:২২] ইয়ার ১২:৪।
[৮:২৩] ২করি ৫:২,৪,৫।
[৮:২৪] ১থিষ ৫:৮; তীত ৩:৭; ২করি ৪:১৮।
[৮:২৫] জবুর ৩৭:৭।
[৮:২৬] ইফি ৬:১৮।
[৮:২৭] প্রকা ২:২৩।
[৮:২৮] পয়দা ৫০:২০।

উত্তরাধিকার সুনিশ্চিতভাবে লাভ করবেন।

৮:১৮ তুলনার যোগ্য নয়। আমাদের সামনে যে গৌরব ও মহিমা অপেক্ষা করছে, তা বর্তমান সময়ের সকল দুঃখ-কষ্টের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। ভবিষ্যৎ এই মহিমা পাক-রূহের সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে।

৮:১৯ সমস্ত সৃষ্টি। মানুষ ব্যতীত জড় ও জীব সমস্ত কিছুর কথা এখানে বোঝানো হচ্ছে। ঈসায়ী ঈমানদাররা ইতোমধ্যেই আল্লাহ্‌র সন্তান, কিন্তু শেষকাল না আসা পর্যন্ত এর পূর্ণতা সাধিত হবে না।

৮:২১ ক্ষয়ের গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস বা বিনাশের জন্য নয়, বরং নবায়নের জন্য অপেক্ষা করছে। এই নতুনীকরণের পর জীবন্ত বস্তু আর মৃত্যু ও ক্ষয়ের অধীন হবে না।

৮:২২ সমস্ত সৃষ্টি ... আর্তনাদ করছে। সমস্ত সৃষ্টিজগতকে প্রসববেদনায় কাতর এক নারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে আসন্ন পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। এই পরিবর্তন সাধিত হবে যখন আল্লাহ্‌র সন্তানদের মহিমা প্রকাশিত হবে এবং তারা বেহেশতে তাদের যথাযোগ্য স্থান লাভ করবেন।

৮:২৩ রূহ্‌রূপ অগ্রিমাংশ। ঈসায়ী ঈমানদারদের পাক-রূহের অধিকার লাভ শুধুমাত্র তাদের বর্তমান নাজাতের প্রমাণ নয়, সেই সাথে তাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের অঙ্গীকারনামা।

দত্তকপুত্রতা। ইতোমধ্যেই ঈসায়ী ঈমানদাররা আল্লাহ্‌র সন্তান, কিন্তু মসীহ্‌তে আমাদের উত্তরাধিকার এই সম্পর্ককে পূর্ণতা দান করেছে।

নিজ নিজ দেহের মুক্তি। আমাদের দত্তকতা অর্জনের চূড়ান্ত স্তর হচ্ছে পুনরুত্থান। প্রথম স্তর ছিল আমাদের দত্তকতার জন্য আল্লাহ্‌র পূর্বনিরূপণ (ইফি ১:৫); দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে আমাদের স্বীকৃতি লাভ (গালা ৩:২৬)।

৮:২৪ প্রত্যাশা। আমরা ঈমান দ্বারা নাজাত লাভ করেছি, প্রত্যাশা দ্বারা নয়; কিন্তু প্রত্যাশা নাজাতের সাথে যুক্ত থাকে। পৌল যা বোঝাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, আমাদের প্রত্যাশা ভবিষ্যৎ মহিমার সাক্ষ্য দেয়। পূর্ণতা অর্জনের প্রত্যাশা না থাকলে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার সত্যতা উপলব্ধি হয় না। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা।

৮:২৬ সেভাবে ... সাহায্য করেন। যেরূপে প্রত্যাশা ঈমানদারদের ভবিষ্যৎ শান্তি লাভের আশায় বাঁচিয়ে রাখে, সেরূপে পাক-রূহ্ তাকে মুনাজাতের মাধ্যমে সাহায্য করেন। 'দুর্বলতা' বলতে ঈসায়ীদের অজ্ঞতা, নৈতিক অসারতা বা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বোঝার অক্ষমতাকে বোঝানো হয়েছে।

পাক-রূহ্ নিজে ... অনুরোধ করেন। সম্ভবত পৌল এখানে সেই অব্যক্ত কথাকে বোঝাচ্ছে, যা মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঈমানদারের অন্তরে যে রূহানিক আকাঙ্ক্ষা ও আর্তস্বর উৎপন্ন হয়, তা পাক-রূহ্ নিজেই উদ্ভব ঘটান, কারণ তিনি প্রত্যেক ঈমানদারের অন্তরে বাস করেন। পাক-রূহ্ আমাদের জন্য নিজে আর্তস্বরপূর্বক বিনতি করেন, যা আমাদের হৃদয়ে তিনি উৎসারিত করেন।

৮:২৭ তিনি পাক-রূহের মনের কথা জানেন। পাক-রূহ্ ও পিতা আল্লাহ্‌র মাঝে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে, পাক-রূহের মুনাজাত শ্রবণযোগ্য করে বলার দরকার পড়ে না; আল্লাহ্ তাঁর প্রতিটি চিন্তা জানেন।

৮:২৮ সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে। আল্লাহ্‌র সন্তানরা যখন এই দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তখন এই আয়াতটি তাদের জন্য এক বিরাট উৎসাহের উৎস হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ্ জানেন যে, আমাদের সবচেয়ে বড় মঙ্গল হচ্ছে তাঁকে জানা এবং চিরকাল তাঁর উপস্থিতিতে বাস করা। তিনি এই চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে আমাদেরকে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু এই পথে দারিদ্র্য, দুঃখ ও অসুস্থতার মত কষ্ট আমাদের সামনে আসবে, যা আল্লাহ্ অনুমোদন দেন। আমাদের ভবিষ্যৎ আনন্দ অর্জন করতে হলে অবশ্যই বর্তমানে আমাদেরকে কষ্টভোগ করতে হবে, যা আমাদেরকে ঈসায়ী ঈমানদার হিসেবে আরও বলবান করে তুলবে।

৮:২৯ যাদের আগে জানলেন। এখানে 'পূর্বে জানা' অর্থ হচ্ছে 'পূর্বে মহব্বত করা'। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে,

জন্য আগে নিরূপণও করলেন; যেন ইনি অনেক
ভাইয়ের মধ্যে প্রথমজাত হন। ৩০ আর তিনি
যাদেরকে আগে নির্ধারণ করলেন, তাদেরকে
আহ্বানও করলেন, আর যাদেরকে আহ্বান
করলেন, তাদেরকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করলেন;
আর যাদেরকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করলেন,
তাদেরকে মহিমান্বিতও করলেন।

ঈসা মসীহে আল্লাহ্‌র মহব্বত

৩১ এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি বলবো?
আল্লাহ্‌ যখন আমাদের সপক্ষ, তখন আমাদের
বিপক্ষ কে? ৩২ যিনি নিজের পুত্রের প্রতি মমতা
করলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে
মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে
সব কিছুই আমাদেরকে দান করবেন না?
৩৩ আল্লাহ্‌র মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ
করবে? আল্লাহ্‌ তো তাদেরকে ধার্মিক করেন; কে
দোষী করবে? ৩৪ মসীহ্‌ ঈসা তো মৃত্যুবরণ
করলেন এবং পুনরুত্থিতও হলেন; আর তিনিই
আল্লাহ্‌র ডান পাশে আছেন এবং আমাদের পক্ষে
অনুরোধ করছেন। ৩৫ মসীহের মহব্বত থেকে কে
আমাদের পৃথক করবে? দুঃখ-কষ্ট বা সঙ্কট? বা
নির্যাতন? বা দুর্ভিক্ষ? বা উলঙ্গতা? বা প্রাণ-
সংশয়? বা তলোয়ার? ৩৬ যেমন লেখা আছে,
"তোমার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত নিহত হচ্ছি;
আমরা জবেহ্‌ করতে নেওয়া ভেড়ার মত
হলাম।" ৩৭ কিন্তু যিনি আমাদেরকে মহব্বত
করেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা এসব বিষয়ে
বিজয়ীর চেয়েও বেশি বিজয়ী হই। ৩৮ কেননা
আমি নিশ্চয় জানি, মৃত্যু, বা জীবন, বা
ফেরেশতারা, বা আধিপত্যগুলো, বা উপস্থিত
বিষয়গুলো, বা ভাবী বিষয়গুলো, বা
পরাক্রমগুলো, ৩৯ বা ঊর্ধ্ব স্থান, বা গভীর স্থান,
বা অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু
মসীহ্‌ ঈসাতে অবস্থিত আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে
আমাদেরকে পৃথক করতে পারবে না।

আল্লাহ্‌র মনোনীত ইসরাইল

৯ ১ আমি মসীহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সত্যি
বলছি, মিথ্যা বলছি না, আমার বিবেকও
পাক-রূহের দ্বারা নিশ্চিত করছে যে, ২ আমার
অন্তরে গভীর দুঃখ ও অশেষ যাতনা হচ্ছে।
৩ কেননা আমার ভাইদের জন্য, যারা দৈহিক
দিক দিয়ে আমার স্বজাতীয়, তাদের জন্য আমিই
যেন মসীহের কাছ থেকে পৃথক হয়ে বদদোয়ার
পাত্র হই, এমন কামনা করতে পারতাম।
৪ কারণ তারা ইসরাইলীয়; দত্তক পুত্রের
অধিকার, মহিমা, নিয়ম-কানুন, শরীয়তদান,
এবাদত ও প্রতিজ্ঞাগুলো তাদেরই,
৫ পূর্বপুরুষেরা তাদের এবং দৈহিক দিক দিয়ে
তাদেরই মধ্য থেকে মসীহ্‌, যিনি সকল কিছুর
উপরে, তিনি এসেছেন। আল্লাহ্‌ যুগে যুগে ধন্য,

[৮:২৯] ১পিতর ১:২।
[৮:৩০] ইফি ১:৫,১১।
[৮:৩১] ইশা ৪১:১০; ৮:১০; জবুর ৫৬:৯; ইয়ার ২০:১১; ইব ১৩:৬।
[৮:৩২] পয়দা ২২:১৩; মালাখি ৩:১৭; ইউ ৩:১৬;।
[৮:৩৩] ইশা ৫০:৮,৯।
[৮:৩৪] ইশা ৫৩:১২।
[৮:৩৫] ১করি ৪:১১; ২করি ১১:২৬,২৭।
[৮:৩৬] ১করি ৪:৯; ১৫:৩০,৩১;।
[৮:৩৭] প্রকা ১:৫; ৩:৯।
[৮:৩৮] কল ১:১৬; ১পিতর ৩:২২।
[৯:১] ২করি ১১:১০; গালা ১:২০;।
[৯:৩] ১করি ১২:৩; ১৬:২২।
[৯:৪] হিজ ৪:২২; ৬:৭; দ্বিঃবিঃ ৭:৬; ৪:১৩।
[৯:৫] মথি ১:১-১৬; কল ২:৯।

অনাদিকাল থেকেই আল্লাহ্‌ এই মহব্বতের পাত্রদের মনোনীত করে রেখেছিলেন। আল্লাহ্‌ আদি থেকেই মানব জাতিকে মসীহের মধ্য দিয়ে মহব্বত করতে এবং উদ্ধার করতে সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। কেউ কেউ জোর দেন যে, এখানে জ্ঞান অবাস্তব কিছু নয়, কিন্তু প্রেমে নিবদ্ধ এবং উদ্দেশ্যে যুক্ত। এই উক্তি মূলত মসীহের সমবেত দেহ, অর্থাৎ মণ্ডলীকে লক্ষ্য করে উচ্চারিত হয়েছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে যারা ঈমানে মসীহের সাথে নিজেদেরকে একীভূত করেছেন তাদেরকে কথা এখানে বলা হয়েছে।

৮:৩০ আগে নির্ধারণ করলেন ... মহিমান্বিতও করলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর পূর্বনির্ধারণের পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করেন। এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত স্তর দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে সাধিত হয়ে থাকে। ঈমানের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র পরিকল্পিত ঘটনাবলী, যা তিনি তাঁর নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে ঘোষণা দেন, তার পূর্ণতা এতটাই নিশ্চিত যে, তা ইতোমধ্যে ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

৮:৩৯ ঊর্ধ্ব স্থান, বা গভীর স্থান। আল্লাহ্‌র মহব্বতের আওতার বাইরে থাকা যে কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

প্রভু মসীহ্‌ ঈসাতে অবস্থিত আল্লাহ্‌র মহব্বত। যদি কেউ রূহানিক জীবনে ব্যর্থ হয়, তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মহব্বতে কোন ঘাটতি রয়েছে, কিংবা বাহ্যিক কোন প্রতিকূলতার জন্য তা ঘটেছে; বরং মসীহের সাথে একাগ্রভাবে সংযুক্ত থাকার ব্যর্থতাই এর কারণ। একমাত্র ঈসা মসীহ্‌তেই আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রকাশিত হয়। কাজেই যখন আমরা মসীহের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকি এবং তাঁকে প্রভু হিসেবে মান্য করি, তখনই 'পৃথক করতে পারবে না' – এই কথাটি আমাদের জীবনে সত্য প্রমাণিত হয়।

৯:১ বিবেকও ... নিশ্চিত করছে। বিবেক নির্ভরযোগ্য সহায়িকা হতে পারে যদি কেবল তা পাক-রূহ্‌ দ্বারা আলোকিত হয়।

৯:২ আমার অন্তরে ... যাতনা হচ্ছে। যারা মসীহ্‌বিহীন অবস্থায় পড়ে আছে তাদের জন্য পৌল এই নিরন্তর যাতনার মনোভাবটি প্রকাশ করেছেন, যা প্রত্যেক আদর্শ মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। এই একই মনোভাব আমরা ঈসা মসীহের মাঝেও লক্ষ্য করি।

৯:৩ বদদোয়ার পাত্র হই। অর্থাৎ অনন্তকালীন ধ্বংসের জন্য আল্লাহ্‌র ক্রোধযুক্ত হওয়া। ইহুদীদের জন্য পৌলের এমনই মহান ভালবাসা ছিল। মূসার মত তিনিও তাঁর জাতির জন্য নিজে নাজাত ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

৯:৪ তারা ইসরাইলীয়। ইয়াকুবের বংশধর, যে ইয়াকুবকে আল্লাহ্‌ ইসরাইল নামে আখ্যাত করেছিলেন (পয়দা ৩২:২৮)। এই নামটি দ্বারা সম্পূর্ণ জাতিকে বোঝানো হত। কিন্তু জাতিটি বিভক্ত হওয়ার পর এই নামে উত্তর রাজ্যকে ডাকা হত এবং দক্ষিণ রাজ্যকে বলা হত এহুদিয়া। পুরাতন নিয়ম পরবর্তী নীরব যুগে এবং নতুন নিয়মের সময়েও প্যালেষ্টাইনের ইহুদীরা এই নামটি তাদের উপাধি হিসেবে ব্যবহার করে বোঝাতো যে, তারা আল্লাহ্‌র মনোনীত লোক। পৌল এখানে দেখাতে চান যে, ইসরাইলের ঈমানহীনতা ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও তার প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা এখনও প্রযোজ্য।

৯:৫ পূর্বপুরুষেরা। ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁদের সন্তানেরা।

আমিন।
৬ কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম যে বিফল হয়ে
পড়েছে, এমন নয়; কারণ যারা ইসরাইল জাতির
মধ্যে জন্মেছে, তারা সকলেই যে সত্যিকারের
ইসরাইলীয় তা নয়; ৭ আর ইব্রাহিমের বংশজাত
বলে তারা যে সকলেই তাঁর সত্যিকারের সন্তান
তাও নয়, কিন্তু "ইস্‌হাকেই তোমার বংশ
আখ্যাত হবে।" ৮ এর অর্থ এই, যারা গুনাহ্‌-
স্বভাবের সন্তান, তারা যে আল্লাহ্‌র সন্তান, এমন
নয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানেরাই ইব্রাহিমের বংশ
বলে পরিগণিত হয়। ৯ কেননা প্রতিজ্ঞায় এই
কথা বলা হয়েছে— "এই ঋতুতেই আমি আসব,
তখন সারার একটি পুত্র হবে।" ১০ কেবল তা
নয়, কিন্তু আবার রেবেকা এক ব্যক্তি হতে—
আমাদের পূর্বপুরুষ ইস্‌হাক হতে গর্ভবতী হলে
পর, ১১ যখন সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নি এবং ভাল-
মন্দ কিছুই করে নি, তখনও যেন আল্লাহ্‌র
নির্বাচনের উদ্দেশ্য চলতে থাকে এবং তা কর্ম
হেতু নয়, কিন্তু যিনি আহ্বান করেছেন তাঁর ইচ্ছা
হেতু, ১২ তাঁকে বলা হয়েছিল, "জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের
গোলাম হবে" ১৩ যেমন লেখা আছে, "আমি
ইয়াকুবকে মহব্বত করেছি, কিন্তু ইস্‌কে অগ্রাহ্য
করেছি।"
১৪ তবে আমরা কি বলবো? আল্লাহ্‌ কি অন্যায়
করেছেন? তা নিশ্চয় না। ১৫ কারণ তিনি মূসাকে

[৯:৬] ইব ৪:১২; গালা ৬:১৬।
[৯:৭] পয়দা ২১:১২; ইব ১১:১৮।
[৯:৮] গালা ৩:১৬।
[৯:৯] পয়দা ১৮:১০,১৪।
[৯:১০] পয়দা ২৫:২১।
[৯:১১] রোমীয় ৮:২৮।
[৯:১২] পয়দা ২৫:২৩।
[৯:১৩] মালাখি ১:২,৩।
[৯:১৪] ২খান্দান ১৯:৭।
[৯:১৫] হিজ ৩৩:১৯।
[৯:১৬] ইফি ২:৮; তীত ৩:৫।
[৯:১৭] হিজ ৯:১৬; ১৪:৪; জবুর ৬:১০।
[৯:১৮] হিজ ৪:২১।
[৯:১৯] ইয়াকুব ২:১৮; দানি ৪:৩৫।
[৯:২০] আইয়ুব ১:২২; ইশা ৬৪:৮।
[৯:২১] ২তীম ২:২০।

বলেন, "আমি যাকে করুণা করি, তাকে করুণা
করবো; ও যার প্রতি মমতা করি, তার প্রতি
মমতা করবো।" ১৬ অতএব এটা কোন মানুষের
ইচ্ছা বা চেষ্টার ফলে হয় না, কিন্তু করুণাময়
আল্লাহ্‌ থেকে হয়। ১৭ কেননা পাক-কিতাব
ফেরাউনকে বলে, "আমি এজন্যই তোমাকে
বাদশাহ্‌ করেছি, যেন তোমার মধ্য দিয়ে আমার
পরাক্রম দেখাই, আর যেন সারা দুনিয়াতে
আমার নাম ঘোষিত হয়।" ১৮ অতএব তিনি
যাকে ইচ্ছা তাকে করুণা করেন এবং যাকে ইচ্ছা
তার অন্তর কঠিন করেন।

আল্লাহ্‌র আজাব ও করুণা

১৯ এতে তুমি আমাকে বলবে, তবে তিনি আবার
দোষ ধরেন কেন? কারণ তাঁর ইচ্ছার প্রতিরোধ
কে করে? ২০ হে মানুষ, বরং তুমি কে যে
আল্লাহ্‌র প্রতিবাদ করছো? নির্মিত বস্তু কি
নির্মাতাকে বলতে পারে, আমাকে এরকম করে
কেন তৈরি করলে? ২১ কিংবা কাদার উপরে
কুমারের কি এমন অধিকার নেই যে, একই
মাটির তাল থেকে একটি সমাদরের পাত্র, আর
একটা অনাদরের পাত্র গড়তে পারে? ২২ আর
তাতেই বা কি— যদি আল্লাহ্‌ তাঁর গজব দেখাবার
ও তাঁর পরাক্রম জানবার ইচ্ছা করে বিনাশের
জন্য নির্দিষ্ট গজবের পাত্রদের প্রতি বিপুল
সহিষ্ণুতায় ধৈর্য ধরে থাকেন? ২৩ তিনি এজন্য

মসীহ্‌, যিনি সকল কিছুর উপরে। সমগ্র নতুন নিয়মে ঈসা মসীহের আল্লাহ্‌ত্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত সবচেয়ে পরিষ্কার বিবৃতির একটি। এর মূল অর্থ হচ্ছে: "মসীহ্‌, যিনি সর্বোপরিস্থ। আল্লাহ্‌ যুগে যুগে প্রশংসিত!" বা "মসীহ্‌! আল্লাহ্‌! যিনি সর্বোপরিস্থ ও যুগে যুগে প্রশংসিত!"

৯:৬ আল্লাহ্‌র কালাম ... এমন নয়। জাতি হিসেবে ইসরাইলের মনোনয়নকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নি, তবে তাদের মাঝে পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে অ-ঈমানদার ইসরাইল ও ঈমানদার ইসরাইল। আল্লাহ্‌র পরিবারে পার্থিব কোন জাতি বা বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নেই।

৯:৮ গুনাহ্‌-স্বভাবের সন্তান। যারা কেবল জন্মগতভাবে ইব্রাহিম থেকে উৎপন্ন।

আল্লাহ্‌র সন্তান। সকল ইসরাইলীয় আল্লাহ্‌র সন্তান নয়; অর্থাৎ যারা ঈমানদার নয় বা যাদের মধ্যে গুনাহ্‌ রয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র সন্তান হতে পারে না।

৯:১১ কর্ম হেতু নয়। ইসহাক ও রেবেকার সন্তানদের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্‌ নির্বাচন করেছিলেন, সুতরাং তিনি কারও কাজের ভিত্তিতে কোন কিছু নির্ধারণ করেন না, বরং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই করেন।

৯:১৩ আমি ইয়াকুবকে ... ইস্‌কে অগ্রাহ্য করেছি। এই উক্তির অর্থ: "আমি ইয়াকুবকে মনোনীত করেছি, কিন্তু ইস্‌কে প্রত্যাখ্যান করেছি।" কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ইয়াকুব ও তাঁর বংশ অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত হয়েছিল এবং ইস্‌ ও তাঁর বংশ অনন্ত শাস্তি লাভের জন্য নিরূপিত হয়েছিল। বরং এটি ছিল আল্লাহ্‌র এমন এক নিরূপণ যার মাধ্যমে তিনি ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদেরকে মনোনীত করেছিলেন যেন তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রত্যাদেশ এবং রহমত দুনিয়াতে বর্ষিত হতে পারে।

৯:১৫ তাকে করুণা করবো। ইসহাক ও ইসমায়েল এবং ইয়াকুব ও ইসের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণে অবিচার হয়েছে বলে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, পৌল তা প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যাদেরকে যেমন পছন্দ করেন, তাদেরকে তেমন দয়া দেখাতে পারেন।

৯:১৮ যাকে ইচ্ছা ... কঠিন করেন। যারা মন পরিবর্তন করে ঈসা মসীহ্‌কে তাদের নাজাতদাতা ও প্রভু বলে গ্রহণ করে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি দয়া দেখাতে চান, অথচ যারা মন পরিবর্তন করে না, গুনাহে রত থাকতে চায় ও মসীহ্‌ নির্দেশিত নাজাতের পথ প্রত্যাখ্যান করে, তাদের মন তিনি কঠিন করে দেন।

৯:২০ তুমি কে যে আল্লাহ্‌র প্রতিবাদ করছো? পৌল বলছেন না যে, আল্লাহ্‌কে প্রশ্ন করার অধিকার মানুষের নেই। কিন্তু যাদের অন্তরে অনুতাপ নেই, যারা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় বাধা দান করতে চায়, তাদেরকে তিনি প্রতিহত করছেন।

৯:২১ কাদার উপরে কুমারের ... গড়তে পারে? আল্লাহ্‌ ও কুম্ভ কারের মাঝে এবং মানুষ ও কাদার মাঝে চমৎকার সাদৃশ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহ্‌র আচরণ প্রকাশের স্বার্বভৌম স্বাধীনতা। আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনা সাধনের জন্য ইচ্ছামত যে কোন মানুষ, বংশ ও জাতিকে ব্যবহার করতে পারেন। মানুষের ইচ্ছা নয়, তাঁর দয়া ও বিশ্বাসযোগ্যতাই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৯:২২ বিপুল সহিষ্ণুতায় ধৈর্য ধরে থাকেন। আল্লাহ্‌ যা কিছু করেন সেসবের জন্য কোন হিসাব কেউ তাঁর কাছে চাইতে পারে না। তিনি স্বেচ্ছাচারীভাবে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন

অন্তর কঠিন হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক চিহ্ন

কঠিন হয়ে ওঠার অর্থ হল অনমনীয় ও ভঙ্গুর হয়ে ওঠা। রূহানিকভাবে কঠিন হওয়া বলতে বোঝায় নিজের উপরে অতিরিক্ত আস্থাবান হওয়া ও ঈমান থেকে দূরে সরে আসা। এ ধরনের মানসিকতার কারণে মানুষ আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিতে বারবার ব্যর্থ হয় এবং এক সময় তার সাথে আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সম্পর্ক একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। এখানে আমরা অন্তর কঠিন হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে সচেতন থাকার জন্য কিছু সতর্কতামূলক চিহ্ন দেখতে পাই:

সতর্কতামূলক চিহ্ন	**আয়াত**
অবাধ্য হওয়া – মিসরের ফেরাউনের ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা তার অন্তর কঠিন করে দিয়েছিল।	হিজ ৪:২১
অনেক ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি লাভ করা – আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহকে অনেক সময় আমরা আমাদের প্রাপ্য দাবী বলে ভাবতে শুরু করি।	দ্বি.বি. ৮:৬-১৪
বিরোধিতা করা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া – কষ্টভোগ বা অসন্তোষ আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করার মনোভাব তৈরি করে দেয়।	জবুর ৯৫:৮
প্রাপ্য তিরষ্কার পেতে প্রত্যাখ্যান করা – আল্লাহ্‌র কথা উপেক্ষা করে আমরা অনেক সময় আমাদের ঘাড় শক্ত করে রাখি এবং অন্তর কঠিন করে রাখি।	মেসাল ২৯:১
শুনতে অস্বীকৃতি জানানো – আল্লাহ্‌র রব শুনতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে রূহের কালাম শোনার ক্ষমতা হ্রাস পায় ও এক সময় তা বিলীন হয়ে যায়।	জাকা ৭:১১-১৩
সাড়া দিতে ব্যর্থ হওয়া – অবাধ্য মনোভাব নিয়ে আল্লাহ্‌র কথা শুনতে চাওয়ার কারণে বাধ্যতার প্রতি অক্ষমতা তৈরি হয়।	মথি ১৩:১১-১৫

আদমের সন্তান হিসেবে আমরা কী পাই	**আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে আমরা কী পাই**
ধ্বংস – *রোমীয় ৫:৯*	নাজাত – *রোমীয় ৫:৮*
গুনাহ্‌ – *রোমীয় ৫:১২,১৫,২১*	ধার্মিকতা – *রোমীয় ৫:১৮*
মৃত্যু – *রোমীয় ৫:১২,১৬,২১*	অনন্ত জীবন – *রোমীয় ৫:১৭,২১*
আল্লাহ্‌ হতে বিচ্ছিন্নতা – *রোমীয় ৫:১৮*	আল্লাহ্‌র সাথে সুসম্পর্ক – *রোমীয় ৫:১১,১৯*
অবাধ্যতা – *রোমীয় ৫:১২,১৯*	বাধ্যতা – *রোমীয় ৫:১৯*
বিচার – *রোমীয় ৫:১৮*	নাজাত – *রোমীয় ৫:১০,১১*
শরীয়ত – *রোমীয় ৫:২০*	অনুগ্রহ – *রোমীয় ৫:২০*

তা করে থাকেন যেন সেই করুণার পাত্রদেরকে
তাঁর মহিমা-ধন জানিয়ে দিতে পারেন, যাদেরকে
মহিমার জন্য আগে প্রস্তুত করেছেন, ২৪ আর
যাদেরকে আহ্বান করেছেন, কেবল ইহুদীদের
মধ্য থেকে নয়, অ-ইহুদীদের মধ্য থেকে
আমাদেরকেই করেছেন। ২৫ যেমন তিনি
হোসিয়ার কিতাবে বলেন, "যারা আমার লোক
নয়, তাদেরকে আমি নিজের লোক বলে ডাকব
এবং যে প্রিয়তমা ছিল না তাকে প্রিয়তমা বলে
ডাকব। ২৬ আর যে স্থানে তাদেরকে বলা
হয়েছিল, 'তোমরা আমার লোক নও,' সেই স্থানে
তাদেরকে বলা হবে 'জীবন্ত আল্লাহ্‌র সন্তান'।
২৭ আর ইশাইয়া ইসরাইলের বিষয়ে এই কথা
উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "ইসরাইলের সন্তানদের
সংখ্যা যদি সমুদ্রের বালুকণার মতও হয়, তবুও
তার অবশিষ্ট অংশই নাজাত পাবে; ২৮ যেহেতু
প্রভু দুনিয়ার উপর তাঁর বিচার দ্রুত সাধন
করবেন এবং তা সম্পূর্ণভাবেই করবেন।"
২৯ আর যেমন ইশাইয়া আগে বলেছিলেন,
"বাহিনীগণের প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছু
বংশধর অবশিষ্ট না রাখতেন, তবে আমরা সাদুম
ও আমুরার মত হতাম।"

ইসরাইলের অবিশ্বাস

৩০ তবে আমরা কি বলবো? অ-ইহুদীরা, যারা
ধার্মিকতার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করতো না,
তারা ধার্মিকতা লাভ করেছে, ঈমানের মধ্য দিয়ে
ধার্মিকতা লাভ করেছে; ৩১ কিন্তু ইসরাইল
ধার্মিকতার শরীয়তের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা
করেও সেই শরীয়ত পর্যন্ত পৌঁছায় নি। ৩২ কারণ
কি? কারণ হল তারা ঈমানের মধ্য দিয়ে সেই
ধার্মিকতার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করে নি, কিন্তু
কর্ম দ্বারা কঠোরভাবে চেষ্টা করতো। ৩৩ তারা
সেই বাধাজনক পাথরে বাধা পেল; যেমন লেখা
আছে, "দেখ, আমি সিয়োনে একটি এমন পাথর
স্থাপন করবো যাতে লোকে উচোট খায়, ও এমন
একটি পাষাণ স্থাপন করবো যাতে লোকে বাধা
পেয়ে পড়ে যায়। আর যে তাঁর উপরে ঈমান
আনে সে লজ্জিত হবে না।"

১০ ১ ভাইয়েরা আমার হৃদয়ের একান্ত
বাসনা এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র
কাছে ফরিয়াদ এই, যেন তারা নাজাত পায়।
২ কেননা আমি তাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি
যে, আল্লাহ্‌র বিষয়ে তাদের গভীর আগ্রহ আছে,
কিন্তু তা জ্ঞান অনুযায়ী নয়। ৩ কেননা আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে যে ধার্মিকতা আসে তা তারা না
জানায় এবং নিজের ধার্মিকতা স্থাপন করার চেষ্টা
করায়, তারা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার প্রতি নিজেদের
সমর্পণ করে নি; ৪ কেননা মসীহ্‌ই শরীয়তের
পরিণাম যেন তাঁর উপর যারা ঈমান আনে
তাদের প্রত্যেককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা যায়।

নাজাত সকলের জন্য

৫ কারণ মূসা লিখেছেন, শরীয়ত পালনের মধ্য
দিয়ে যে ধার্মিকতা আসে, যে ব্যক্তি সেই
ধার্মিকতা অনুযায়ী চলে, সে শরীয়তের দ্বারাই

[৯:২২] মেসাল ১৬:৪।
[৯:২৫] হোসিয়া ২:২৩; ১পিতর ২:১০।
[৯:২৬] মথি ১৬:১৬।
[৯:২৭] ইয়ার ৪৪:১৪; ৫০:২০।
[৯:২৮] ইশা ১০:২২,২৩।
[৯:২৯] ইশা ১:৯।
[৯:৩০] গালা ২:১৬; ফিলি ৩:৯; ইব ১১:৭।
[৯:৩১] দ্বিঃবিঃ ৬:২৫।
[৯:৩২] ১পিতর ২:৮।
[৯:৩৩] ১পিতর ২:৬,৮।
[১০:১] জবুর ২০:৪।
[১০:২] প্রেরিত ২১:২০।
[১০:৪] গালা ৩:২৪।
[১০:৫] নহি ৯:২৯; লেবীয় ১৮:৫।

না; আবার তিনি তাঁর ক্রোধের উদ্রেক ঘটিয়ে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেন না, বরং তাঁর মহান ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। তাঁর এই ধৈর্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনে অনুতাপ জাগ্রত করা।

৯:২৫ নিজের লোক বলে ডাকব। এই উক্তি ইসরাইলের রূহানিক পুনর্মিলনের ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহ্‌ উদ্ধারকারী, ক্ষমাশীল ও পুনর্মিলনকারী আল্লাহ্‌, যিনি "যারা আমার প্রজা নয়" তাদেরকে "আমার প্রজা" হিসেবে নিয়ে আনন্দিত হন। পৌল এই নীতি অ-ইহুদীদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ সার্বভৌম চুক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নিজ জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৯:২৭ অবশিষ্ট অংশই নাজাত পাবে। ইশাইয়া কিতাবের এই অংশ নির্দেশ করে যে, বৃহৎ ইসরাইল জাতিগোষ্ঠী থেকে কেবল এক ক্ষুদ্র অংশ টিকে থাকবে। আল্লাহ্‌র আহ্বানে ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয়ে জড়িত, কিন্তু অধিকাংশ সংখ্যক হচ্ছে অ-ইহুদী।

৯:৩১ ধার্মিকতার শরীয়ত। আল্লাহ্‌র বিধান, যা ধার্মিকতার পথ দেখিয়ে থাকে। শরীয়তের প্রতি বাধ্যতাকে পৌল অস্বীকার করেন নি, কিন্তু কাজের ভিত্তিতে ধার্মিকতা নিরূপণ করার নীতিকে তিনি অস্বীকার করেন। অবশ্যই শরীয়তের প্রতি আমাদের সমীহ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৯:৩২ ঈমানের মধ্য দিয়ে ... চেষ্টা করে নি। ইসরাইল জাতি ঈমান দ্বারা তা অর্জন করার বদলে বরং কর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র কাছে আসার চেষ্টা করেছে।

৯:৩৩ বাধাজনক প্রস্তর। স্বয়ং ঈসা মসীহ্‌। ঈসা মসীহের ক্রুশকেও ক্ষেত্র বিশেষে এই নামে উল্লেখ করা হয়েছে (১ করি ১:২৩)। এই প্রস্তর ছিল ইহুদীদের কাছে লজ্জার বিষয়, কারণ তারা ভাবতেই পারে নি তাদের মসীহ্‌ এভাবে ক্রুশাহত হবেন।

১০:২ আল্লাহ্‌র বিষয়ে তাদের গভীর আগ্রহ আছে। আল্লাহ্‌কে ইহুদীরা তাদের কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিল, কিন্তু তাদের কর্মপ্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ ছিল, যেহেতু তারা নাজাত লাভের জন্য আল্লাহ্‌র প্রকৃত সত্য ও জ্ঞানের অন্বেষণ করতো না। পৌল তাঁর মন পরিবর্তন করার পূর্বে এ ধরনের আগ্রহপূর্ণ ইহুদীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন।

১০:৩ আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা। ঈমানের ভিত্তিতে ধার্মিক অবস্থান, যা উপহার হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে এবং যা মানুষের কাজের মধ্য দিয়ে অর্জন করা যায় না।

১০:৪ মসীহ্‌ই শরীয়তের পরিণাম। গ্রীক ভাষায় 'পরিণাম' শব্দটির অর্থ হতে পারে দু' ধরনের: ১. অবসান, বা বিরতি; এবং ২. লক্ষ্য, সর্বোচ্চ অবস্থা, বা পরিপূর্ণতা। তবে দ্বিতীয়টিই এখানে সবচেয়ে বেশি মানানসই। মসীহ্‌ শরীয়তের কালাম শুদ্ধভাবে পালন করার দ্বারা এবং এর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা আনয়নের দ্বারা এর সম্পূর্ণতা সাধন করেছেন।

১০:৫ যে ব্যক্তি ... জীবিত থাকবে। অনেকের মতে পৌল এখানে শরীয়ত পালন করার মাধ্যমে ধার্মিকতা লাভের পথকে বর্ণনা করেছেন। আবার অন্যান্যরা মনে করে থাকেন যে, এখানে ঈসা মসীহের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে, যিনি শুদ্ধভাবে শরীয়তের সকল দাবী পূরণ করেছেন এবং যারা তাঁর উপরে ঈমান আনবে তাদের জন্য নাজাত প্রযোজ্য করেছেন। শরীয়ত

BACIB International Bible CHURCH

জীবিত থাকবে। ৬ কিন্তু ঈমানের মধ্য দিয়ে যে
ধার্মিকতা তা এই রকম বলে, মনে মনে বলো না,
‘কে বেহেশতে আরোহণ করবে?’– অর্থাৎ
মসীহ্‌কে নামিয়ে আনবার জন্য কে বেহেশতে
আরোহণ করবে;– অথবা ‘কে পাতালে
নামবে?’– ৭ অর্থাৎ মৃতদের মধ্য থেকে মসীহ্‌কে
উঠিয়ে আনবার জন্য কে পাতালে নামবে।
৮ কিন্তু পাক-কিতাব কি বলে? ‘সেই বার্তা
তোমার কাছে, তোমাদের মুখে ও তোমাদের
অন্তরে রয়েছে,’ অর্থাৎ ঈমানেরই সেই বার্তা, যা
আমরা তবলিগ করি। ৯ কারণ তুমি যদি ‘মুখে’
ঈসাকে প্রভু বলে স্বীকার কর এবং ‘হৃদয়ে’ ঈমান
আন যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে
উত্থাপন করেছেন, তবেই তুমি নাজাত পাবে।
১০ কারণ লোকে অন্তরে ঈমান আনে, ধার্মিকতার
জন্য এবং মুখে স্বীকার করে, নাজাতের জন্য।
১১ কেননা পাক-কিতাব বলে, “যে কেউ তাঁর
উপরে ঈমান আনে, সে লজ্জিত হবে না।”
১২ কারণ ইহুদী ও গ্রীকের মধ্যে কোন পার্থক্য
নেই; কেননা সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক
তাঁকে ডাকে, তাদের সকলের পক্ষে তিনি
ধনবান। ১৩ কারণ “যে কেউ প্রভুর নামে ডাকে,
সে নাজাত পাবে।”
১৪ তবে তারা যাঁর উপর ঈমান আনে নি,
কেমন করে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথা শোনে
নি, কেমন করে তাঁর উপর ঈমান আনবে? আর
তবলিগকারী না থাকলে কেমন করে শুনবে?
১৫ আর কেউ না পাঠালে কেমন করে তবলিগ
করবে? যেমন লেখা আছে, “যারা মঙ্গলের
সুসমাচার তবলিগ করে, তাদের পা কেমন শোভা
পায়।” ১৬ কিন্তু সকলে সুসমাচারের বাধ্য হয়
নি। কারণ ইশাইয়া বলেন, “হে প্রভু, আমরা যা
শুনেছি, তা কে বিশ্বাস করেছে?” ১৭ অতএব
শুনবার মধ্য দিয়ে ঈমান আসে এবং মসীহের
কালামের মধ্য দিয়ে তা শুনতে পাওয়া যায়।
১৮ কিন্তু আমি বলি, তারা কি শুনতে পায় নি?
পেয়েছে বৈ কি! “তাদের আওয়াজ সারা
দুনিয়াতে, তাদের কথা দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত
ছড়িয়ে পড়লো।” ১৯ কিন্তু আমি বলি, বনি-
ইসরাইলরা কি বুঝতে পারে নি? প্রথমে মূসা
বলেন, “যারা কোন জাতি নয় এমন লোকদের
দ্বারা আমি তোমাদের অন্তর্জ্বালা জন্মাব; মূঢ়
জাতি দ্বারা তোমাদের ক্রুদ্ধ করবো।” ২০ আর
ইশাইয়া খুব সাহসের সঙ্গে বলেন, “যারা আমার
খোঁজ করে নি, তারা আমাকে পেয়েছে, যারা
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে নি, তাদেরকে দর্শন
দিয়েছি।” ২১ কিন্তু বনি-ইসরাইলদের বিষয়ে
তিনি বলেন, “আমি সমস্ত দিন অবাধ্য ও
বিদ্রোহী লোকবৃন্দের প্রতি হাত বাড়িয়ে
ছিলাম।”

বনি-ইসরাইলদের প্রত্যাখ্যানই শেষ কথা নয়

১১ ১ তবে আমি বলি, আল্লাহ্‌ কি তাঁর
লোকদের ত্যাগ করেছেন? তা নিশ্চয়
না; আমিও তো এক জন ইসরাইলীয়,
ইব্রাহিমের বংশজাত, বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর
লোক। ২ আল্লাহ্‌ তাঁর যে লোকদেরকে আগে
থেকেই জানতেন তাদের ত্যাগ করেন নি।
অথবা তোমরা কি জান না, ইলিয়াসের বিষয়ে
পাক-কিতাব কি বলে? তিনি ইসরাইলের বিপক্ষে
আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে অনুরোধ করেছেন,
৩ “প্রভু, তারা তোমার নবীদেরকে হত্যা করেছে,
তোমার কোরবানগাহ্‌গুলো উৎপাটন করেছে,
আর আমি একাই অবশিষ্ট আছি, আর তারা
আমারও প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।” ৪ কিন্তু
আল্লাহ্‌ তাঁকে কি জবাব দিয়েছেন? “বাল
দেবতার সম্মুখে যারা হাঁটু পাতে নি, এমন সাত

[১০:৬] দ্বিঃবিঃ ৩০:১২। [১০:৭] দ্বিঃবিঃ ৩০:১৩; প্রেরিত ২:২৪। [১০:৮] দ্বিঃবিঃ ৩০:১৪। [১০:৯] ইউ ৩:১৫; মথি ১০:৩২। [১০:১১] ইশা ২৮:১৬; রোমীয় ৯:৩৩। [১০:১২] রোমীয় ৩:২২,২৯; মথি ২৮:১৮। [১০:১৩] প্রেরিত ২:২১; যোয়েল ২:৩২। [১০:১৫] ইশা ৫২:৭। [১০:১৬] ইব ৪:২; ইশা ৫৩:১। [১০:১৭] গালা ৩:২,৫; কল ৩:১৬। [১০:১৮] জবুর ১৯:৪; মথি ২৪:১৪; কল ১:৬,২৩; ১থিষ ১:৮। [১০:১৯] দ্বিঃবিঃ ৩২:২১। [১০:২০] ইশা ৬৫:১। [১০:২১] ইশা ৬৫:২; ইয়ার ৩৫:১৭। [১১:১] ২করি ১১:২২; ফিলি ৩:৫। [১১:৩] ১বাদশা ১৯:১০,১৪। [১১:৪] ১বাদশা

নাজাতপ্রাপ্তদের জন্য জীবনের পথ, হারানোদের জন্য নাজাতের পথ নয়।

১০:৮ সেই বার্তা তোমার কাছে। ‘বার্তা’ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম। পৌল এখানে শব্দটি ‘ঈমানের কালাম’ বা ‘সুসমাচার’ হিসেবে প্রয়োগ করেন।

১০:৯ তুমি যদি ... তবেই তুমি নাজাত পাবে। সবচেয়ে প্রথম দিককার ঈসায়ী ঈমান-সূত্র। সম্ভবত বাপ্তিস্ম গ্রহণের সময় এই ঈমান সূত্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে উচ্চারণ করা হত। প্রাথমিক মণ্ডলীর ঈমান-সূত্রে ঈসাকে নাজাতদাতা নয়, প্রভু হিসেবে সম্বোধন করা হত।

১০:১৪ তবলিগকারী না থাকলে কেমন করে শুনবে? যেহেতু এ ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত হতে পারে যে, সুসমাচারের বাণী শোনা ও তাতে সাড়া দেওয়ার জন্য ইহুদীদের তেমন কোন ভাল সুযোগ আসে নি, সে কারণে পৌল এখানে মসীহ্‌কে ডাকার ও নাজাত পাওয়ার আবশ্যকীয় শর্তাবলী ব্যাখ্যা করেছেন।

১০:১৮ তাদের আওয়াজ। জবুর শরীফের এই উদ্ধৃতিটি আল্লাহ্‌র মহিমা সম্পর্কে বেহেশতের সাক্ষ্যের কথা বোঝায়। এখানে সুসমাচার তবলিগকারীদের প্রতি উক্তিটি প্রয়োগ করে বোঝানো হচ্ছে, ইসরাইল জাতি এ ধরনের কোন অজুহাত দাঁড় করাতে পারবে না যে, তার শোনার কোন সুযোগ আসে নি, যেহেতু তবলিগকারীরা প্রত্যেকটি স্থানে গিয়ে সুসমাচার তবলিগ করেছেন। সুতরাং নাজাতের বার্তায় কর্ণপাত করার জন্য ইহুদীদের যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

১০:১৯ বনি-ইসরাইলরা কি বুঝতে পারে নি? পরবর্তী বাক্যের আলোকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে; কারণ অ-ইহুদীরা, যাদেরকে ইহুদীরা রূহানিকভাবে অজ্ঞ বলে বিবেচনা করতো, তারা সুসমাচারের বাণী অনুধাবন করেছিল। তারা যদি এই বার্তা বুঝে থাকে, তাহলে ইহুদীদেরও তা বুঝতে পারার কথা।

১১:১ আল্লাহ্‌ কি তাঁর লোকদের ত্যাগ করেছেন? সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা বোঝানো হয়েছে। ইহুদীদের মাঝে একদল লোক সব সময়ই বিশ্বস্ত ছিল। সে কারণে আল্লাহ্‌ কখনোই সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। এখানে পৌল বলেন যে, ইসরাইলের প্রত্যাখ্যান সাময়িক ও আংশিক; শেষ পর্যন্ত সমস্ত ইসরাইল মসীহ্‌তে সাধিত নাজাত লাভ করবে।

BACIB International Bible CHURCH

হাজার লোককে আমি আমার জন্য অবশিষ্ট
রেখেছি।” ৫ একইভাবে এই বর্তমান কালেও
অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে যাদের তিনি রহমতের
মধ্য দিয়ে বেছে নিয়েছেন। ৬ তা যখন রহমতের
মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে, তখন তা আর কাজের
মাধ্যমে অর্জিত হয় নি; নতুবা রহমত আর
রহমত রইলো না।
৭ তবে কি? বনি-ইসরাইল যার খোঁজ করছিল
তা তারা পায় নি, কিন্তু আল্লাহ্‌ যাদের নির্বাচন
করে রেখেছিলেন তারা তা পেয়েছে; অন্য
সকলের অন্তর কঠিন হয়েছে, ৮ যেমন লেখা
আছে,

"আল্লাহ্‌ তাদেরকে জড়তার রূহ্‌ দিয়েছেন;
এমন চোখ দিয়েছেন, যা দেখতে পায় না;
এমন কান দিয়েছেন, যা শুনতে পায় না,
আজও পর্যন্ত।"

৯ আর দাউদ বলেন,

"তাদের টেবিল তাদের জন্য ফাঁদ ও
পাশস্বরূপ হোক,
তা বাধাজনক পাথর ও প্রতিফলস্বরূপ
হোক।
১০ তাদের চোখ অন্ধ হোক, যেন তারা দেখতে
না পায়;
তুমি তাদের পিঠ সব সময় কুঁজো করে
রাখ।"

অ-ইহুদীদের জন্য নাজাত

১১ তবে আমি বলি, তারা কি পতনের জন্য
হোঁচট খেয়েছে? নিশ্চয় তা নয়; বরং তাদের
পতনে অ-ইহুদীদের কাছে নাজাত উপস্থিত
হয়েছে, যেন তাদের অন্তর্জ্বালা জন্মে। ১২ ভাল,

১৯:১৮।

[১১:৮] মথি ১৩:১৩-১৫; দ্বিঃবিঃ ২৯:৪; ইশা ২৯:১০।

[১১:১০] জবুর ৬৯:২২,২৩।

[১১:১১] প্রেরিত ১৩:৪৬; রোমীয় ১০:১৯।

[১১:১৩] প্রেরিত ৯:১৫।
[১১:১৪] ইউ ৩:১৭; প্রেরিত ৪:১২; ১৬:৩১; ১তীম ২:৪; তীত ৩:৫।
[১১:১৫] লূক ১৫:২৪,৩২।
[১১:১৬] লেবীয় ২৩:১০,১৭; শুমারী ১৫:১৮-২১।
[১১:১৭] ইয়ার ১১:১৬।
[১১:১৮] ইউ ৪:২২।
[১১:২০] ২করি ১:২৪।

[১১:২২] ইব ৩:৬; ইউ ১৫:২।

তাদের পতনে যখন দুনিয়ার ধনলাভ হল এবং
তাদের ক্ষতিতে যখন অ-ইহুদীদের ধনলাভ হল,
তখন তাদের পূর্ণতায় আরও কত না বেশি হবে?
১৩ কিন্তু হে অ-ইহুদীরা, তোমাদেরকে বলছি; অ
-ইহুদীদের জন্য প্রেরিত বলে আমি নিজের
পরিচর্যা-পদের গৌরব করছি; ১৪ যদি কোনভাবে
আমার স্বজাতির লোকদের অন্তর্জ্বালা জন্মিয়ে
তাদের মধ্যে কিছু লোককে নাজাত করতে পারি।
১৫ কারণ তাদের দূরীকরণে যখন আল্লাহ্‌র সঙ্গে
দুনিয়ার সম্মিলন হল, তখন তিনি যখন
ইহুদীদের গ্রহণ করবেন তখন কি মৃতদের জীবন
লাভের মত অবস্থা হবে না? ১৬ আর অগ্রিমাংশ
যদি পবিত্র হয় তবে সুজির তালও পবিত্র; এবং
মূল যদি পবিত্র হয় তবে শাখা সকলও পবিত্র।
১৭ আর যদি কতগুলো ডাল ভেঙ্গে ফেলে তুমি
বন্য জলপাই গাছের চারা হলেও তোমাকে সেই
স্থানে কলম হিসেবে লাগান হয়, আর তুমি
জলপাই গাছের রসের মূলের অংশী হও, ১৮ তবে
সেই ভেঙ্গে ফেলা শাখাগুলোর বিরুদ্ধে অহংকার
করো না। যদি অহংকার কর, তবে মনে রেখো,
তুমি মূলকে ধারণ করছো না, কিন্তু মূলই
তোমাকে ধারণ করছে। ১৯ এতে তুমি বলবে,
আমাকে কলম হিসাবে লাগাবার জন্যই কতগুলো
শাখা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ২০ বেশ ভাল কথা,
ঈমান না আনার ফলে ওদেরকে ভেঙ্গে ফেলা
হয়েছে এবং ঈমানের মধ্য দিয়েই তুমি দাঁড়িয়ে
আছ। ২১ অহংকারী হয়ো না, বরং ভয় কর,
কেননা আল্লাহ্‌ যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলোকে
রেহাই দেন নি, তখন তোমাকেও রেহাই দেবেন
না। ২২ অতএব আল্লাহ্‌র দয়ার ভাব ও কঠোর

১১:৫ যাদের ... বেছে নিয়েছেন। এদেরকে বেছে নেওয়ার ভিত্তি তাদের সৎ কাজ নয়, বরং আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ। এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র পুত্রকে প্রেরণ করা এবং তার মধ্য দিয়ে সমস্ত মানব জাতিকে, বিশেষভাবে ঈমানদারদেরকে নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র যে মহান দয়ার পরিকল্পনা করেছেন, এই উক্তিটি তা প্রকাশ করে। নাজাতদাতা ঈসার দুনিয়াতে আগমন ও তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর থেকে যারা তাঁর সুসমাচার গ্রহণ করে তাঁর উপরে ঈমান এনেছে ও তাঁর বাধ্য হয়েছে, তাদের প্রতি এই নির্বাচন প্রযোজ্য।

১১:৭ যার খোঁজ করছিল তা তারা পায় নি। আল্লাহ্‌র সামনে নিজেকে ধার্মিক দেখানো, যার কারণে ইসরাইলের অধিকাংশকে পরিহার করা হয়েছিল।

অন্য সকলের অন্তর কঠিন হয়েছে। যেহেতু তারা ঈমানের পথকে অস্বীকার করেছে, এ কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে রূহানিক সত্যতা লাভের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। একদিন অবশ্য এ জাতি দেখতে ও শুনতে সক্ষম হবে।

১১:১১ তাদের পতনে ... উপস্থিত হয়েছে। ইসরাইল জাতির অপরাধ, অর্থাৎ মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান ও তাঁকে ক্রুশারোপিত করার মাধ্যমে নাজাত সমগ্র দুনিয়ার কাছে উপস্থিত হয়েছে। ইহুদীদের ঈমানহীনতা সকল মানুষের নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সফল করেছে বলে পৌল উল্লেখ করেন।

১১:১২ দুনিয়ার ধনলাভ। ঈমানদার অ-ইহুদীদের দ্বারা উপভোগ্য নাজাতের রহমতের কথা বোঝানো হচ্ছে, ইহুদীদের দ্বারা সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যানের কারণে যা তারা লাভ করেছে। ইহুদীদের প্রত্যাখ্যানের কারণেই প্রেরিতগণ সুসমাচার তবলিগের জন্য অ-ইহুদীদের দিকে ফিরেছিলেন।

১১:১৪ অন্তর্জ্বালা জন্মিয়ে। পৌলের বক্তব্য হচ্ছে, প্রতিটি মণ্ডলীর এই প্রত্যাশা করা উচিত ও মুনাজাত করা উচিত, যেন আল্লাহ্‌র শক্তি, তাঁর করুণা ও তাঁর রহমত এমনভাবে ঈমানদারদের উপরে বর্তায় যেন তা দেখে ইসরাইলরা ঈর্ষান্বিত হয় এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক অন্তত যেন প্রভুর চরণে আসে। আমাদের জীবনে ঈসা মসীহের নাজাত ও বেহেশতী অনুগ্রহ এমনভাবে দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন, যেন অ-ঈমানদারদের মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এবং তারা প্রভুকে গ্রহণ করে।

১১:২০ ঈমান না আনার ফলে। ইসরাইলের এই পরিণতি আল্লাহ্‌র সার্বজনীন আদেশ বা ঘোষণার কারণে ঘটেনি, বরং তা ঘটেছে তাদেরই ঈমানহীনতা এবং ঈসা মসীহ্‌তে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গ্রহণ করতে তাদের অস্বীকৃতি জানানোর ফলে।

১১:২২ আল্লাহ্‌র দয়ার ভাব ও কঠোর ভাব। আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত যে কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এ দু'টো পরিস্থিতি অবশ্যই বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। যখন আমরা তাঁর দয়াকে উপেক্ষা

ভাব দেখ; যারা পড়ে গেছে, তাদের প্রতি কঠোর
ভাব এবং তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র দয়ার ভাব, যদি
তুমি সেই মধুর দয়ার শরণাপন্ন থাক; নতুবা
তোমাকেও কেটে ফেলা হবে। ২৩ আবার ওরা
যদি ওদের অবিশ্বাস ত্যাগ করে, তবে ওদেরকেও
লাগানো যাবে, কারণ আল্লাহ্‌ ওদের আবার
লাগাতে সমর্থ আছেন। ২৪ বস্তুত যেটি স্বভাবত
বন্য জলপাই গাছ, তোমাকে তা থেকে কেটে
নিয়ে যখন স্বভাবের বিপরীতে উত্তম জলপাই
গাছে লাগানো হয়েছে, তখন প্রকৃত শাখা যে
ওরা, ওদেরকে নিজের জলপাই গাছে লাগানো
যাবে, সেটি কত বেশি নিশ্চয়।

সমস্ত বনি-ইসরাইল নাজাত পাবে

২৫ কারণ, ভাইয়েরা তোমরা যেন তোমাদের
জ্ঞানে নিজেদের বুদ্ধিমান মনে না কর, এজন্য
আমি চাই না যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে
অজ্ঞাত থাক। সেই নিগূঢ়তত্ত্ব এই যে,
ইসরাইলের একটি অংশের উপরে কঠিনতা ভর
করে রয়েছে, যে পর্যন্ত অ-ইহুদীদের পূর্ণ সংখ্যা
প্রবেশ না করে; ২৬ আর এইভাবে সমস্ত ইসরাইল
নাজাত পাবে; যেমন লেখা আছে, "সিয়োন
থেকে উদ্ধারকর্তা আসবেন; তিনি ইয়াকুব থেকে
ভক্তিহীনতা দূর করবেন; ২৭ আর এ-ই তাদের
পক্ষে আমার নিয়ম, যখন আমি তাদের গুনাহ্‌ দূর
করবো।" ২৮ ওরা ইঞ্জিলের সম্বন্ধে তোমাদের
জন্য তারা আল্লাহ্‌র দুশমন, কিন্তু নির্বাচনের
সম্বন্ধে পূর্বপুরুষদের জন্য তারা আল্লাহ্‌র
প্রিয়পাত্র। ২৯ কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর দানগুলো

[১১:২৩] ২করি ৩:১৬।
[১১:২৪] ইয়ার ১১:১৬।
[১১:২৫] ১করি ১০:১; ১২:১।
[১১:২৬] ইশা ৪৫:১৭; ইয়ার ৩১:৩৪।
[১১:২৭] ইশা ৫৯:২০,২১; ২৭:৯; ইব ৮:১০,১২
[১১:২৮] দ্বিঃবিঃ ৭:৮; ১০:১৫;।
[১১:২৯] ইব ৭:২১।
[১১:৩০] ইফি ২:২।
[১১:৩৩] জবুর ৯২:৫; ইফি ৩:১০; ইশা ৪০:২৮।
[১১:৩৪] ইয়ার ২৩:১৮; ১করি ২:১৬।
[১১:৩৫] আইয়ুব ৪১:১১; ৩৫:৭।
[১১:৩৬] ১পিতর ৫:১১; প্রকা ৫:১৩; ৭:১২।
[১২:১] রোমীয় ৬:১৩,১৬,১৯; ১করি ৬:২০।
[১২:২] ১পিতর ১:১৪; ১করি ১:২০।

সম্বন্ধে ও তাঁর আহ্বান সম্বন্ধে মন পরিবর্তন
করেন না। ৩০ ফলত তোমরা যেমন আগে
আল্লাহ্‌র অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন ওদের অব-
াধ্যতার জন্য করুণা পেয়েছ, ৩১ তেমনি এরাও
এখন অবাধ্য হয়েছে, যেন তোমাদের করুণা-
প্রাপ্তিতে তারাও এখন করুণা পায়। ৩২ কেননা
আল্লাহ্‌ সকলকেই অবাধ্যতার কাছে রুদ্ধ
করেছেন, যেন তিনি সকলেরই প্রতি করুণা
করতে পারেন।
৩৩ আহা! আল্লাহ্‌র ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান
কেমন সীমাহীন! তাঁর বিচারগুলো কেমন বোধের
অতীত! তাঁর পথগুলো কেমন সন্ধানের অতীত!
৩৪ কেননা প্রভুর মন কে জেনেছে? "কে-ই বা
তাঁর পরামর্শদাতা হয়েছে?" ৩৫ অথবা কে আগে
তাকে কিছু দান করেছে, যেন সে তার প্রতিদান
পেতে পারে? ৩৬ যেহেতু সকলই তাঁর থেকে ও
তাঁর দ্বারা ও তাঁর জন্য। যুগে যুগে তাঁরই মহিমা
হোক। আমিন।

ঈসা মসীহে নতুন জীবন

১২ ১ অতএব হে ভাইয়েরা, আল্লাহ্‌র
অসীম করুণার অনুরোধে আমি
তোমাদেরকে ফরিয়াদ করছি, তোমরা নিজ নিজ
দেহকে জীবিত, পবিত্র ও আল্লাহ্‌র প্রীতিজনক
কোরবানী হিসেবে কোরবানী কর, এ-ই
তোমাদের রূহানিক এবাদত। ২ আর এই যুগের
অনুরূপ হয়ো না, কিন্তু মনের নতুনীকরণ দ্বারা
সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে উঠো, যেন তোমরা
পরীক্ষা করে জানতে পার আল্লাহ্‌র ইচ্ছা কি।

করি, তখন আল্লাহ্‌কে আমরা দেখি যেন এক নির্মম স্বৈরাচারী হিসেবে; আবার যখন আমরা তাঁর কঠোরতাকে উপেক্ষা করি, তখন তাঁকে মনে হয় যেন এক স্নেহবাৎসল পিতা।

তোমাকেও কেটে ফেলা হবে। সমস্ত অ-ইহুদী ঈমানদারদের জন্য এই কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যদি তারাও ইহুদীদের মত আল্লাহ্‌র পথ ত্যাগ করে ও দুনিয়ার সাথে নিজেদেরকে কলুষিত করে, তাহলে আল্লাহ্‌ আর তাদের প্রতি মমতা করবেন না এবং উপরন্তু তাদেরকে শাস্তি দেবেন।

১১:২৪ স্বভাবের বিপরীতে। পৌল স্বীকার করেন যে, বন্য শাখাকে যেমন উত্তম শাখার সাথে কলম করা হত না, তেমনই একটি অস্বাভাবিক কাজ ছিল আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি ইহুদীদেরকে না দিয়ে অ-ইহুদীদের কাছে সুসমাচার ও নাজাতের উপহার দান করা।

১১:২৫ নিগূঢ়তত্ত্ব। পৌলের সময়ে তথাকথিত রহস্যজনক ধর্মের কথা বোঝাতে গ্রীক *মিসটেরিওন* শব্দটি ব্যবহার করা হত। পৌল বলছেন যে, এই তত্ত্ব আগে গুপ্ত বা অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু এখন তা সকলের জানা এবং বোঝার জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

অ-ইহুদীদের পূর্ণ সংখ্যা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাঁর বেহেশতী জাতি গঠনের জন্য অ-ইহুদীদের মধ্য থেকে যে লোকদের গ্রহণ করবেন তাদের পূর্ণ সংখ্যা।

১১:২৬ সমস্ত ইসরাইল। ইব্রাহিমের নাতি ইয়াকুবের দ্বিতীয় নাম ইসরাইল থেকে এই ইসরাইল জাতির নাম এসেছে। এই শব্দটি দিয়ে যারা সত্যিকার ঈমানদার তাদেরকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

১১:২৭ তাদের গুনাহ্‌ দূর করবো। ইহুদী এবং অ-ইহুদী উভয়েই তাদের ঈমান ও অনুতাপের ভিত্তিতে নাজাত লাভের মধ্য দিয়ে সমস্ত গুনাহের ক্ষমা লাভ করে।

১১:২৯ আল্লাহ্‌ তাঁর দানগুলো ... পরিবর্তন করেন না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহুদী ও অ-ইহুদী উভয়ের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ দানের পরিকল্পনা রয়েছে, উভয়ের প্রতি তিনি তাঁর দয়া দেখাতে চান, যেন কোন এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে না পারে।

১২:১ নিজ নিজ দেহকে ... কোরবানী কর। ঈমানদারদের জীবনে ভালবাসায়, ভক্তিতে, প্রশংসায় এবং পবিত্রতায় আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্র হতে হবে এবং সেভাবে তার সমস্ত শরীরকেও আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নিবেদিত করতে হবে।

১২:২ এই যুগের ... রূপান্তরিত হয়ে উঠো। আমাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াবী রূহের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র চিরন্তন সত্য ও তাঁর কালামে যে ধার্মিকতার মান ঘোষণা করা হয়েছে তা ঈসা মসীহের নামে ধারণ করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজ নিজ অন্তর ও চিন্তা-ভাবনাগুলোকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রাখা।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা উত্তম, গ্রহণযোগ্য ও সিদ্ধ।

মসীহের অঙ্গপ্রতঙ্গ

৩ বস্তুত আমাকে যে রহমত দেওয়া হয়েছে,
তার গুণে আমি তোমাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেক
জনকে বলছি, নিজেকে যতটুকু বড় মনে করা
উপযুক্ত কেউ তার থেকে বড় মনে না করুক;
কিন্তু আল্লাহ্‌ যাকে যে পরিমাণে ঈমান দান
করেছেন, সেই অনুসারে সে নিজের বিষয়ে মনে
করুক। ৪ কেননা যেমন আমাদের এক দেহে
অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের একই রকম কাজ
নয়, ৫ তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা
মসীহে এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ। ৬ আর আমাদেরকে যে রহমত দেওয়া
হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ
বিশেষ বর পেয়েছি, তখন সেই বর যদি
ভবিষ্যদ্বাণী হয়, তবে এসো, ঈমানের পরিমাণ
অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বলি; ৭ অথবা যদি তা
পরিচর্যা করার বর হয়, তবে সেই পরিচর্যায়
নিবিষ্ট হই; অথবা যে শিক্ষা দেবার বর পেয়েছে,
সে শিক্ষা দিক, ৮ কিংবা যে উৎসাহ দেবার বর
পেয়েছে, সে উৎসাহ দিক; যে দান করার বর
পেয়েছে, সে সরলভাবে দান করুক, যে শাসন
করার বর পেয়েছে, সে আগ্রহ সহকারে শাসন
করুক, যে রহম করার বর পেয়েছে, সে হৃষ্টচিত্তে
রহম করুক।

আসল ঈসায়ীদের চিহ্ন

৯ মহব্বতের মধ্যে কোন রকম ভণ্ডামী না
থাকুক। যা মন্দ তা নিতান্তই ঘৃণা কর, যা ভাল
তাতে আসক্ত হও। ১০ ভাইদের মহব্বত করার
ব্যাপারে পরস্পর স্নেহশীল হও; সমাদরে এক
জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। ১১ যত্নে শিথিল
হয়ো না, রূহে উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর গোলামি কর,
১২ প্রত্যাশায় আনন্দ কর, দুঃখভোগে ধৈর্যশীল
হও, মুনাজাতে নিবিষ্ট থাক, ১৩ পবিত্র লোকদের
অভাবের সময়ে সাহায্য কর, মেহমানদের
সেবায় রত থাক।
১৪ যারা নির্যাতন করে তাদেরকে দোয়া কর, হ্যাঁ,
দোয়া কর, বদদোয়া দিও না। ১৫ যারা আনন্দ
করে তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কান্না করে
তাদের সঙ্গে কাঁদ। ১৬ তোমরা পরস্পরের প্রতি

[১২:৩] গালা ২:৯; রোমীয় ১৫:১৫।
[১২:৪] ইফি ৪:১৬।
[১২:৫] ইফি ২:১৬; ৫:৩০ ।
[১২:৬] ১পিতর ৪:১০,১১।
[১২:৭] ইফি ৪:১১।
[১২:৮] প্রেরিত ১১:২৩; ১৩:১৫; ১৫:৩২।
[১২:৯] ২করি ৬:৬; ১তীম ১:৫।
[১২:১০] জবুর ১৩৩:১; ১থিষ ৪:৯।
[১২:১১] প্রেরিত ১৮:২৫।
[১২:১২] ইব ১০: ৩২,৩৬।
[১২:১৩] ১তীম ৩:২; ৫:১০; ১পিতর ৪:৯।
[১২:১৪] মথি ৫:৪৪।
[১২:১৫] আইয়ুব ৩০:২৫।
[১২:১৬] ইশা ৫:২১; ইয়ার ৪৫:৫।

১২:৩ যাকে যে পরিমাণে ঈমান। প্রত্যেক ঈমানদারকে মণ্ডলীতে বিভিন্ন পরিচর্যার দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক যে ক্ষমতা দেয়া হয়। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা সকল দান ও তালন্ত অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। অনেকে বিশেষ দান পেলে আত্মগরিমায় পূর্ণ হয় এবং এটি আল্লাহ্‌ ঘৃণা করেন।

১২:৫ মসীহে এক দেহ। এটিই ঈসায়ী একতা সম্পর্কে পৌলের ধারণার মূল চাবিকাঠি। কেবল ঈসা মসীহ্‌তেই মণ্ডলীর একতা রক্ষা করা সম্ভব।

১২:৬ বর। গ্রীক *ক্যারিশমাটা*, এর অর্থ অনুগ্রহের বিশেষ দান, যা আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন।

ঈমানের পরিমাণ অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী বলি। 'ভবিষ্যদ্বাণী' বলতে সত্য, বা তবলিগের অনুপ্রাণিত কথা বোঝানো হয়েছে। এই বাক্যাংশটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: পাক-রূহের অনুপ্রেরণায় এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী বলা, অথবা ঈমানের মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রেখে ভবিষ্যদ্বাণী বলা; দ্বিতীয়টি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

১২:৭ পরিচর্যা করার বর। ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলী বা এর যে কোন সদস্যের প্রতি রূহানিক পরিচর্যা সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ।

১২:৮ উৎসাহ দিক। মানুষ যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে আল্লাহ্‌র কালাম ঘোষণা করে, যাতে করে তা মানুষের অন্তর, বিবেক ও ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে এবং ঈমানকে অনুপ্রাণিত করে।

সরলভাবে দান করুক। মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু আছে সেগুলো যেন উদারভাবে আল্লাহ্‌র কাজের জন্য বা লোকদের অভাব মেটানোর জন্য দান করে দেওয়া হয়।

আগ্রহ সহকারে শাসন করুক। মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজ করা এবং নানা ধরনের রূহানিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন তা সঠিকভাবে পালন করে।

হৃষ্টচিত্তে রহম করুক। মানুষ যেন অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্থ লোকদেরকে সাহায্য করার জন্য আন্তরিকভাবে ইচ্ছা পোষণ করে।

১২:৯ মহব্বত। প্রতিবেশী, পরিবার, আত্মীয়-পরিজন, সহ-ঈসায়ী তথা সকল মানুষের জন্য আন্তরিক মহব্বত ধারণ করতে হবে এবং তা অবশ্যই খাঁটি ও নিখাদ হতে হবে।

১২:১০ ভাইদের মহব্বত। আল্লাহ্‌র পরিবারে পরস্পরের প্রতি মহব্বত। যারা ঈমানে ঈসা মসীহের প্রতি নিবেদিত হয়েছেন তাদের কর্তব্য হচ্ছে একে অপরকে যথোযুক্তভাবে স্নেহ করা। আমাদেরকে অবশ্যই ঈসায়ী ভাই-বোনদের মঙ্গলের প্রতি, তাদের অভাব-অনটনের প্রতি ও রূহানিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করতে হবে এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতে হবে।

সমাদরে এক জন অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। অপরের স্বার্থকে আমাদের নিজেদের স্বার্থের আগে রাখতে হবে এবং নিজে সম্মান পাওয়ার কথা চিন্তা না করে অপরকে সম্মান করতে হবে, অন্যের কাজে আন্তরিকভাবে প্রশংসা করতে হবে।

১২:১১ রূহে উদ্দীপ্ত হও। অর্থাৎ 'রূহানিকভাবে উৎসাহিত হও'। সম্ভবত এখানে 'রূহ্‌' বলতে পাক-রূহ্‌কে বোঝানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে, পাক-রূহ্‌ যে উৎসাহ দেন তাতে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত হতে হবে।

১২:১২ প্রত্যাশায় আনন্দ কর। ঈসায়ীদের নাজাত ও অনন্ত জীবনের প্রত্যাশার নিশ্চয়তা হচ্ছে তাদের আনন্দের উৎস।

দুঃখভোগে ধৈর্যশীল হও। একজন ঈসায়ী ঈমানদারের চূড়ান্ত বিজয়ী হওয়ার জন্য অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করতে হবে, কারণ ঈমানের পথে দুঃখভোগ করা তার জন্য অপরিহার্য।

মুনাজাতে নিবিষ্ট থাক। কেবল কঠিন সময়ে মুনাজাত করা নয়, বরং সব সময়ে মুনাজাত দ্বারা আল্লাহ্‌র সাথে সহভাগিতা বজায় রাখা ঈসায়ী ঈমানদারদের কর্তব্য।

১২:১৩ পবিত্র লোকদের অভাবের সময়ে সাহায্য কর। ঈসায়ীদের সকল মানুষের জন্য সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে, কিন্তু যারা ধার্মিক ও পবিত্র ব্যক্তি বলে পরিচিত তাদের পরিচর্যার ব্যাপারে ঈসায়ীদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।

একমনা হও, গর্বিত হয়ো না, কিন্তু অবনত
লোকদের বিনত সহচর হও। নিজেদের জ্ঞানে
বুদ্ধিমান হয়ো না। ১৭ মন্দের বদলে কারো মন্দ
করো না; সকল মানুষের দৃষ্টিতে যা উত্তম, ভেবে
চিন্তে তা-ই কর। ১৮ যদি সম্ভব হয় তোমাদের
পক্ষে যতদূর সম্ভব মানুষের সঙ্গে শান্তিতে থাক।
১৯ হে প্রিয়জনেরা তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ নিও
না, বরং আল্লাহ্‌কে সেই শাস্তি দিতে দাও, কারণ
লেখা আছে, "প্রতিশোধ নেওয়া আমারই কাজ,
আমিই প্রতিফল দেব, এই কথা প্রভু বলেন।"
২০ বরং "তোমার দুশমনের যদি খিদে পায়,
তাকে খেতে দাও; যদি তার পিপাসা পায়, তাকে
পান করাও; কেননা তা করলে তুমি তার মাথায়
জ্বলন্ত অঙ্গার রাশি করে রাখবে।" ২১ তুমি মন্দের
দ্বারা পরাজিত হয়ো না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা
মন্দকে পরাজিত কর।

শাসনকর্তাদের প্রতি কর্তব্য

১৩ ১ প্রত্যেক মানুষ দেশের কর্তৃপক্ষের
অধীনতা স্বীকার করুক; কেননা
আল্লাহ্‌র নিরূপিত না হলে কেউ কর্তৃত্বের অধিক-
ার পায় না এবং যেসব কর্তৃপক্ষ আছেন, আল্লাহ্‌ই
তাদের নিযুক্ত করে থাকেন। ২ অতএব যে ব্যক্তি
কর্তৃপক্ষের প্রতিরোধ করে সে আল্লাহ্‌র নিয়োগের
প্রতিরোধ করে; আর যারা প্রতিরোধ করে তারা
নিজেদের উপরে শাস্তি ডেকে আনবে। ৩ কেননা
শাসনকর্তারা সৎকাজের প্রতি নয়, কিন্তু মন্দ
কাজের প্রতি ভয়াবহ। আর তুমি কি কর্তৃপক্ষের
কাছে নির্ভয় থাকতে চাও? তবে সদাচরণ কর।
তা করলে পর তার কাছ থেকে তোমরা প্রশংসা
পাবে। ৪ কেননা মঙ্গলের জন্য তিনি তোমার
পক্ষে আল্লাহ্‌রই পরিচারক। কিন্তু যদি মন্দ আ-

[১২:১৭] ২করি ৮:২১।
[১২:১৮] মার্ক ৯:৫০; রোমীয় ১৪:১৯।
[১২:১৯] লেবীয় ১৯:১৮; মেসাল ২০:২২; ২৪:২৯।
[১২:২০] মেসাল ২৫:২১,২২; হিজ ২৩:৪।
[১৩:১] দানি ২:২১; ৪:১৭; ইউ ১৯:১১।
[১৩:২] হিজ ১৬:৮
[১৩:৩] ১পিতর ২:১৪।
[১৩:৪] ১থিষ ৪:৬।
[১৩:৫] মেসাল ২৪:২১,২২।
[১৩:৬] মথি ২২:১৭।
[১৩:৭] মথি ১৭:২৫।
[১৩:৮] ইউ ১৩:৩৪; কল ৩:১৪।
[১৩:৯] হিজ ২০:১৩-১৫,১৭; দ্বিঃবিঃ ৫:১৭-১৯, ২১।
[১৩:১১] ১করি ৭:২৯-৩১; ১০:১১; ইয়াকুব ৫:৮।
[১৩:১২] ইব ১০:২৫; ১ইউ ২:৮; ইফি ৫:১১।

চরণ কর, তবে ভীত হও, কেননা তিনি বৃথা
তলোয়ার ধারণ করেন না; কারণ তিনি আল্লাহ্‌র
পরিচারক, যে মন্দ আচরণ করে, আল্লাহ্‌র হয়ে
তাদের শাস্তি বিধান করেন। ৫ অতএব কেবল
আল্লাহ্‌র আজাবের ভয়ে নয়, কিন্তু বিবেকেরও
জন্য তাঁদের অধীনতা স্বীকার করা আবশ্যক।
৬ কারণ এজন্য তোমরা রাজকরও দিয়ে থাক;
কেননা তাঁরা আল্লাহ্‌র সেবাকারী, সেই কাজে
নিয়োজিত রয়েছেন। ৭ যার যা প্রাপ্য তাকে তা
দাও। যাঁকে কর দিতে হয়, কর দাও; যাঁকে শুল্ক
দিতে হয়, শুল্ক দাও; যাঁকে ভয় করতে হয়, ভয়
কর; যাঁকে সম্মান করতে হয়, সম্মান কর।

পরস্পরের প্রতি মহব্বত

৮ তোমরা পরস্পরের কাছ মহব্বতের ঋণ ছাড়া
আর কোনও ঋণে আবদ্ধ হয়ো না; কেননা
পরকে যে মহব্বত করে, সে শরীয়ত পূর্ণরূপে
পালন করেছে। ৯ কারণ "জেনা করো না, খুন
করো না, চুরি করো না, লোভ করো না," এবং
আর যে কোন হুকুম থাকুক, সেই সব নিয়ে
একত্রে বলা হয়েছে, "প্রতিবেশীকে নিজের মত
মহব্বত কোরো।" ১০ মহব্বত প্রতিবেশীর অনিষ্ট
সাধন করে না, অতএব মহব্বতই শরীয়তের
পূর্ণতা।

একটি জরুরী আবেদন

১১ এছাড়া, তোমরা এই কাল সম্পর্কে জান;
ফলত এখন তোমাদের ঘুম থেকে জাগবার সময়
উপস্থিত; কেননা যখন আমরা ঈমান
এনেছিলাম, তখনকার চেয়ে এখন নাজাত
আমাদের আরও বেশি সন্নিকট। ১২ রাত প্রায়
শেষ হয়ে গেল, দিন আগত প্রায়; অতএব
এসো, আমরা অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ

১২:১৭ সকল মানুষের দৃষ্টিতে যা উত্তম। ঈসায়ী ঈমানদারদের আচরণ কখনও এমন হওয়া উচিত নয় যা সুসমাচারের নৈতিকতার বিরুদ্ধে যাবে কিংবা মানবীয় মূল্যবোধকে অতিক্রম করার চেষ্টা করবে।

১২:১৮ যদি সম্ভব হয় ... শান্তিতে থাক। ঈমানদারদেরকে প্রত্যেকের সাথে শান্তি বজায় রাখতে হবে এবং ইচ্ছাকৃত সমস্ত বিরোধ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৩:১ অধীনতা স্বীকার করুক। আল্লাহ্‌ ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যগত হতে আদেশ করেছেন, কারণ রাষ্ট্র এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা আল্লাহ্‌ নিজেই স্থাপন করেছেন। আল্লাহ্‌ স্বয়ং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার নিযুক্ত করে থাকেন যেন এর অধীনস্থ হয়ে নাগরিকরা গুনাহের ফলে সৃষ্ট নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য থেকে দূরে থাকতে পারেন।

১৩:৪ তলোয়ার। মৃত্যু ও শাস্তির প্রতীক, কারণ এর দ্বারা তৎকালে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত এবং বিচারে ব্যবহৃত হত। এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রোমীয় কর্তৃপক্ষের প্রতীক ছিল। যারা ভয়ঙ্কর অপরাধী তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দানের মধ্য দিয়ে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এখানে জোরালো সমর্থন জানানো হয়েছে।

১৩:৫ বিবেকেরও জন্য। রাষ্ট্রের সরকার ও কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্‌ কর্তৃক অভিষিক্ত এবং তারাও আল্লাহ্‌র পরিচর্যাকারী, এই কথা মাথায় রেখে অবশ্যই ঈসায়ীদেরকে মন থেকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

১৩:৮ মহব্বতের ঋণ। ঈসায়ী ঈমানদারদের পরস্পরের প্রতি মহব্বত হচ্ছে এক প্রকার দেনা, যা কখনো শোধ হওয়ার নয়। মূলত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, এই ঈসায়ী মহব্বত কখনো দেনা-পাওনার ভিত্তিতে তৈরি হয় না এবং এর তা পাওয়ার জন্য দেওয়া যায় না, তাই এখানে ঋণ শোধ করারও কোন প্রশ্ন নেই। তবে এই ঋণ ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে ঋণী না হওয়া বলতে এমন নয় যে, বিপদ-আপদের সময় আমরা কারও কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে পারব না। তবে আমরা যেন অপ্রয়োজনে ঋণগ্রস্থ না হই এবং ঋণের টাকা পরিশোধ করতে অবহেলা না করি।

১৩:১১ এই কাল। নাজাতের সময়, রাজ্যের পূর্ণতার পূর্বে ক্রান্তিকাল।

১৩:১২ রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। বর্তমান মন্দ যুগের অবসান খুব শীঘ্রই ঘটতে চলেছে। মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থান এই যুগের শেষ দিনগুলোর সূচনা করেছে।

দিন। ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন, যা আল্লাহ্‌র রাজ্যের পূর্ণতা সাধন করবে।

করি এবং নূরের যুদ্ধের সাজ-পোশাক পরি।
১৩ এসো, রঙ্গরসে ও মত্ততায় নয়, লম্পটতায় ও
স্বেচ্ছাচারিতায় নয়, বিবাদে ও ঈর্ষায় নয়, কিন্তু
দিনের উপযুক্ত শিষ্টভাবে চলি। ১৪ কিন্তু তোমরা
প্রভু ঈসা মসীহ্‌কে পরিধান কর, অভিলাষ পূর্ণ
করার জন্য গুনাহ্‌-স্বভাবের ইচ্ছা পূর্ণ করার চিন্তা
করো না।

দুর্বল ঈমানদার ভাইদের প্রতি কর্তব্য

১৪ ১ ঈমানে যে দুর্বল তাকে সাদরে গ্রহণ
করো, কিন্তু তার ভিন্ন মতামতের
বিষয়ের বিচার করার জন্য নয়। ২ এক ব্যক্তির
বিশ্বাস আছে যে, সবরকম খাবারই সে খেতে
পারবে, কিন্তু যে ঈমানে দুর্বল সে শুধু শাক-
সব্‌জি খায়। ৩ যে যা কিছু খায়, সে এমন
ব্যক্তিকে তুচ্ছ না করুক, যে তা খায় না; এবং যে
ব্যক্তি যে সব খাদ্য খায় না, সে এমন ব্যক্তির
বিচার না করুক, যে তা খায়; কারণ আল্লাহ্‌
তাকে গ্রহণ করেছেন। ৪ তুমি কে, যে অপরের
ভৃত্যের বিচার কর? নিজের মালিকের কাছে হয়
সে স্থির থাকে, নয় সে পড়ে যায়। বরং তাকে
স্থির রাখা যাবে, কেননা প্রভু তাকে স্থির রাখতে
পারেন।
৫ এক জন একটি দিনকে অন্য দিন থেকে
বেশি মান্য করে; আর এক জন সকল দিনকেই
সমানরূপে মান্য করে; কে কি করবে বা না
করবে তাতে যেন তার মন সম্পূর্ণভাবে সাড়া
দেয়। ৬ দিন যে মানে, সে প্রভুর উদ্দেশেই মানে;

[১৩:১৩] ইফি ৫:১৮।
[১৩:১৪] গালা ৩:২৭; ৫:২৪।
[১৪:১] ১করি ৮:৯-১২; ৯:২২।
[১৪:৩] লূক ১৮:৯; কল ২:১৬।
[১৪:৪] মথি ৭:১।
[১৪:৫] গালা ৪:১০; কল ২:১৬।
[১৪:৬] মথি ১৪:১৯; ১করি ১০:৩০,৩১; ১তীম ৪:৩,৪।
[১৪:৭] ২করি ৫:১৫; গালা ২:২০।
[১৪:৮] ফিলি ১:২০।
[১৪:৯] প্রকা ১:১৮; ২:৮।
[১৪:১০] মথি ৭:১; ২করি ৫:১০।
[১৪:১১] ইশা ৪৯:১৮; ৪৫:২৩।
[১৪:১২] মথি ১২:৩৬; ১পিতর ৪:৫।
[১৪:১৩] ২করি ৬:৩।

আর যে খাওয়া-দাওয়া করে, সে প্রভুর উদ্দেশেই
খাওয়া-দাওয়া করে, কেননা সে আল্লাহ্‌র
শুকরিয়া করে; এবং যে খায় না, সেও প্রভুর
উদ্দেশেই খায় না এবং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করে।
৭ কারণ আমাদের মধ্যে কেউ নিজের উদ্দেশে
জীবিত থাকে না এবং কেউ নিজের উদ্দেশে মরে
না। ৮ কেননা আমরা যদি জীবিত থাকি, তবে
প্রভুরই উদ্দেশে জীবিত থাকি; এবং যদি মরি,
তবে প্রভুরই উদ্দেশে মরি। অতএব আমরা
জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। ৯ কারণ
এই উদ্দেশে মসীহ্‌ ইন্তেকাল করলেন ও জীবিত
হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু
হন।
১০ কিন্তু তুমি কেন তোমার ভাইয়ের বিচার কর?
কেনই বা তুমি তোমার ভাইকে তুচ্ছ কর?
আমরা সকলেই তো আল্লাহ্‌র বিচারাসনের
সম্মুখে দাঁড়াব। ১১ কেননা লেখা আছে, "প্রভু
বলছেন, আমার জীবনের কসম, আমার কাছে
প্রত্যেকেই হাঁটু পাতবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা
আল্লাহ্‌র গৌরব স্বীকার করবে।" ১২ সুতরাং
আমাদের প্রত্যেক জনকে আল্লাহ্‌র কাছে নিজ
নিজ হিসাব দিতে হবে।

অন্যের বাধাজনক কিছু করো না

১৩ অতএব, এসো, আমরা পরস্পর আর কেউ
কারো বিচার না করি, বরং তোমরা ঠিক কর যে,
ভাইয়ের সম্মুখে এমন কিছু রাখব না যাতে সে
উচোট খায় ও যাতে সে মনে বাধা পায়।

অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ করি। সাধারণত রাতে যে ধরনের মন্দ কাজ করা হয়ে থাকে, সে সমস্ত অসাধু কার্যকলাপ ও গুনাহ্‌ থেকে সব সময় বিরত থাকতে হবে।

১৩:১৩ দিনের উপযুক্ত শিষ্টভাবে চলি। ঈসায়ীদের আচরণ দিনের আলোর মত পরিষ্কার ও স্পষ্ট হতে হবে, যেন কোন কলুষতা কোথাও না থাকে।

১৩:১৪ প্রভু ঈসা মসীহ্‌কে পরিধান কর। যা অভ্যন্তরীণভাবে ইতোমধ্যেই ঘটেছে, বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করার জন্য পৌল ঈমানদারদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন।

১৪:১ ঈমানে যে দুর্বল। রোমের ইহুদী ঈসায়ীরা শরীয়তের সুনির্দিষ্ট আবশ্যকতা বাদ দিতে অনিচ্ছুক ছিল, যেমন খাদ্যের বিধি নিষেধ, বিশ্রামবার পালন এবং অন্যান্য বিশেষ দিবস পালন। এদের মাঝে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা নিয়ে প্রচণ্ড জটিলতা ছিল, যা তাদের ঈমানের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে।

১৪:২ এক ব্যক্তির বিশ্বাস। ঈমানে সবল ঈসায়ী এ কথা উপলব্ধি করতে পারেন যে, খাবারের ভেদাভেদে কোন রূহানিক তাৎপর্য নেই। পৌল এখানে শিক্ষা দেন যে, খাওয়া কোন নৈতিক ব্যাপার নয়। খাবার পেছনে আমাদের যে মনোভাব সেটিই আসল কথা।

১৪:৪ অপরের ভৃত্য। আল্লাহ্‌র গোলাম। একজন ঈসায়ী ঈমানদার অবশ্যই তার সহ-ঈসায়ীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে পারে না, কারণ সেও তারই মত আল্লাহ্‌র গোলাম। আল্লাহ্‌ তাদের উভয়ের মালিক এবং কেবল তাঁর কাছেই সকল ঈমানদার দায়বদ্ধ।

১৪:৫ সকল দিনকেই সমানরূপে মান্য করে। ইহুদীদের মধ্যে বিশ্রামবার অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য সহকারে পালন করা হত, কিন্তু তারা অন্য দিনগুলোতে ধার্মিকতা ও পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট ছিল না। ঈসায়ীদেরকে পবিত্র জীবন-যাপন ও আল্লাহ্‌র পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে প্রতিটি দিনকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মান্য করে চলতে হবে।

১৪:৭ নিজের উদ্দেশে জীবিত থাকে না। এখানে আমাদের, অর্থাৎ ঈসায়ীদের কথা বলা হচ্ছে। আমরা আমাদের নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, বরং আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্যই জীবন ধারণ করি। এমনকি আমাদের মৃত্যুও ঘটে প্রভুর গৌরব স্থাপনের জন্য।

১৪:১৩ পরস্পর আর কেউ কারো বিচার না করি। আমরা যেন নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে খুঁত ধরা, অভিযোগ করা বা বিচার করার মত কাজ না করি, বরং যেন ঈমান, মতাদর্শ এবং পবিত্রতার ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহ দিই। আমাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে পরস্পরের মূল্যায়ন করতে হবে এবং মহব্বতে ও নম্রতায় একে অপরকে সংশোধন

উচোট খায় ... মনে বাধা পায়। এমন কিছু যা একজন মানুষকে গুনাহ্‌র পথে ঠেলে দেয় এবং নৈতিক অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

১৪:১৪ ঈসা মসীহে নিশ্চয় বুঝেছি। এখন পৌল একজন ঈসায়ী হিসেবে বলছেন যে, খাদ্যের বিষয়ে পুরানো সেই নিষেধাজ্ঞা আর প্রযোজ্য নয়। কোন বস্তুই প্রকৃতিগতভাবে

১৪ আমি জানি এবং ঈসা মসীহে নিশ্চয় বুঝেছি,
কোন বস্তুই স্বভাবতঃ নাপাক নয়; কিন্তু যে যা
নাপাক জ্ঞান করে, তারই পক্ষে তা নাপাক।
১৫ বস্তুত তুমি কি খাও সেই কারণে তোমার ভাই
যদি দুঃখিত হয়, তবে তুমি তো আর মহব্বতের
নিয়মে চলছো না। যার জন্য মসীহের মৃত্যু হল,
তোমার খাবার-দাবার দ্বারা তাকে নষ্ট করো না।
১৬ অতএব তোমাদের যা ভাল, তা নিন্দার বিষয়
না হোক। ১৭ কারণ আল্লাহ্‌র রাজ্য ভোজন পানে
নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পাক-রূহে
আনন্দ। ১৮ কেননা যে এই বিষয়ে মসীহের
গোলামি করে, সে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য
এবং মানুষের কাছেও পরীক্ষাসিদ্ধ।
১৯ অতএব যেসব বিষয় শান্তিজনক ও যে
সমস্ত বিষয়ের দ্বারা পরস্পরকে গেঁথে তুলতে
পারি, এসো, আমরা তারই চেষ্টা করি।
২০ খাদ্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাজ ধ্বংস কোরো না।
সকল বস্তুই পাক-পবিত্র বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি যা
কিছু খেলে তার মনে বাধার সৃষ্টি করে, তবে তার
পক্ষে সেসব নাপাক। ২১ গোশ্‌ত ভোজন বা
আঙ্গুর-রস পান, অথবা এমন কিছু করা উচিত
নয় যাতে তোমার কোন ভাই মনে বাধা পায়।
২২ তোমার যে ঈমান আছে, তা নিজের কাছেই
আল্লাহ্‌র সম্মুখে রাখ। সেই ব্যক্তি ধন্য, যে যা
অনুমোদন করে, তাতে নিজের বিবেক তাকে
দোষী না করে। ২৩ কিন্তু যে সন্দেহ করে কোন
কিছু খায়, তবে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কারণ
তার খাওয়া ঈমান অনুযায়ী নয়; আর যা কিছু
ঈমান অনুযায়ী নয়, তা-ই গুনাহ্‌।

অন্যকে সন্তুষ্ট কর নিজেকে নয়

১৫ ১ কিন্তু আমরা যারা ঈমানে
শক্তিশালী, আমাদের উচিত যেন দুর্বল
লোকদের দুর্বলতা বহন করি, আর নিজেদের
তুষ্ট না করি। ২ আমরা প্রত্যেকে অবশ্যই
আমাদের প্রতিবেশীকে গেঁথে তুলবার উদ্দেশ্যে
তার মঙ্গলের জন্য যেন তাকে সন্তুষ্ট রাখি।
৩ কারণ মসীহ্‌ও নিজেকে সন্তুষ্ট করলেন না, বরং
যেমন লেখা আছে, "যারা তোমাকে তিরস্কার
করে, তাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়লো।"
৪ কারণ আগেকার দিনে যা যা লেখা হয়েছিল,
সেসব আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়েছিল,
যেন কিতাব অনুযায়ী ধৈর্য ও উৎসাহ দ্বারা
আমরা প্রত্যাশা পাই। ৫ ধৈর্যের ও উৎসাহের
আল্লাহ্‌ এমন বর দিন, যাতে তোমরা মসীহ্‌
ঈসার অনুরূপে পরস্পর একমনা হও, ৬ যেন
তোমরা একচিত্তে এক মুখে আমাদের ঈসা

[১৪:১৪] প্রেরিত ১০:১৫; ১করি ৮:৭।
[১৪:১৫] ইফি ৫:২।
[১৪:১৬] ১করি ১০:৩০।
[১৪:১৭] গালা ৫:২২।
[১৪:১৮] ২করি ৮:২১।
[১৪:১৯] ইব ১২:১৪; জবুর ৩৪:১৪।
[১৪:২০] ১করি ৮:৯-১২।
[১৪:২১] মথি ৫:২৯।
[১৪:২২] ১ইউ ৩:২১।
[১৫:১] রোমীয় ১৪:১; ১থিষ ৫:১৪।
[১৫:২] ১করি ১০:২৪; রোমীয় ১৪:১৯।
[১৫:৩] ২করি ৮:৯; জবুর ৬৯:৯।
[১৫:৫] ইফি ৪:৩; ফিলি ২:২; ।
[১৫:৬] জবুর ৩৪:৩;

অপবিত্র নয়। ঈসা মসীহের আগমনের ফলে ইহুদী আচার-আচরণগত রীতি-নীতির আর কোন মূল্য নেই।

১৪:১৫ নষ্ট করো না। 'নষ্ট করা' শব্দটি সাধারণত অনন্তকালীন ধ্বংস বোঝায়; কিন্তু এখানে রূহানিক ক্ষতি সাধন করার কথা বোঝানো হয়েছে।

১৪:১৭ আল্লাহ্‌র রাজ্য ভোজন পানে নয়। ভোজন ও পান করার মত তুচ্ছ বিষয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়লে ঈসায়ী জীবন-যাপনের প্রকৃত মূল্যবোধ ও আদর্শের উপলব্ধি ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবে।

১৪:২০ আল্লাহ্‌র কাজ। যে ঈমানদার ঈমানে দুর্বল বা স্পর্শকাতর, তাকে কোনভাবে খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়ে মানসিকভাবে আঘাত দিলে বা তা বিঘ্ন জন্মালে অবশ্যই তা আল্লাহ্‌র মহান পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করে।

যে ব্যক্তি যা কিছু ... বাধার সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ঈসায়ী ঈমানদারেরই ভোজন-পান এবং আচার আচরণগত স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্তু একজন দুর্বল ঈমানদার ভাইয়ের যদি কোন একটি খাবার বা কোন আচরণে বিঘ্ন জন্মায়, তাহলে তার সম্মানে অবশ্যই সেই বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৪:২১ আঙ্গুর-রস পান। প্রেরিতিক যুগে ঈসায়ী ঈমানদাররা নিয়মিত প্রভুর ভোজ পালনে নতুন আঙ্গুর-রস পান করতেন, যা ছিল সজীবকারক, কিন্তু নেশাজনক নয়। আবার অ-ঈমানদারদের মধ্যে পুরানো ও গাঁজানো আঙ্গুর-রস খাওয়া প্রথা ছিল। এই কারণে পৌল সাবধান করে রোমীয় মণ্ডলীকে সাবধান করে দিচ্ছেন যেন তাদের মধ্যে আঙ্গুর-রস পান করা নিয়ে এমন কোন জটিলতার সৃষ্টি না হয়, যার ফলে পৌত্তলিকদের মধ্য হতে যে সকল নব্য ঈমানদার মণ্ডলীভুক্ত হয়েছেন তারা কোন প্রকারে পুরানো নেশাজনক আঙ্গুর-রসের দিকে না ঝোঁকেন।

১৪:২২ নিজের কাছেই আল্লাহ্‌র সম্মুখে রাখ। কোন ঈসায়ী ঈমানদারেরই তার স্বাধীনতাকে জাহির করা ঠিক নয়, বরং তা নিজের মাঝে সংরক্ষিত রাখা উচিত।

১৫:১ নিজেদের তুষ্ট না করি। এ নয় যে ঈসায়ী নিজেকে কখনও তুষ্ট করবে না, কিন্তু এমন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে যা তার নিজ সন্তোষ পূরণ করবে, কিন্তু অপর ঈমানদার ভাইয়ের অসন্তোষের সৃষ্টি করবে।

১৫:৩ মসীহ্‌ও নিজেকে সন্তুষ্ট করলেন না। মসীহ্‌ এই দুনিয়াতে মানুষ বেশে জীবন ধারণ করতে এসেছেন পিতার ইচ্ছা পালন করতে, তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়। এই জীবনে যন্ত্রণা এবং মৃত্যু যুক্ত ছিল।

যারা তোমাকে ... আমার উপরে পড়লো। এই উদ্ধৃতিতে 'তোমাকে' বলতে আল্লাহ্‌কে বোঝানো হয়েছে এবং 'আমাকে' বলতে ধার্মিক দুঃখভোগকারীকে বোঝানো হয়েছে, যাকে পৌল মসীহ্‌ বলে দেখাচ্ছেন। মসীহ্‌ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের শত্রুতা নিজে বহন করলেন, যেন আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন।

১৫:৪ আগেকার দিনে যা যা লেখা হয়েছিল। ঈসায়ীদের রূহানিক জীবনের জন্য পুরাতন নিয়ম ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে আল্লাহ্‌র যে নীতিমালা এবং তাঁর প্রজ্ঞা প্রকাশিত হয়েছে তা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে আল্লাহ্‌, মানুষের নাজাত, ঈসা মসীহের আগমন ইত্যাদি সম্পর্কে যে প্রত্যাদেশগুলো রয়েছে তাও অত্যন্ত গুরুত্বহ এবং প্রায়োগিক।

১৫:৫ মসীহ্‌ ঈসার অনুরূপে পরস্পর একমনা হও। এমন নয় যে, সকল ঈমানদারের রুচি ও পছন্দ এক রকম হবে, কিন্তু তারা যখন দ্বিমত পোষণ করবেন তখন অবশ্যই তাদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত থাকতে হবে। ঈসায়ীদের মধ্যে অনৈক্য

মসীহের আল্লাহ্‌র ও পিতার গৌরব কর।

ইহুদী ও অ-ইহুদীদের প্রতি ঈসা মসীহের মহব্বত

৭ অতএব যেমন মসীহ্‌ তোমাদেরকে গ্রহণ
করলেন, তেমনি আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য
তোমরাও এক জন অন্যকে গ্রহণ কর। ৮ কেননা
আমি বলি যে, আল্লাহ্‌র সত্যের জন্যই মসীহ্‌
খৎনা সম্বন্ধীয় পরিচারক হয়েছেন, যেন তিনি
পূর্বপুরুষদেরকে দেওয়া প্রতিজ্ঞাগুলো স্থির
করেন, ৯ এবং অ-ইহুদীরা যেন আল্লাহ্‌র করুণার
জন্যই তাঁর গৌরব করে; যেমন লেখা আছে,
“এজন্য আমি জাতিদের মধ্যে তোমার গৌরব
স্বীকার করবো, তোমার নামের উদ্দেশে প্রশংসা-
গান করবো।” ১০ আবার তিনি বলেন, “জাতিরা!
তাঁর লোকদের সঙ্গে আনন্দ কর।”
১১ আবার “সমস্ত জাতি প্রভুর প্রশংসা কর,
সমস্ত লোকবৃন্দ তাঁর প্রশংসা করুক।” ১২ আবার
ইশাইয়া বলেন, “ইয়াসির মূল থাকবে, আর
জাতিদের উপর কর্তৃত্ব করতে এক জন দাঁড়াবেন,
তাঁরই উপর জাতিরা প্রত্যাশা রাখবে।”
১৩ প্রত্যাশার আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ঈমান দ্বারা
সমস্ত আনন্দ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন, যেন
তোমরা পাক-রূহের পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচে
পড়।
১৪ আর, হে আমার ভাইয়েরা, আমি নিজেও
তোমাদের বিষয়ে নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে,
তোমরা নিজেরা মঙ্গলভাবে পরিপূর্ণ, সমস্ত জ্ঞানে
পূর্ণ, পরস্পরকে চেতনা প্রদানেও সমর্থ।
১৫ তবুও তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বলে
কয়েকটি বিষয় অপেক্ষাকৃত সাহসপূর্বক লিখলাম,
কারণ আল্লাহ্‌ কর্তৃক আমাকে এই রহমত দান

প্রকা ১:৬।
[১৫:৮] ২করি ১:২০।
[১৫:৯] ২শামু ২২:৫০; জবুর ১৮:৪৯।
[১৫:১০] দ্বিঃবিঃ ৩২:৪৩; ইশা ৬৬:১০।
[১৫:১১] জবুর ১১৭:১।
[১৫:১২] ইশা ১১:১০।
[১৫:১৩] ১করি ২:৪; ৪:২০; ১থিষ ১:৫।
[১৫:১৪] ইফি ৫:৯; ২করি ৮:৮; ২পিতর ১:১২।
[১৫:১৫] রোমীয় ১২:৩
[১৫:১৬] ইশা ৬৬:২০।
[১৫:১৭] ফিলি ৩:৩; ইব ২:১৭।
[১৫:১৮] প্রেরিত ১৫:১২; ২১:১৯।
[১৫:১৯] ইউ ৪:৪৮; ২করি ২:১২।
[১৫:২০] ২করি ১০:১৫,১৬।
[১৫:২১] ইশা ৫২:১৫।
[১৫:২৩] প্রেরিত ১৯:২১।
[১৫:২৪] তীত ৩:১৩।

করা হয়েছে, ১৬ যেন আমি মসীহ্‌ ঈসার সেবক
হয়ে, অ-ইহুদীদের কাছে আল্লাহ্‌র ইঞ্জিলের
ইমামত্ব করি, যেন অ-ইহুদীরা পাক-রূহে
পবিত্রীকৃত উপহার হিসেবে গ্রাহ্য হয়।

হযরত পৌলের স্পেন ও রোমে যাবার পরিকল্পনা

১৭ অতএব মসীহ্‌ ঈসাতে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধীয় বিষয়ে
আমার গর্ব করার অধিকার আছে। ১৮ কেননা
আমি সেই বিষয়ে এমন একটি কথাও বলতে
সাহস করবো না, যা অ-ইহুদীদেরকে বাধ্য
করার জন্য মসীহ্‌ আমার মধ্য দিয়ে সাধন করেন
নি; ১৯ তিনি কথায় ও কাজে, নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত
লক্ষণের পরাক্রমে, পাক-রূহের পরাক্রমে
এরকম সাধন করেছেন যে, জেরুশালেম থেকে
ইল্লুরিকা পর্যন্ত চারদিকে আমি মসীহের
সুসমাচার সম্পূর্ণভাবে তবলিগ করেছি। ২০ আর
আমার লক্ষ্য এই, মসীহের নাম যে স্থানে কখনও
উচ্চারিত হয় নি এমন স্থানে যেন সুসমাচার
তবলিগ করি, পরের স্থাপিত ভিত্তিমূলের উপরে
যেন না গাঁথি। ২১ যেমন লেখা আছে, “তাঁর
সংবাদ যাদেরকে দেওয়া যায় নি, তারা দেখতে
পাবে; এবং যারা শোনে নি, তারা বুঝতে
পারবে।”
২২ এই কারণ বশত আমি তোমাদের কাছে
যেতে চেয়েও অনেকবার বাধা পেয়েছি। ২৩ কিন্তু
এখন এই সব অঞ্চলে আমার আর স্থান নেই
এবং অনেক বছর ধরে আকাঙ্ক্ষা করে আসছি
যে, স্পেন দেশে যাবার সময়ে তোমাদের ওখানে
যাব; ২৪ কারণ আশা করি যে, যাবার সময়ে
তোমাদের দেখতে পাব এবং প্রথমে তোমাদের
সঙ্গলাভে আমি কিছুকাল তৃপ্ত হলে তোমরা

আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের চলাকে ব্যাহত করে এবং তাঁর প্রাপ্য গৌরব দিতে আমাদের সামর্থ্যকে ক্ষুণ্ন করে।

১৫:৮ মসীহ্‌ খৎনা সম্বন্ধীয় পরিচারক হয়েছেন। মসীহ্‌ খৎনাকৃত অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে তাঁর পরিচর্যা কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। আল্লাহ্‌ ইহুদীদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা অনুসারে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

১৫:৯ অ-ইহুদীরা ... তাঁর গৌরব করে। আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতি তথা ইহুদীদের জন্য তাঁর উদ্ধার কাজ সাধন করলেও অ-ইহুদী বা অ-ইহুদীদের জন্যও তিনি এর পরিকল্পনা করেছিলেন ও তা সাধন করেছিলেন। অ-ইহুদীরা আল্লাহ্‌র পরাক্রমশালী ও অনুগ্রহশীল কাজ প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাহ্‌র লোকদের প্রশংসা শুনে উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্য কী করেছেন।

১৫:১২ ইয়াসির মূল। ইয়াসি ছিলেন দাউদের পিতা এবং মসীহ্‌ হচ্ছেন ‘দাউদ-সন্তান’; সে কারণে ঈসা মসীহ্‌কে ইয়াসির মূল বলা হয়েছে।

১৫:১৬ সেবক। পরিচর্যাকারী; অনেক সময় এই শব্দটি দিয়ে ‘ইমাম’ পদধারী কাউকে বোঝানো হয়ে থাকে।

১৫:১৭ মসীহ্‌ ঈসাতে ... আমার গর্ব। আল্লাহ্‌ আমাদের মধ্য দিয়ে যে কাজগুলো করছেন, সেগুলোর কারণে আবেগ-আপ্লুত ও গর্বিত হয়ে আনন্দের সাথে সাক্ষ্য দেওয়া কোন দোষের বিষয় নয়; অবশ্য যদি তা নম্রতা ও কৃতজ্ঞতার সাথে করা হয়। যে পরিচর্যা বাধ্যতা ও ঈমান উৎপন্ন করে এবং যাতে পাক-রূহের শক্তিযুক্ত কাজ দেখা যায়, তাতেই আমাদের গর্ব করা উচিত।

১৫:২০ মসীহের নাম ... উচ্চারিত হয় নি। পৌলের পরিচর্যা কাজ ছিল মূলত তবলিগমূলক। তিনি সেই সমস্ত অঞ্চল তাঁর কাজের জন্য বেছে নিতেন, যেখানে সম্পূর্ণভাবে কখনো সুসমাচার তবলিগ করা হয় নি। ফলে সেই সমস্ত লোক সুসমাচার শোনার সুযোগ পেত, যারা এর আগে কখনো তা শোনে নি।

১৫:২২ আমি তোমাদের ... বাধা পেয়েছি। পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করার তাগিদ পৌলকে অনেকবারই রোম যাত্রা থেকে বাধা দিয়েছে।

১৫:২৪ তোমরা আমাকে সেখানে এগিয়ে দেবে। অর্থাৎ ‘আমার যাত্রায় আমাকে সাহায্য করবে’। এই ভাষা মূলত ঈসায়ী পরিচর্যাকারীদের জন্য অর্থনৈতিক ও আনুষাঙ্গিক সাহায্য দান করা বোঝায়।

আমাকে সেখানে এগিয়ে দেবে। [২৫] কিন্তু এখন
পবিত্র লোকদের পরিচর্যা করতে জেরুশালেমে
যাচ্ছি। [২৬] কারণ জেরুশালেমের পবিত্র লোকদের
মধ্যে যারা দীন-দরিদ্র, তাদের জন্য
ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়া প্রদেশের লোকেরা খুশি
হয়ে সহভাগিতা সূচক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করেছে।
[২৭] বাস্তবিক তারা খুশি হয়েই তা করেছে, আর
তারা ওদের কাছে ঋণীও আছে; কেননা যখন অ-
ইহুদীরা রূহানিক বিষয়ে তাদের সহভাগী হয়েছে,
তখন ওরাও সাংসারিক বিষয়ে তাদের সেবা
করার জন্য ঋণী। [২৮] অতএব সেই কাজ সম্পন্ন
করার এবং যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে তা
তাদের দেবার পর, আমি তোমাদের কাছ দিয়ে
স্পেন দেশে যাব। [২৯] আর আমি জানি, যখন
তোমাদের কাছে আসবো তখন মসীহের পরিপূর্ণ
দোয়া নিয়েই আসবো।
[৩০] ভাইয়েরা, আমাদের ঈসা মসীহের মধ্য
দিয়ে এবং পাক-রূহের মহব্বতের মধ্য দিয়ে
আমি তোমাদেরকে ফরিয়াদ করি, তোমরা
আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য মুনাজাতের মধ্য
দিয়ে আমার সঙ্গে প্রাণপণ কর, [৩১] যেন আমি
এহুদিয়ার যে সব লোক ঈমান আনে নি সেই
লোকদের থেকে রক্ষা পাই এবং জেরুশালেমের
জন্য আমার যে পরিচর্যা, তা যেন পবিত্র
লোকদের কাছে গ্রাহ্য হয়। [৩২] আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়
আমি যেন তোমাদের কাছে আনন্দে উপস্থিত হয়ে
তোমাদের সঙ্গে প্রাণ জুড়াতে পারি। [৩৩] শান্তির
আল্লাহ্‌ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। আমিন।

ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা

১৬ [১] আমাদের বোন, কিংক্রিয়াস্থ মণ্ডলীর
পরিচারিকা, ফৈবীর জন্য আমি
তোমাদের কাছে সুপারিশ করছি, [২] যেন তোমরা
তাঁকে প্রভুতে, পবিত্র লোকদের যেভাবে আপন
করে নেওয়া কর্তব্য সেইভাবে তাকে গ্রহণ কর
এবং যে কোন বিষয়ে তোমাদের থেকে তাঁর
উপকারের প্রয়োজন হতে পারে তা কর; কেননা
তিনিও অনেকের এবং আমার নিজেরও উপকার
করেছেন।

ভাই ও বোনদের প্রতি সালাম জানানো

[৩] মসীহ্‌ ঈসাতে আমার সহকারী প্রিস্কা ও আক্বি
লাকে সালাম জানাও; [৪] তাঁরা আমার প্রাণ রক্ষার
জন্য আপন প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন। কেবল
আমিই যে তাঁদের শুকরিয়া করি, এমন নয়, কিন্তু
অ-ইহুদীদের সমস্ত মণ্ডলীও করে। [৫] আর তাঁদের
গৃহস্থিত মণ্ডলীকেও সালাম জানাও। আমার প্রিয়
ইপেনিত, যিনি এশিয়া প্রদেশে মসীহ্‌কে প্রথম
গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে সালাম জানাও।
[৬] মরিয়ম, যিনি তোমাদের জন্য বহু পরিশ্রম
করেছেন, তাঁকে সালাম জানাও। [৭] আমার
স্বজাতীয় ও আমার সহবন্দী আন্দ্রনীক্‌ ও
যুনিয়কে সালাম জানাও; তাঁরা প্রেরিতদের মধ্যে
সুপরিচিত ও আমার আগে মসীহে ঈমান
এনেছেন। [৮] প্রভুতে আমার প্রিয় যে আম্‌প্লিয়াত,
তাঁকে সালাম জানাও। [৯] মসীহে আমাদের
সহকারী উর্বাণকে এবং আমার প্রিয় স্তাখিস্‌কেও
সালাম জানাও। [১০] মসীহে পরীক্ষাসিদ্ধ
আপিল্লিস্‌কে সালাম জানাও। আরিষ্টবুলের
পরিজনদেরকে সালাম জানাও। [১১] আমার
স্বজাতীয় হেরোদিয়োনকে সালাম জানাও।
নার্কিসের পরিজনবর্গের মধ্যে যাঁরা প্রভুতে
আছেন, তাঁদেরকে সালাম জানাও। [১২] ত্রুফেণা
ও ত্রুফোষা, যাঁরা প্রভুতে পরিশ্রম করেন,

[১৫:২৫] প্রেরিত ১৯:২১।
[১৫:২৬] প্রেরিত ১৬:৯।
[১৫:২৭] ১করি ৯:১১।
[১৫:২৯] রোমীয় ১:১০,১১।
[১৫:৩০] গালা ৫:২২।
[১৫:৩১] ২করি ১:১০; ২থিষ ৩:২; ২তীম ৩:১১; ২পিতর ২:৯;।
[১৫:৩২] ১করি ১৬:১৮; ফিলী ৭।
[১৫:৩৩] ১থিষ ৫:২৩; ২থিষ ৩:১৬; ইব ১৩:২০।
[১৬:১] ২করি ৩:১।
[১৬:২] ফিলি ২:২৯।
[১৬:৩] ১করি ১:৩০; ২করি ৫:১৭; গালা ১:২২; ৫:৬; ইফি ১:১৩।
[১৬:৫] ১করি ১৬:১৫, ১৯; কল ৪:১৫; ফিলী ২; প্রেরিত ২:৯।
[১৬:৭] কল ৪:১০।
[১৬:১০] প্রেরিত ১১:১৪।
[১৬:১১] প্রেরিত ১১:১৪।

১৫:২৫ পবিত্র লোক। সাধারণভাবে সকল ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে।

১৫:২৬ চাঁদা। কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাহায্যার্থে প্রদত্ত সাহায্য বা ত্রাণ; গ্রীক প্রতিশব্দ *কৈননিয়া*।

১৫:২৯ মসীহের পরিপূর্ণ দোয়া। পৌলের পরিচর্যা কাজের মাঝে আমরা দেখতে পাই রহমত, অনুগ্রহ, রূহানিক শক্তি ও ঈসা মসীহের উপস্থিতির পূর্ণতা, যাকে সম্মিলিতভাবে মসীহের দোয়া বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫:৩১ যেন আমি ... রক্ষা পাই। পৌল জানতেন যে, জেরুশালেমে ঈমানদারদের জন্য দান নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বাধার সম্মুখীন হতে পারেন; সে কারণে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই মুনাজাত চেয়েছিলেন।

১৬:১ ফৈবী। সম্ভবত রোম মণ্ডলীর কাছে এই পত্রটি তিনি বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিংক্রিয়া। করিন্থের প্রায় ছয় মাইল পূর্বে শারোন উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি বন্দর নগরী।

১৬:৩ প্রিস্কিল্লা ও আক্কিলা। পৌলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যারা তাঁর সাথে তাঁবু নির্মাণের কাজ করতেন।

১৬:৪ তাঁরা আমার প্রাণ ... বিপন্ন করেছিলেন। ইঞ্জিল শরীফে বা অন্য কোথাও এ সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ নেই, তবে অবশ্যই ঘটনাটি সর্বজনবিদৃত ছিল, যা আয়াতটির শেষ অংশ নির্দেশ করছে।

১৬:৫ তাঁদের গৃহস্থিত মণ্ডলী। প্রাথমিক মণ্ডলীর নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। সাধারণত প্রভাবশালী ঈমানদারদের বাসগৃহে বা অন্য কোন সহজলভ্য স্থানে ঈসায়ীরা এবাদতের জন্য মিলিত হতেন।

১৬:৬ মরিয়ম। নতুন নিয়মে এই নামে ছয়জনকে আমরা চিনি। এই আয়াতে উল্লিখিত মরিয়মের বিষয়ে অন্য আর কোথাও জানা যায় না।

১৬:৭ আমার স্বজাতীয়। অর্থাৎ পৌলের মত ইহুদী ঈসায়ী।

আমার সহবন্দী। সম্ভবত এই ব্যক্তিদ্বয় ঈসা মসীহের নাম তবলিগ করার কারণে বন্দী হয়েছিলেন এবং ইফিষে পৌলের সাথে কারাবন্দী অবস্থায় ছিলেন।

১৬:১০ আরিষ্টবুল। সম্ভবত ইনি মহান হেরোদের পৌত্র এবং প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্পের ভাই।

১৬:১১ নার্কিস। অনেকের মতে ইনি তিবিরীয় ক্লৌদিয় নার্কিস, যিনি রোমান সম্রাট তিবিরিয়ের অধীনস্থ এলাকার একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন।

১৬:১২ ত্রুফেণা ও ত্রুফোষা। সম্ভবত তাঁরা যমজ বোন ছিলেন, কারণ সে সময় যমজ সহোদরদের এ ধরনের নামকরণের

তাঁদেরকে সালাম জানাও। প্রিয়া পর্ষীস্‌, যিনি
প্রভুতে অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁকে সালাম
জানাও। ১৩ প্রভুতে মনোনীত রূফকে, আর তাঁর
মাকে– যিনি আমারও মা– সালাম জানাও।
১৪ অসুংক্রিত, ফ্লিগোন, হের্মেস, পাত্রোবাস্‌,
হের্মাস্‌ এবং তাঁদের সঙ্গের ভাইদেরকে সালাম
জানাও। ১৫ ফিললগ ও যুলিয়া, নীরিয় ও তাঁর
বোন এবং ওলুম্প ও তাঁদের সঙ্গের সমস্ত পবিত্র
লোককে সালাম জানাও। ১৬ তোমরা পবিত্র চুম্বনে
পরস্পর সালাম জানাও। মসীহের সমস্ত মণ্ডলী
তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছে।

শেষ নির্দেশনা

১৭ ভাইয়েরা, আমি তোমাদের কাছে ফরিয়াদ
করছি, তোমরা যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিপরীতে
যারা দলাদলি ও বাধার সৃষ্টি করে তাদেরকে চিনে
রাখ ও তাদের থেকে দূরে থাক। ১৮ কেননা এই
ধরনের লোকেরা আমাদের প্রভু মসীহের গোলামি
করে না, কিন্তু নিজ নিজ উদরের গোলামি করে
এবং সুন্দর সুন্দর কথা ও স্তুতিবাদ দ্বারা সরল
লোকদের মন ভুলায়। ১৯ কেননা তোমাদের
বাধ্যতার কথা সব লোকের কাছে জানানো
হয়েছে। অতএব তোমাদের জন্য আমি আনন্দ
করছি; কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা উত্তম
বিষয়ে বিজ্ঞ ও মন্দ বিষয়ে অমায়িক হও।
২০ আর শান্তির আল্লাহ্‌ ত্বরায় শয়তানকে
তোমাদের পদতলে দলিত করবেন।
আমাদের ঈসা মসীহের রহমত তোমাদের
সহবর্তী হোক।
২১ আমার সহকারী তিমথি এবং আমার স্বজাতীয়
লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদেরকে
সালাম জানাচ্ছেন।
২২ এই পত্রের লেখক আমি তর্তিয় প্রভুতে
তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছেন।
২৩ আমার এবং সমস্ত মণ্ডলীর যিনি মেহমানদারী
করেন সেই গায়ঃ তোমাদেরকে সালাম
জানাচ্ছেন। ২৪ এই নগরের ধনাধ্যক্ষ ইরাস্ত এবং
ভাই ক্কার্ত তোমাদেরকে সালাম জানাচ্ছেন।
২৫ যিনি তোমাদেরকে সুস্থির করতে সমর্থ–
আমার সুসমাচার অনুসারে ও ঈসা মসীহ্‌ বিষয়ক
তবলিগ অনুযায়ী, সেই নিগূঢ়তত্ত্বের প্রকাশ
অনুসারে যা অনাদিকাল থেকে গুপ্ত ছিল, ২৬ কিন্তু
এখন প্রকাশিত হয়েছে এবং নবীদের লেখা
কিতাব দ্বারা, অনন্তকালীন আল্লাহ্‌র হুকুম
অনুসারে, ঈমানের বাধ্য হবার জন্য, সর্বজাতির
কাছে জানানো হয়েছে, ২৭ ঈসা মসীহ্‌ দ্বারা সেই
একমাত্র প্রজ্ঞাবান আল্লাহ্‌র গৌরব যুগ-পর্যায়ের
যুগে যুগে হোক। আমিন।

[১৬:১৩] মার্ক ১৫:২১; ২ইউ ১।
[১৬:১৫] প্রেরিত ৯:১৩।
[১৬:১৬] ১পিতর ৫:১৪।
[১৬:১৭] ২থিষ ৩:৬,১৪।
[১৬:১৮] জবুর ১২:২; ইশা ৩০:১০; কল ২:৪।
[১৬:১৯] ১করি ১৪:২০।
[১৬:২০] ১থিষ ৫:২৮; প্রকা ২২:২১।
[১৬:২১] প্রেরিত ১৬:১।
[১৬:২৩] ২তীম ৪:২০।
[১৬:২৫] ইশা ৪৮:৬; কল ১;২৬,২৭; ২:২; ১তীম ৩:১৬।
[১৬:২৬] রোমীয় ১:২; ১:৫।
[১৬:২৭] রোমীয় ১১:৩৬।

প্রচলন ছিল।

পর্ষীস্‌। শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘পারস্য নারী’।

১৬:১৬ পবিত্র চুম্বন। ঐতিহাসিক জাস্টিন মার্টার (১৫০ খ্রী.) জানান যে, প্রাচীন ও মধ্য যুগে ঈসায়ী মণ্ডলীতে পবিত্র চুম্বন এবাদতের নিয়মিত অংশ ছিল। কোন কোন মণ্ডলীতে এখনও এর চর্চা দেখা যায়।

১৬:২২ তর্তিয়। এই পত্রটির লিপিকার; তিনি পৌলের ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ইঞ্জিল শরীফের আর কোথাও এই নামের উল্লেখ নেই।

১৬:২৩ গায়ঃ। সম্ভবত তিনি আল্লাহ্‌ভক্ত তিতিয় যুষ্ট, করিন্থে থাকাকালীন পৌল যার গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তিনি ক্রীস্পের সাথে পৌল কর্তৃক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন।